পোষ্যপুত্র

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত

উপন্যাস হইতে

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

নাটকাকারে বিরচিত

আর্ট থিয়েটার কর্ত্তৃক ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী—২৮শে ফাল্গুন, .৩৩৮, শনিবার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

এক টাকা

নিবেদন

প্রায় আড়াই বৎসর পূর্ব্বে শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবী প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস 'মন্ত্রশক্তি' অভিনয়ার্থ নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়াছিলাম; দর্শক খুব আনন্দের সঙ্গেই তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই উৎসাহেই এই লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকার জনপ্রিয় উপন্যাস 'পোষ্যপুত্র' নাটকাকারে রূপান্তরিত করিয়াছি এবং রঙ্গমঞ্চে তাহা আশাতিরিক্ত সাফল্যলাভ করিয়াছে।

উপন্যাস হইলেই নাটক হয় না। যে উপন্যাসে নাটকীয় উপাদান বেশী, যাহার গল্পাংশ (plot) পাঠকের আগ্রহকে বাড়াইয়া দেয়, বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া যে উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি হৃদয়-দ্বন্দ্ব প্রকাশের সুযোগ ও অবকাশ পায়, সাধারণতঃ সেই সব উপন্যাসই নাটকাকারে রূপান্তরিত হইবার উপযোগী এবং রঙ্গমঞ্চে তাহারাই টিঁকিয়া থাকে। এই সকল গুণ ছিল বলিয়াই শক্তিশালিনী লেখিকার দুইখানি উপন্যাসই নাটকাকারে দর্শকসমাজকে আনন্দদান করিতে সমর্থ হইয়াছে। এ নিমিত্ত নাট্যামোদী দর্শকগণের প্রশংসা ও ধন্যবাদ উপন্যাস লেখিকারই প্রাপ্য।

উপন্যাসকে নাটকের রূপ দিতে যাওয়া বড় বিপদ। উপন্যাসের বিষয়-বস্তু—যাহা পাঁচদিনে পড়া চলে, নাটকে তাহাই মূল রসকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে শেষ করিতেই হয়। এই জন্যই এই উপন্যাসের পল্লবিত গল্পকে অনেক স্থলেই ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহাতে পাঠকের কাছে উপন্যাসের অঙ্গহানি হইয়াছে মনে হইবে, কিন্তু

দর্শকের নিকট নাটকের গঠন ও তাহার রস-পরিপুষ্টি যদি ক্ষুণ্ণ না হইয়া থাকে, তাহা হইলেই শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। এই গঠন কার্য্যের সৌষ্ঠবের জন্য নূতন করিয়া আমাকে কিছু গড়িতেও হইয়াছে।

এই নাটকে নিম্নলিখিত গানগুলি গ্রন্থকর্ত্রী স্বয়ং লিখিয়া দিয়া নাটকের গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন।

ষ্টার থিয়েটার,
কলিকাতা।
১৫ই চৈত্র, ১৩৩৮ সাল

শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

১। রাঙ্গা রবির রাঙ্গা ছবি ইত্যাদি (২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য)
২। রাই, মিছা জাগি যামিনী গোঙাও (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)
৩। আপন মনে খেলা ক'রে বেলা কেটে যায় (৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য)
৪। ভুলে গিয়ে যদি সুখী হও সখা ইত্যাদি (৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য)

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

শ্যামাকান্ত চৌধুরী	লক্ষ্মীপুরের জমীদার
বিনোদ	ঐ পুত্র
বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্য	ঐ বাল্যবন্ধু (পুরোহিত)
বিপিন	ঐ দেওয়ান
হেমেন্দ্র	ঐ পোষ্যপুত্র
তারিণী	ঐ কর্ম্মচারী
যোগেন্দ্র	কর্ম্মোপলক্ষে মাদুরাবাসী (রজনীনাথের সম্পর্কে জামাতা)
রজনীনাথ মৈত্র	সম্ভ্রান্ত উকিল
সুপ্রকাশ	ঐ পুত্র
ফটিকচাঁদ	লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক ক্লাবের সভ্যগণ
সারদা	
যোগেশ	
নন্দলাল	
উপেন	
ষষ্ঠীচরণ	
অমূল্যকুমার	বিনোদের পুত্র

বিহারী, পাণ্ডা, একাওয়ালা, গাঁটকাটাদ্বয়, ভৃত্যগণ, চাপরাসী, ডাকপিয়ন, ভিখারী, ডাক্তার ইত্যাদি।

স্ত্রী

সিদ্ধেশ্বরী	বৃন্দাবন-বাসিনী গৃহস্থ-বিধবা
মাতঙ্গিনী	ঐ প্রতিবেশিনী
হারাণীর মা	সিদ্ধেশ্বরীর দাসী
শিবানী	ঐ কন্যা
রতনমঞ্জরী	শিবানীর সমবয়স্কা প্রতিবেশিনী
মণিমালা	যোগেন্দ্রের স্ত্রী
বসুমতী	রজনীনাথের স্ত্রী
শান্তিলতা	ঐ কন্যা
হরিমতী	কলিকাতার অভিনেত্রী
সুন্দরী	ফরাসডাঙ্গার বাসায় হেমেন্দ্রের দাসী

জীবনতারা, প্রতিবেশিনীগণ, ইত্যাদি।

পোষ্যপুত্র

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—লক্ষ্মীপুর

সময়—অপরাহ্ণ

শ্যামাকান্তের বৈঠকখানা

জমীদার শ্যামাকান্ত ও দেওয়ান বিপিন

শ্যামাকান্ত। ঠাকুর-মশায় মাঘ মাসের ৫ই, ১১ই, ১৬ইএর মধ্যে ১১ই আর ১৬ই এই দু'টো দিনই প্রশস্ত ব'লে গেলেন। আমরা ১১ই পাত্রী আশীর্ব্বাদ ক'রে আস্‌বো, তারা ১৬ই পাত্র আশীর্ব্বাদ ক'রে যাবে।

বিপিন। তাহ'লে বিবাহের দিন ধার্য্য ক'রলেন কবে?

শ্যামা। মাঘের ২৫শে আর ২৬শে, দু'টো দিনই ভাল। তা' তাদের যেদিন সুবিধা হবে, সেই দিনই স্থির করা যাবে। তোমার বাড়ী মেরামতের আর ক'দিন লাগ্‌বে? আজ তো পৌষের মাঝামাঝি।

বিপিন। খুঁটিয়ে মেরামত, নইলে এতদিনে সেরে ফেলতুম। আমিও বেশী ক'রে মিস্ত্রী লাগিয়ে দিচ্চি, এই পৌষের মধ্যেই ভারা খুল্‌বো।

শ্যামা। রজনীরও—ক'টা বাজ্‌লো? ষ্টেশনে গাড়ী পাঠান হয়েছে তো? এই ট্রেণে আস্‌বার কথা না?

বিপিন। হ্যাঁ, ৫টা ৪৫ মিনিটে নাম্‌বেন; গাড়ী ঠিক আছে।

শ্যামা। বাজারের যা কিছু ভার রজনীকেই নিতে হবে। ক'ল্‌কাতার উকীল, আমরা পাড়াগেঁয়ে। গয়না-গাঁটি কাপড়-চোপড় সে এক পর্ব্ব! বাড়ীর কোনও জিনিসই তো আর কাজে লাগ্‌বে না! বছর বছর ফ্যাসান বদলাচ্চে, মাথামুণ্ড কিছু তো বুঝ্‌তে পারিনে। পুরোনো যা কিছু আছে—ভাঙ্গো আর গড়ো! জিনিসের যা দাম তার চেয়ে মজুরী খরচা বেশী। তারপর,—দেখ না—ঐ এক পাকা-দেখা! ক'ল্‌কাতার চা'ল, এক একটা পাকা-দেখার যা খরচ, তাতে গরীবের তিনটে মেয়ের বিয়ে হয়! তারা!—কি দিনকালই প'ড়্‌লো!

(রজনীনাথের প্রবেশ ও শ্যামাকান্তের পদধূলি গ্রহণ)

এসো এসো, এই তোমার কথাই হ'চ্ছিল। আমি তো সাক্ষীমাত্র! বিনোদের বিয়ে, যা কিছু ভার দাদা, তোমারই। যা যা ক'র্‌তে হবে, তুমি তার সব ফর্দ্দ করো। নব্যতন্ত্রের খবর সব তো রাখিনে, তোমরা যা ক'র্‌বে তাতেই আমার মত। তবে একটা বিষয়—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বিদায় আর সামাজিক, এ দু'টো কাজ যাতে লক্ষ্মীপুরের জমীদার-বংশের মর্য্যাদার মত হয়, সেদিকে আগে দৃষ্টি রেখো। কতগুলি সামাজিক দিতে হবে আর ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কাকে কাকে বলা হবে, পুরোনো ফর্দ্দ সাম্‌নে রেখে বিপিনকে নূতন ফর্দ্দ ক'র্‌তে ব'লেছি। কি বিপিন, ফর্দ্দ সব ঠিক হ'য়েছে তো?

বিপিন। আজ্ঞে হ্যাঁ। তবে লক্ষ্মীপুরের পুরোনো ঘরের অনেকের নামই কাট্‌তে হ'য়েছে।

শ্যামা। কেন কেন?

বিপিন। প্রায় চৌদ্দ আনাতো দেশ ছাড়া।

শ্যামা। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ! পঞ্চাশ বৎসরের আগেকার সমাজ আর এখনকার সমাজ! বড় বড় বাড়ীতে দিনের বেলায় বাঘ লুকিয়ে থাকে! যাই হোক ভিটেগুলো তো সব প'ড়ে আছে, যতটা পারো খবর নাও; বাস উঠিয়ে কে কোথায় আছেন; চিঠি লিখে খবর নিয়ে যতটা সম্ভব সামাজিক পাঠাতেই হবে।

রজনী। বড্ড তাড়াতাড়ি ক'ল্লেন! আমার ইচ্ছে ছিল, বি-এ, পাশ করার পর বিনোদকে একবার বিলেত ঘুরিয়ে এনে—লেখাপড়া শেখ্‌বার দিকে বড় ঝোঁক—জলপানি নিয়ে বি-এ, পাশ ক'র্‌লে, বিজ্ঞানটা ভাল ক'রে শিখে এলে দেশের অনেক কাজ ক'র্‌তে পার্‌তো।

শ্যামা। সে কথা তো, যে-বার এফ্‌-এ, দেয়, সে-বার তুমি ব'লেছিলে, তখনও আমার যে উত্তর ছিল, এখনও আমার সেই উত্তর; দেশে থেকে কি আর বিজ্ঞান-চর্চ্চা চলে না? শিক্ষার ছল ক'রে অশাস্ত্রীয় পথ নেওয়া আমি ভাল বুঝি না; তারপর আমার একটি ছেলে, ঈশ্বর-ইচ্ছায় অর্থের তার অপ্রতুল নেই, যে ক'দিন বাঁচি,—এখানে থেকেই লেখাপড়া শিখুক—দেশের কাজ করুক।

রজনী। থাক্‌—ও-সব কথা এখন। আপনার আদেশ পালন করাও তার তো একটা প্রধান কর্ত্তব্য।

শ্যামা। হ্যাঁ, সে শিক্ষা যদি তার হ'য়ে থাকে, তবেই জান্‌বো—তার শিক্ষা সার্থক। তোমার কাছেই তো তার শিক্ষা; এ বয়স পর্য্যন্ত তোমার

মত কর্ত্তব্যপরায়ণ আর তো দু'টা দেখ্‌লুম না। আশীর্ব্বাদ করো ভাই, বিনোদকে আশীর্ব্বাদ করো, তোমার মতই যেন সে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয়। গিন্নী যে ভার দিয়ে স্বর্গে গেলেন, কি উৎকণ্ঠায় যে বিনোদকে আগ্‌লে নিয়ে আছি, [illegible]!—সে কথা জানো তুমি আর এই বিপিন! ও তো ছেলেবেলা থেকেই এখানে কাটালে; সবই তো দেখেছে।

বিপিন। এ বাড়ীতে তো আর চাকরী কচ্ছিনে, গিন্নী-মার স্নেহ-যত্নে এ বাড়ীর হ'য়েই কাটিয়েছি।

রজনী। বিপিনবাবু, কাকে ব'ল্‌ছেন—আজ যে এক মুঠো ক'রে খাচ্ছি,—সে কার কৃপায়? মা মারা গেলেন—অনাথা বিধবা, সংসারে তো আর কেউ ছিল না, আট বছরের ছেলে—মার পা দু'টো বুকে জড়িয়ে কাঁদ্‌ছি,—"মা আমায় ফেলে কোথায় যাচ্চ?—কার কাছে আমি থাক্‌বো?" উত্তর শুন্‌লেম—'ভয় কি বাবা, আমার কাছে থাক্‌বে।' মুখ তুলে চেয়ে দেখি—আমি লক্ষ্মীপুরের মা-লক্ষ্মীর বুকের মাঝে!

শ্যামা। থাক্—থাক্,—রজনীনাথ, তাঁর কথা আর তুলো না! লক্ষ্মীপুরের জমীদার বাড়ীর সব আছে, কিন্তু সে লক্ষ্মী আর নেই। এত বড় বাড়ী সবই বর্ত্তমান, কিন্তু সেই একজনের অভাবে এই অট্টালিকা হ'য়ে আছে যেন একটা ইঁটের পাঁজা। লক্ষ্মীহীন সংসার যেন শ্মশান হ'য়ে আছে! তাই তোমার অত নিষেধ সত্ত্বেও আমি বিনোদের একটী বউ এনে লক্ষ্মী-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছি। এখন তোমরা থেকে যাতে এই বাসনাটী আমার সুশৃঙ্খলে পূর্ণ হয়, তাই ক'রো ভাই! আমার বয়স হ'য়েছে, আর ক'দিন? ভার তো, তোমাদেরই!

রজনী। আপনার কাজ, এ'র কোন দিনই ত্রুটি হবে না, অসম্পূর্ণ থাক্‌বে না।

শ্যামা। তাই বলো ভাই—তাই বলো। এখন একটা কাজে হাত দিতে গেলে ভয় হয় [illegible]—বয়সের ধর্ম্ম !

বিপিন। আমাদের কিন্তু বাসনা পূর্ণ হ'তো, যদি রজনীবাবুর মেয়ে শান্তিকে আপনি বউ-মা ক'র্‌তেন।

শ্যামা। সব বাসনা তো পূর্ণ হয় না বিপিন! রজনীর মেয়ে শান্তি-লতাকে যে বউমা কর্‌বার সাধ আমারও ছিল না তা নয়; কিন্তু আমি রজনীর কাছে সে কথা বলিনি, বলা কর্ত্তব্য বিবেচনা করিনি।

[বিপিন না বলার কারণ বুঝিতে না পারিয়া শ্যামাকান্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল ; রজনীও একটু আশ্চর্য্য হইয়া শ্যামাকান্তের মুখের দিকে চাহিল]

তোমরা দু'জনেই একটু আশ্চর্য্য হ'চ্চ,—নয়? কেন বলিনি জানো? দু'বছর আগে আমি বিনোদের বিয়ে দেব মনে করি, রজনী বাল্য-বিবাহে আপত্তি করে, বলে—"এত অল্প বয়সে ছেলের বিয়ে দেওয়া কিছুতেই উচিত নয়। আজকালকার দিনে মেয়েদেরও বিয়ে দেওয়া উচিত তাদের রীতিমত শিক্ষিতা ক'রে—বেশী বয়সে।" রজনীর এই মনের ভাব দেখে আমি শান্তির কথা মুখেই আনি নি।

রজনী। আমি কিন্তু ঘুণাক্ষরেও আপনার মনের ভাব বুঝতে পারি নি; আপনি আমার অন্নদাতা, শান্তি আপনার পুত্রবধূ হবে, এ যে আমার কাছে দেবতার বর! আমি যদি আঁচে-ইসারাতেও একটু জান্‌তে পারতেম, আমি তাকে আপনার পায়ের তলায় রেখে যেতাম। আপনি কেন এ কথা আমায় জানান নি?

শ্যামা। তোমার স্বাধীন ইচ্ছায় আমি হস্তক্ষেপ ক'র্‌বো, রজনি, তুমি আমায় এরূপ কর্ত্তব্যহীন জ্ঞান ক'র্‌লে? পাছে তোমার পক্ষে জুলুম

হয়, এখনও তোমায় বলিনি, আমার মনের ইচ্ছা—তোমায় জান্‌তে দিইনি।

রজনী। তা যাক্, যখন সবই ঠিক হ'য়ে গেছে, ঈশ্বর-কৃপায় সবই ভাল হবে। আমি এখন বিপিনবাবুকে নিয়ে খাজাঞ্জিখানায় ব'সে সব একটা লিষ্টি ক'রে ফেলি। কাল সকালে আপনি দেখবেন।

শ্যামা। হ্যাঁ ভাই, সেই ভাল।

বিপিন। ———। (শ্যামাকান্তের প্রতি) তাহ'লে সামাজিকতার বাসন ও ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের বিদায় সবই কি পিতল-কাঁসার—

শ্যামা। না না—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের রূপোর কোশা-কুশি ক'র্‌বে, আর একটি ক'রে পুষ্পপাত্র; আর সামাজিকতা পিতল-কাঁসা দুই-ই—ঘড়া আর থালা।

বিপিন। যে আজ্ঞা!

[বিপিন ও রজনীনাথের প্রস্থান।

শ্যামা। তারা!—আর কতদিন ভাবাবি মা! যাঁর কাজ তিনি চ'লে গেলেন, এখন সকল ভারই আমার উপর! তিনি থাক্‌তে এ-সব বিষয়ে আমায় কি নিশ্চিন্তই না রেখেছিলেন! হুঁ—সেই সবই হবে, সেই বিনু সেই তার বউ—কিন্তু বৌ-মাকে আমার বরণ ক'রে ঘরে তোল্‌বার জন্যে আজ তিনি কোথায়? (দীর্ঘনিশ্বাস)

[ধীরে ধীরে বিনোদ প্রবেশ করিয়া কাঠের পুতুলের মত অনতিদূরে দাঁড়াইল। তাহার হৃদয়-মধ্যে উত্তালতরঙ্গ বহিতেছিল। শ্যামাকান্ত লক্ষ্য করেন নাই, কখন্ বিনোদ ঘরে ঢুকিয়াছে। তাঁহার কথা শেষ করিয়া সন্ধ্যাবন্দনার জন্য চলিয়া যাইতেছেন, এমন সময়ে বিনোদ মৃদুস্বরে ডাকিল—"বাবা!" শ্যামাকান্ত অন্যমনস্ক ছিলেন, তাহার ডাক শুনিতে পান নাই। বিনোদ পুনরায় অপেক্ষাকৃত উচ্চ-কণ্ঠে ডাকিল—"বাবা!"]

শ্যামা। (চমকিত হইয়া ফিরিলেন) কে—বিনোদ? কিছু ব'ল্‌বে?

বিনোদ। (মৃদুকণ্ঠে) হ্যাঁ। (স্বগত) কি ক'রে বাবাকে ব'ল্‌বো, আমি এ বিয়ে ক'রবো না। বিলেত থেকে ঘুরে এসে যদি শান্তির সঙ্গে বিয়ে হ'তো, তবেই বিয়ে করতুম—নইলে—বিয়ে—আমি কখনো ক'রবো না।

[সে কিছুই বলিতে পারিল না, পিতার মুখের দিকে চাহিয়া পুনরায় ঘাড় নিচু করিল। ভয়ে তাহার মুখ শুষ্ক; কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া উত্তর না পাইয়া শ্যামাকান্ত একটু বিরক্ত হইলেন, একটু ভয়ও হইল, তথাপি মনের ভাব গোপন করিয়া বলিলেন]

শ্যামা। কি ব'ল্‌বে বল না—অমন ক'রে দাঁড়িয়ে কেন?

বিনোদ। আমি এখন বিয়ে—

শ্যামা। কি?—

বিনোদ। আমি বিলেত যাব।

শ্যামা। (ক্রোধে ক্ষণকাল স্তব্ধ থাকিয়া ক্রুদ্ধস্বরেই বলিলেন) কেন? দেশের বিদ্যেয় তোমার আর কুলুচ্চে না বুঝি, না সাহেব হ'বার সাধ হ'য়েছে?

বিনোদ। না বাবা, তা-নয়, লেখাপড়া কিছুই শিখ্‌লুম না, এখনও এম-এ, দিতে বাকী, এত অল্প বয়সে বিয়ে ক'রে উন্নতির পথে—

শ্যামা। এত বিজ্ঞতা তোমার কবে থেকে হ'লো?

বিনোদ। আপনি রাগ ক'র্‌বেন না—আমার কথা শুনুন—,

শ্যামা। দেখ বিনোদ,—তোমাকে আমি প্রথমেই ক'ল্‌কাতায় পাঠিয়ে লেখাপড়া শেখাতে চাই নি; কারণ আমার ধারণা ছিল, অল্প বয়সে ক'ল্‌কাতার সমাজে বাস ক'র্‌লে ক'লকাতার আব-হাওয়ায় বেড়ালে—ক'লকাতায় নানা দেশের নানা প্রকৃতির লোকের

সঙ্গে মিশলে তোমার প্রকৃতিগত, বংশগত বৈশিষ্ট্য কিছু থাকবে না। রজনী আমাকে বুঝিয়েছিল এর বিপরীত ; কিন্তু এখন দেখছি—রজনীই ভুল ক'রেছিল, আমার সিদ্ধান্তই ঠিক। তুমি বি-এ, পাশ ক'রে মানুষ হও-নি ; বাঙ্গালীর আচার—বাঙ্গালীর সংস্কার—বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য হারিয়ে হ'য়েছ একটা পাঁচমিশেলী বিদেশী ভূত। আমার পিতৃপুরুষ, বংশধরের হাতের এক গণ্ডূষ জল পাবার জন্য হাহাকার ক'রে বেড়াবে, আর তুমি বিলেত গিয়ে, জাত খুইয়ে ধর্ম্ম খুইয়ে, বাঙ্গালী সাহেব হ'য়ে ফিরে আস্‌বে! আমি বেঁচে থাকতে তা' কখনো সম্ভব হবে—মনে ক'রো না।

বিনোদ। অন্ধ দেশাচারের জন্য কোন সদুদ্দেশ্য ত্যাগ করাও তো আর মনুষ্যত্ব নয়। বিলেত যাওয়া অশাস্ত্রীয় নয়, অনেক পণ্ডিতের এই মত। যদি অশাস্ত্রীয় হ'তো, অবশ্যই মানতাম। ~~আপনি কেন আমায় যেতে দেবেন না~~? আমি এখন কিছুতেই বিবাহ ক'রবো না ; আমি বিলেত যাবই।

শ্যামা। (ক্রোধে অধীর হইয়া উচ্চ-কণ্ঠে) ~~অকৃতজ্ঞ পুত্র, অবাধ্য পুত্র~~! বাঃ বাঃ—কি উচ্চশিক্ষা—! বাপের মুখের উপর ছেলে ব'লছে—"আমি বিবাহ ক'রবো না!" আজ ষাট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত শ্যামাকান্ত চৌধুরীর মুখের উপর কেউ যা ব'লতে সাহস করেনি, আজ তাই ছেলের মুখে, বংশধরের মুখে শুনতে হলো! ~~আরো কত বাকি? আরো কত বাকি?~~

বিনোদ। আপনি রাগ ক'রবেন না, বুঝুন।

শ্যামা। যথেষ্ট হ'য়েছে! ~~[illegible]~~ তোর মত কুলাঙ্গার ছেলে থাকার চেয়ে অপুত্রক হওয়া ভাল। যে ছেলে বাপের মুখের উপর

কথা কয়, নিজের জাতিধর্ম্ম, বিসর্জ্জন দিতে চায়, তেমন ছেলের মুখ আমি ।—তোর যেখানে ইচ্ছা যা—যা খুসী কর্—আমি আর এ জন্মে তোর মুখ দেখ্‌তে চাই না।

[প্রস্থান।

বিনোদ। (বজ্রাহতের স্থায় কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল, পরে ধীরে ধীরে আত্মস্থ হইয়া দৃঢ়স্বরে বলিল)—আমি জানি—যার মা নেই—তার কেউ নেই, যার মা নেই—তার কেউ নেই! আমি অকৃতজ্ঞ—? আমি অবাধ্য! না—না—না—আমি অবাধ্য নই। আমি তোমার আজ্ঞাই পালন ক'র্‌বো। আর এখানে নয়—এ বাড়ীতে নয়। এ জন্মে এ মুখ—আর তোমায় দেখাব না!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—সিদ্ধেশ্বরীর বাহির বাটীর উঠান

[পিছনের পটে এক ধারে একটী দুই তালা ঘর আঁকা ; ঐ ঘরের এক পাশে একটী দরজা এবং অপর পাশে পশ্চিমের ঢংএ ছোট জানালা যাহাকে ঝরকা বলে। ঐ ঘরের সামনে এক ফুট উঁচু একটী ছোট রক। ঘরটী যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখান হইতে একটী টানা পাথরের পাঁচিল চলিয়া গিয়াছে ; পাঁচিলটী যেখানে শেষ হইয়াছে, তাহারই কাছে বাড়ীর ভিতর যাইবার একটী ছোট দরজা। পাঁচিলের ভিতর দিকে একটী নিম গাছের মাথা দেখা যাইতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী—একখানি পুরাতন বনাত গায়ে, প্রত্যূষে স্নান সারিয়া এক হাতে ফুলের সাজি ও শাক এবং অন্য হাতে ভিজে গামছা জড়ান কাপড় লইয়া প্রবেশ করিল। বাহিরের ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল। সিদ্ধেশ্বরী ছোট দরজাটি ঠেলিয়া দেখিল—উহা বন্ধ]

সিদ্ধে। ও মা!—কি অনাছিষ্টি মা! আমি চান সেরে, গোবিন্‌জী দর্শন ক'রে এত বেলায় ঘরে ফিরনু—আর রাজরাণীর এখনো ঘুম ভাঙ্গে নি'! দোর খোলা নেই, গোবর-ছড়া দেওয়া হয় নি! ও মা—আজকালকার মেয়েরা কি ধিঙ্গী হলো মা! শিবি—বলি ও শিবি—আজ কি তুই আর উঠ্‌বি নি? আজ তোকে কুম্ভকর্ণ ভর ক'রেছে না কি?

নেপথ্যে শিবানী। যাই মা!

সিদ্ধে। এত খানি বেলা হ'লো, আমি নেয়ে, পূজো-আহ্নিক সেরে—ঠাকুর দর্শন ক'রে—পাণ্ডা বাড়ী যেয়ে—মাতুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে—হারাণীর মাকে ডেকে—আধ পয়সার গীমে শাক কিনে—এতখানি বেলা হ'লো বাড়ী ফিরনু—রাজরাণী এখনো গা তোলেন নি—শয্যেয় শুয়ে—'যাই মা!' বলি ওলো, ও হতচ্ছাড়ী, আমি ম'লে তোর দশা কি হবে বল্ দেখি!

[শিবানী দোর খুলিয়া বাহিরে আসিল]

শিবানী। মা, এরই মধ্যে আজ তোমার নাওয়া হ'য়ে গেল?

সিদ্ধে। হবে না? বেলা কত খানি হ'লো তার হুঁশ আছে? শেঠেদের ঘড়ীতে যে আট্‌টা বেজে গেল—আবাগী! থাক্‌বি শুয়ে—তা' জান্‌বি কি ক'রে? এখনো গোবর-ছড়া সারা হলো না—ঝাঁট-পাট দেওয়া হলো না—

শিবানী। সে সব আমি অনেকক্ষণ সেরে রেখেছি মা, দোর খুল্‌বো, এমন সময় তুমি ডাক্‌লে।

[নেপথ্যে ভিখারী গান ধরিল]

সিদ্ধে। ঐ নে—দোর খুলেছিস্—আর ঐ ম'র্‌তে আস্‌ছে ভিকিরীর পাল! চাবিটে নিয়ে (চাবি দিয়া) ঘরটা খোল্—

[শিবানী চাবি লইয়া বাহিরের ঘর খুলিল]

বৃন্দাবনে যত না বাঁদর তত না ভিকিরী! সদর বন্ধ কর্—সদর বন্ধ কর্—'জয় রাধাকৃষ্ণ' ব'লে আস্‌বে এখনি পঙ্গপালের দল!

শিবানী। আসুক না মা—এক মুঠো চাল বই তো নয়!

সিদ্ধে। ওঃ ভারী দাতার মেয়ে হ'য়েছিস্ না? নে—নে—শাক ক'টা ধর্! (আদরের স্বরে) ওলো—শুন্‌ছিস্—(বিরক্তির স্বরে) নেঃ—এলো ঐ মিন্সে তান ধ'রে! মর্—মর্—একটু নিশ্চিন্দি হ'য়ে যে ঘর-সংসারের কথা কইব, তার যো নেই আপদ্‌দের জ্বালায়!

[শিবানী শাক রাখিতে গেল—ভিখারী গান ধরিল]

গীত

'জয় বৃন্দাবন-চন্দ্র, জয় শ্রীগোবিন্দ
জয় রাধে শ্রীরাধে!
কলি-কলুষহর, লহ নাম অহরহঃ
ভজ মন ভজ মনোসাধে॥
নব-নীরদ বরণ, প্রেম নিকেতন
শান্তি বর্দ্ধন হৃদে।
মম মানস-মধুকর, পিও সুধা নিরন্তর
রাতুল পদ-কোকনদে'॥

ভিখারী। (গীতান্তে) জয় রাধে—শ্রীরাধে!

সিদ্ধে। তা' গান গেয়ে মরণ কেন? এসে একেবারে ভিক্ষের ঝুলি পাত্‌লেই তো হ'তো।

[শিবানী পাত্র করিয়া চাউল লইয়া পুনরায় প্রবেশ করিল]

শিবানী। এই নাও।

সিদ্ধে। এরই নাম মুষ্টি ভিক্ষে না কি? দিলি তো তিনটে জোয়ান মদ্দর খোরাক!

ভিখারী। তা দিক্ মা, দিক্; এতে তোমার ক'ম্‌বে না—উথলে উঠ্‌বে। —মেয়েটী বড় লক্ষ্মী—ভারী কল্যাণী; এখনো বে হয় নি? তোর মেয়ের রাজার বেটার সঙ্গে বিয়ে হবে।

[শিবানী একটু লজ্জিতা হইয়া সরিয়া গেল]

সিদ্ধে। (স্বগত) আচ্ছা খোসামুদে যাহোক। (প্রকাশ্যে) যা শিবি, নে নে—আর দাঁড়াতে হবে না।

ভিখারী। না মা, একটু দাঁড়িয়ে যাও; দেখি মা, হাতটা একবার দেখি।

সিদ্ধে। তুমি গুণ্‌তে জানো না কি?

ভিখারী। আর মা, পাঁচ জায়গায় বেড়াই, সবই একটু জেনে রাখ্‌তে হয় বই কি!

সিদ্ধে। নে না, হাতটা একবার বার কর্‌না—ঠুঁটোর মতন হাত গুটুলি কেন? ভাল মানুষ ব'ল্‌ছে।

[শিবানী সলজ্জভাবে ডান-হাত বাড়াইল]

ভিখারী। বাঁ-হাতটী মা! (হাত দেখিয়া) বে'র ফুল ফোট ফোট হ'য়েছে! মায়ের আমার খুব ভাল বর হবে—যেমন বিদ্বান—তেমনি বড়লোক—তেমনি রূপে রাজপুত্তর।

সিদ্ধে। (স্বগত) মিন্সে ব'লেছে মন্দ নয়? চাঁদপাড়ার বাবুরা তো চিঠিও লিখেছে। তারা তো রাজা ব'ল্লেই হয়। তাদের শিবানীকে তো খুব পছন্দ! (প্রকাশ্যে) বাবা, আমার মনে যেটি আছে, সেটি ব'ল্‌তে পারো?

ভিখারী। কিছু ব'ল্‌তে পারি না মা! তিন্‌ তীর্থে যাবার মন ক'রেছ—তা ফ'ল্‌বে মা—ফ'ল্‌বে। আজকালের মধ্যেই ফ'ল্‌বে।

সিদ্ধে। ওলো শিবি! যা যা—প্যাঁটরাটা খুলে একটা পয়সা এনে দে মা! ওলো, অবাক ক'রেছে লো—অবাক ক'রেছে—

[শিবানী চাবি লইয়া পয়সা আনিতে গেল]

হ্যাঁগা, মেয়ের অদৃষ্টে সুখ আছে তো? ওর বিয়ের জন্যে বড় ভাবনায় আছি বাবা।

ভিখারী। আর মা, অমন লক্ষ্মী মেয়ে—সুখ হবে বই কি! আর বিয়ে? তোমার মেয়ের বর পায়ে হেঁটে আসবে মা, রাজা বর; কিছু ভাব্‌তে হবে না মা।

[শিবানী পয়সা আনিয়া দিল]

সিদ্ধে। আর যদি কিছু জানো বল না গো—একটা পয়সা পেলে!

ভিখারী। আর কি জানি মা! যাই, পাঁচ দোরে আবার ঘুরতে হবে। তোমার মনের বাঞ্ছা পূর্ণ হবে মা, পূর্ণ হবে, নাতির মুখ দেখ্‌বে।

[ভিখারীর প্রস্থান।

সিদ্ধে। ওলো শিবি—ওলো, এ মিন্সে নিশ্চয় কিছু জানে; আমি জয়পুরে গোবিন্‌জী দর্শনে যাব ব'লে তোর মাতু মাসীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, পাণ্ডাকে খবর দিয়ে আস্‌ছি,—ওলো—ও ঠিক ব'লেছে!

শিবানী। মা, তুমি আবার জয়পুর যাবে না কি?

সিদ্ধে। যাব না? চার কাল গিয়ে এককালে ঠেকেচি, কবে আবার কি ক'রবো লো! চিরকাল কি বাঁদীর খাট্‌নি খাট্‌বো?—হেঁই মা, লক্ষ্মী মা,—বাধা দিস্‌ নি মা!

(মাতঙ্গিনীর প্রবেশ)

ঐ তোর মাতু মাসী আস্‌ছে! ওলো মাতু, একটু আগে আস্‌তে হয়? একটা ভিকিরী মিন্সে গুণে ঠিক ব'লেছে লো; সে গুন্‌তে জানে।

মাতু। কে দিদি—?

সিদ্ধে। কে তার ঠিকুজ্জিকুষ্ঠী জানে বলো! ব'ল্লে—তীর্থদর্শন হবে।

শিবানী। মা, আমি একলা থাক্‌বো?

সিদ্ধে। ক'টা দিন বল্?—হারাণীর মা থাক্‌বে, আর তোমার ভাবী-সাবীর তো অভাব নেই; আর আমার ক'টা দিনই বা হবে! তুই যা, ডুবটা দিয়ে এসে এক মুঠো ডাল চড়িয়ে দে। আমি একবার দেখি, হারাণীর মা এলো কি না? কাপড়খানা নিয়ে যা বাছা, শুকুতে দিবি।

[শিবানী কাপড় লইয়া চলিয়া গেল]

ওলো মাতু, সাত দেবতার পায়ে মাথা খুঁড়্‌চি—কার জন্যে? মেয়েটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে ডাগর হ'য়ে উঠ্‌লো—গণৎকার গুণে ব'ল্লে ওর বের ফুল ফোট-ফোট হ'য়েছে; আর আমি কালই চিঠি পেয়েছি—সেই—সেই যে চাঁদপাড়ার বাবুরা, আমাদের পাড়ায় এসে ছিল—মেয়েকে দেখে তাদের খুব পছন্দ হ'য়েছে; তাদের লোকও আস্‌ছে—এই মাসের শেষাশেষি কথাবার্ত্তা ঠিক ক'র্‌তে। কেমন মিল্‌লো দেখ্‌লি? আশ্চর্য্যি!

মাতু। তবে দিদি, তুমি এই সময়ে যাবে বাড়ী ছেড়ে?

সিদ্ধে। আমাদের আর ক'দিন হবে? আমিও আজ সকালে পাণ্ডার ছেলেকে ব'লে এসেছি,—ইষ্টিশনে একটু নজর রাখ্‌তে। আর তারা

আস্‌বার আগেই আমরা এসে প'ড়বো—আমাদের বড় জোর তিন-চার দিন হবে—কি বল্‌ ?

মাতু। আহা! হোক—হোক—শিবানী আমার ভাল ঘরেই পড়ুক। আহা—দিদি, মেয়েতো নয়—রূপে লক্ষ্মী—গুণে সরস্বতী।

সিদ্ধে। তাই বল' বোন, তাই বল'। ও যখন তিন বছরের, কর্ত্তা চ'লে গেলেন—আমার বুকে ঐ পাথর চাপিয়ে! নইলে আমার আর কি! রাঁড়ী—না কানাভাঙ্গা হাঁড়ী! গেলেই হ'লো। তুই যা ভাই, চট্‌ ক'রে বাড়ীর ভেতরে গরুর জাবটা মেখে দে ; আমি আস্‌ছি—একবার চট্‌ ক'রে হারাণীর মার কাছ থেকে ; সে দেরী ক'চ্ছে কেন—দেখি।

[পরস্পর বিপরীত দিকে প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

কোন্নগর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী পথ

[পাকা রাস্তা নহে, কাঁচা রাস্তা—দুই ধারে প'ড়ো বাগান, ডোবা, বাঁশঝাড় প্রভৃতি ; এই সব গাছের পিছনে দূরে লোকের বসতি]

(দুইজন চোরের প্রবেশ)

[প্রথম চোরের গরীব ভিখারীর সাজ—বয়স কিছু বেশী, বেঁটে—রোগা—চোখ বসা—গুলি-খোরের মতন ; দ্বিতীয় চোরের রং বেশ ফর্সা, জাতিতে যদিও নীচ—তথাপি জামা গায়ে, জুতা পায়ে, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন—ভদ্রলোকের সাজ]

১ম চোর। আজ্‌কের দিনটাই খারাপ! সেই সকালে বেরিয়েছি, চন্দরনগর থেকে কোন্নগর, পাঁওদলে ঘুরে কিছুই স্রাথ্‌ হলো নি।

তোর কি হ'য়েছে—বা'র কম্। পেটে কিছু দিতে হবে নি রে শালা! ষ্টিশেনের দোকানে ব'সে কিছু খেয়ে লিই।

২য় চোর। আরে কোন শালার পকেটে কি কিছু আছে? দিনকাল কেমন? আমায় রেখে গেলি ইষ্টিশন—সকালের গাড়ীতে যত কেরাণীবাবুর ভিড়, কেউ তো হাঁটে না—ছোটে; ব্যাটারা ঘুঘু, পয়সাকড়ি সব রাখে ট্যাঁকে, হ'লো ঢু-ঢু!

১ম চোর। বলিস কিরে শালা; পাঁচটা বাজ্‌লেই আফিংএর দোকান বন্ধ হবে, আমার যে দু'আনা ভোর চাই। তার পর কোলকাতা পঁউছুলে তোয়াক্কা রাখি থোড়াই।

২য় চোর। শালার কোকিন, চণ্ডু, গাঁজা কিছুই বাদ যায় না। ঘাব্‌ড়াস্ নে—ঘাব্‌ড়াস্ নে।

১ম চোর। মাইরি, তাহ'লে কিছু মেরেচিস্?

২য় চোর। থোড়া কুছ্। একটা দল, মড়া পোড়াতে যাচ্ছিল,—সব্বার গায়েই গেঞ্জি—এক শালার গায়ে কোট—একটু মোটা—থপ্ থপ্ ক'রে যাচ্চে—(চলন অনুকরণ করিয়া দেখাইয়া দিল) পাশ কাটিয়ে চ'লে গেলুম। বুক পাকেটে হাতটা ঠেকে গেল,—উঠ্‌লো এই মোণি-ব্যাগটা!

[নিজের পকেট হইতে ব্যাগটি বাহির করিল]

ভারি ফূর্ত্তি, মনে হ'লো—বউনি ভাল, ঘাট খরচার টাকাটা বুঝি বেদে এলো; খুলে দেখি, শালা ছোট লোক! একটা সিকি, দুটো আদ্‌লা আর লগদ এক টাকা। (সিকিটা বাহির করিয়া) এই লে বে—ইষ্টিশনে থাকিস্—আমি খেয়া ঘাট্‌টা ঘুরে ঐখানেই জুটবো।

১ম চোর। টাকাটাই দে না? আদ পাঁট খাঁটি খেয়ে লিই, আফিংএর উপর ওঃ—একেবারে আমিরি!

২য় চোর। শালা লবাবের লাতি আর কি,—লে লে বে—এই সিকি।

[মাথায় চাটি মারিল]

যা—আমি এলুম ব'লে।

[প্রস্থান।

১ম চোর। পাকেট মারার ব্যবসা উঠ্‌লো—আর চল্‌বে নি; বাবুরাই ঘা'ল হ'লো,—রোজগার লেই। বড় বড় আপিস সব ফেল মার্‌চে! বাবুদের হাঁড়িতে চাল লেই—পাকেটে থাক্‌বে কি? আমরা তো চুনোপুঁটি—ছোট কারবার।

(দ্বিতীয় চোরের দ্রুত প্রবেশ)

কিরে ফির্‌লি যে?

২য় চোর। এই চুপ! লাগ্‌বে মনে হ'চ্ছে, একটা ছোকরাবাবু আস্‌ছে, বড়লোকের ছেলে! ছাখ্‌ যদি কিছু পারিস্‌!

১ম চোর। দেখি গুরুর নাম লিয়ে।

[উভয় চোরের প্রস্থান।

(বিনোদের প্রবেশ)

[বিনোদ পথের ধারে একটা গাছতলা দেখিয়া বসিল। তাহার মুখ মলিন, চুল রুক্ষ;—অনাহারে—পরিশ্রমে—উৎকণ্ঠায় চোখ বসিয়া গিয়াছে]

বিনোদ। একটু জিরিয়ে না নিলে আর চ'ল্‌তে পাচ্ছি না। বড় রাস্তায় হাঁটতে ভয় হয়। শুন্‌লাম—কোন্নগর ষ্টেশন খুব কাছে। রাত্রের গাড়ীতেই উঠবো,—পশ্চিমে—যেথানে হোক! পুঁজির মধ্যে গোটা

কুড়ি টাকা। বাংলা ছাড়ালে আর ধরে কে? তার পর অদৃষ্টে যা আছে!

১ম চোর নেপথ্যে। কারো দয়া হলো নি বাবা! এই ঠাণ্ডায় যে বুকের রক্ত জমে গেল! আর যে চল্‌তে লারি, গরীবের মুখ কেউ চায় নি। আপনারাই মা-বাপ বাবা, এই জাড়ে মরি—একখানি কানি!

বিনোদ। বিপিন কাকা নিশ্চয় হাওড়ায় খুঁজেছেন। তার পর হয় বাড়ী গেছেন, না হ'লে রজনীবাবুর সঙ্গে এখনো ক'ল্‌কাতায় ফির্‌ছেন। আমি যে নৌকো ক'রে কোন্নগরের ঘাটে নাব্‌বো, তার পর এখান থেকে রেলে ক'রে পশ্চিমে পালাবো—এ তাঁদের মাথায় যাবে না। তাঁরা আত্মীয়-কুটুম্বের বাড়ী খুঁজুন—আর আমি এদিকে—এই এত বড় জগৎ—এর এক কোণে আমার কি স্থান হবে না!

(প্রথম চোরের প্রবেশ)

[এতক্ষণ সোজা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—হঠাৎ কুঁজা হইয়া পড়িল এবং আর্তস্বরে বলিতে লাগিল—]

১ম চোর। এই যে রাজাবাবু, বড় গরীব—শীতে বুকের রক্ত জমে যাচ্চে, কাল থেকে কিছু জোটে নি—উপোসী বাবা!

বিনোদ। কে তুমি—কি চাও?

১ম চোর। ভিকে ক'রে খাই বাবা! কাল থেকে কিছু জোটে নি। ভুকে মরে যাচ্চি! টেনায় শীত ভাঙে নি।

বিনোদ। তোমার বাড়ী কোথা?

১ম চোর। ভিকিরীর আবার বাড়ী! গাছতলা।

বিনোদ। কেউ নেই যে খেতে দেয়?

১ম চোর। আপনারা আছ বাবা!

বিনোদ। কোথায় বাড়ী ছিল?

১ম চোর। ফরোসডাঙ্গায়। বারো বছর বয়স থেকে ঘর ছাড়া।

বিনোদ। সেই থেকে ভিক্ষে করো? কোন কাজকর্ম্ম শেখো নি কেন?

১ম চোর। গেরো বাবা, গেরো! গরু চরাতে বেরোই নি, বাপ বকাবকি ক'র্‌লে, মা ছেল না,—বাপের মুখের উপর জবাব করি, বাপ মারে, রাগ ক'রে পালাই; দু'চার মাস ঘুরে-ফিরে বাড়ী ফিরি—দেখি বাপ ম'রেছে—আর কেউ তো ছেল না।

বিনোদ। (হঠাৎ চমকিয়া) আঁ্যা!—

১ম চোর। বাবু, কিছু দয়া হবে? সারাদিন মুখে জল দেই নি!

বিনোদ। (পকেট হইতে বাহির করিয়া একটা টাকা দিল) এই নাও।

১ম চোর। রাজা হও বাবা—রাজা হও। বাবু, বড় শীত!

[বিনোদের কাঁধে একটা ওভার কোট ছিল, সেইটা বিছাইয়া সে বসিয়াছিল; এবার সে উঠিল। ওভার কোট্‌টা তুলিয়া লইয়া ভিক্ষুককে দিল; পকেট হইতে আর একটা টাকা লইয়া]

বিনোদ। এই নাও—এইটা গায়ে দিও, আর দু'টা টাকা—কিছু খেও। বাকী যা থাক্‌বে—পানের দোকান ক'রো!

১ম চোর। রাজা হও বাবা—রাজা হও। (স্বগত) শালা পাগ্‌লা নাকি?

[প্রস্থান।

বিনোদ। এরও বাপ ছিল—একেও হয় তো আমার মত 'দূর দূর' ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছিল,—সেই হ'তে এরও আমার মত অবস্থা! মূর্খ!

কত জীবন এমন ক'রে নষ্ট হ'য়েছে—নষ্ট হ'চ্চে। এরও মা ছিল না; —(একটু চিন্তা করিয়া) না, বাড়ী আর ফিরবো না! বাবা ব'লেছেন—এ মুখ আর দেখ্‌বেন না! আমার দোষ কি? এ মুখ আর তাঁকে দেখাবো না। যা হয় হবে! লেখাপড়া শিখে কি মানুষ হ'তে পারবো না?

(১ম ও ২য় চোরের মারামারি করিতে করিতে পুনঃ প্রবেশ)

১ম চোর। বাবু আমি চোর লই—চোর লই—শালা আমায় মেরে ফেল্লে! বাবু আমায় ভিক্কে দিয়েছে। আর মেরো নি—আর মেরোনি—

২য় চোর। শালা—ভিক্কে দিয়েছে—গ্যাকা বোঝাচ্ছ? চ' শালা, তোকে থানায় নিয়ে যাই। (প্রহার)

১ম চোর। বাবু আমায় রক্ষে করো—রক্ষে করো—আমায় মেরে ফেল্লে—

বিনোদ। কি কি—ওকে মারছো কেন? ও জামা আমি দিয়েছি—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও—(বিনোদ ছাড়াইয়া দিল)

[দ্বিতীয় চোর ইত্যবসরে বিনোদের বুক-পকেট হইতে ঘড়ি ও চেন লইয়াছে]

২য় চোর। যা শালা—বেঁচে গেলি। [প্রস্থান।

১ম চোর। বাবু, ও যে পালালো—আমার টাকা ছ'টো যে হাত মুচড়ে লিয়েছে।—(সেও তাহার পশ্চাৎ ছুটিল)

বিনোদ। কি বিপদ! গরীবের উপর এই অত্যাচার! যদি টাকা ছ'টো না পায়, ওর খাওয়াই হবে না। আমি আর কি ক'রবো? সন্ধ্যেও হ'য়ে এলো। আপ্ ট্রেণ কখন ছাড়্‌বে, ষ্টেশনে গিয়ে খবর লই। ক'টা বাজ্‌লো? এ কি? আমার ঘড়ি চেন? বরাবরই তো

ছিল, বুড়োকে ছাড়াতে গিয়ে প'ড়ে গেল নাকি! (খুঁজিয়া) কই না! তাহ'লে—? দেখি—দেখি—আমার বুক-পকেটে যে অমূল্য রত্ন—আমার মার ফটো! আমি যে সেই সম্বল ক'রে বাড়ী থেকে বেরিয়েছি। (পকেট দেখিয়া) না—এই যে! না,—মা আমায় ত্যাগ করেন নি ; মা—করুণাময়ী মা!

[ছবিটাকে বার বার কপালে ঠেকাইল এবং জামার বোতাম খুলিয়া ভিতরের পকেটে রাখিল]

এ দু'জনের একজন নিশ্চয় পিক্-পকেট। দু'জন হ'তেই বা ক্ষতি কি? কে নিলে কে জানে! বাবার নামলেখা ঘড়ি—পথের মাঝখানে হারালো। মা, তুমি যেন এ অভাগা সন্তানকে ত্যাগ ক'রো না। তোমার মূর্ত্তি এই বুকের মাঝে—আর তোমারই নাম লেখা এই আংটি আমায় সর্ব্ব বিপদ থেকে রক্ষা কর্ব্বে!

[প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—পথ

লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক-ক্লাবের মেম্বরগণ,—

যোগেশ, সারদা, নন্দলাল, ফটিকচাঁদ, উপেন প্রভৃতি

যোগেশ। ! বড় দাঁওটা ফ'স্‌কে গেল?

সারদা। তাই তো, বিনোদটার কোন খবরও পাওয়া গেল না?

যোগেশ। বে তো ভাঙ্গলো না, আমাদেরই কপাল ভাঙ্গলো! অন্যায় কিন্তু বাপের।

নন্দলাল। একশো বার! বাপ হওয়াটাই তো অন্যায়!

যোগেশ। শিক্ষিত ছেলে—পাশ করা, তাকে অমনি ক'রে অপমান করে?

নন্দ। বাপের যখন কোন সার্টিফিকেট্ই নেই!

ফটিক। এমন নতুন নাচের ডিজাইন্টা ক'রলুম—দেখ্লে ক'ল্কাতার থিয়েটারওয়ালাদের তাক্ লেগে যেতো! হায়—হায়! আহাম্মুক, দেশত্যাগী হবি, ~~এর পরে—~~

নন্দ। আমাদের 'প্লে'টা হ'য়ে গেলে—তারপর স্বচ্ছন্দে হ'তিস্।

ফটিক। গ্রামটা এত 'ব্যাক্ওয়ার্ড', আজও এই লক্ষ্মীপুরে ভাল ক'রে একটা থিয়েটারের দল গ'ড়ে উঠ্লো না—

নন্দ। এই আমাদের মত লক্ষ্মীছেলে সব থাক্তে!

ফটিক। আমাদের এত উৎসাহ, এত পরিশ্রম—সব পণ্ড ক'রলে ঐ বিনোদটা!

নন্দ। গ্রামে মুখ দেখান ভার!

সারদা। গ্রামটা ম'রে আছে ম্যালেরিয়ায়। বিনোদের বে'র হুজুগে দু'দিন বেঁচে উঠ্তো—হ'য়ে গেল তার গয়ায় পিণ্ডি!

ফটিক। আহা—অমন স্প্রিং ড্যান্সটা! এ তোমার নেপা বোসের সেকেলে এক, দুই, তিন নয়—একেবারে ওরিয়ান্ট্যাল—প্রত্যেক মাসেলে ছন্দ—

(সুরে—) "বসন্ত দুলিয়ে দিলে বুক্খানা"

[অঙ্গভঙ্গি করিয়া নৃত্য]

সারদা। থাম্ থাম্ ফ'টকে! গাঁয়ের যে মাথা, তার বাড়ী উঠ্লো মড়া-কান্না, আর বসন্ত ওর বুক দোলাচ্ছে—এই রাস্তার মাঝখানে।

দেশটা উচ্ছন্ন দিলে এই ছন্দে আর এই নাচে। ছোট ছোট মেয়েগুলো পর্য্যন্ত দেখি, বই হাতে ক'রে গাছতলায় নাচে!—

নন্দ। এর পর তাদের বাপেরা নাচবে, মেয়ের বে'র সময়।

ফটিক। দেখ, নাচের নিন্দে করো না; ফাইন আর্টের সেরা হ'ল এই নাচ। এক সঙ্গে ভাব—ছন্দ—সুর,—শরীর ও মনের এক্‌সারসাইজ্!—ম্যালেরিয়ায় দেশ উচ্ছন্ন যাচ্চে কেন জানো?—

নন্দ। এই নাচ ভুলে!

ফটিক। সেই দিনই দেশ উদ্ধার হবে—যেদিন বাঙ্গালী আবার নাচ্‌তে শিখ্‌বে। (নৃত্য)

নন্দ। হুঁ! দিগম্বর হ'য়ে!

সারদা। থাম্, থাম্, ঐ ভট্‌চায্যি-মশায় আসছেন—

(বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

বৈকুণ্ঠ। একেই বলে বিনামেঘে বজ্রাঘাত! এ আমাদেরই অদৃষ্ট! আহা! শ্যামাকান্তের কেন এ মতিভ্রম হ'লো? মা-মরা ছেলে, তাকে ওরূপ রূঢ় কথা না ব'ল্লেই হ'তো।

সারদা। ভট্‌চায-মশায় কি চৌধুরী বাড়ী থেকে আস্‌ছেন?

বৈকুণ্ঠ। কে—সারদা?—হ্যাঁ বাবা!

উৎপল। বিনোদকে ক'ল্‌কাতায় কোথাও পাওয়া গেল না?

বৈকুণ্ঠ। কই আর!

ফটিক। হতাশের নাচ! (নৃত্য)

বৈকুণ্ঠ। নাচে কে?

ফটিক। (থাম্‌িয়া) আজ্ঞে না।

বৈকুণ্ঠ। এ আমাদের গঙ্গাচরণের ছেলে ফটিক না? ওর কি কোন ব্যাধি—

নন্দ। হ্যাঁ—উপক্রম হ'য়েছে।

বৈকুণ্ঠ। ওর বাপ ওকে ক'ল্‌কাতায় প'ড়তে দিয়েছিলো না?

নন্দ। আজ্ঞে হাঁ,—সেখান থেকেই তো নাচ্‌তে সুরু ক'রেছে।

বৈকুণ্ঠ। বিনোদ নিরুদ্দেশ, এটা শুধু শ্যামাকান্তর বিপদ নয়, সমস্ত গ্রামের সর্ব্বনাশ! আহা অমন ছেলে—

[প্রস্থান করিতে করিতে ফিরিয়া]

দেখ বাবা, তোমরা গ্রামের ছেলে, তোমাদেরও তো—একটা কর্ত্তব্য আছে; তোমাদেরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখা উচিত, যদি ছেলেটাকে পাওয়া যায়।

[প্রস্থান।

ফটিক। নন্‌সেন্স্‌—আমাদের যেন কর্ত্তব্য জ্ঞান নেই—যাবার সময় উপদেশ দিয়ে যাওয়া হ'লো! বুড়ো হ'য়েছেন ব'লে যেন উনি গ্রামের ডিক্টেটার হ'য়ে ব'সে আছেন! বয়েস হ'য়েছে—নইলে দিতুম দু' কথা শুনিয়ে।

উপেন। দেখ্‌ ফট্‌কে, তুই আর বাড়াস্‌ নে। ভট্‌চায্‌-মশাই কিছুই অন্যায় বলেন নি। সত্যিই তো—আমাদেরও তো একটা কর্ত্তব্য আছে। [illegible]ছে; চল—আমরা একবার চৌধুরী-বাড়ী যাই; কি বল যোগেশ?

যোগেশ। হাঁ—চলো না। যদি ট্রেণ ভাড়া পাই তো ফাঁকতালে একবার ক'ল্‌কাতাটা ঘুরে আসি।

নন্দ। বায়স্কোপ দেখার খরচটা শুদ্ধ দেয়!

(ব্যস্ত হইয়া ষষ্ঠীচরণের প্রবেশ)

ষষ্ঠী। ওহে—আজকের 'অমৃতবাজার' দেখেছ ?

উপেন। না, কেন বল দেখি ?

ষষ্ঠী। কাগজখানা না দেখ্‌লে কিছু ব'ল্‌তে পাচ্ছি না ; ষ্টেশনে শুন্‌লাম—

উপেন। কি শুন্‌লে ?

ষষ্ঠী। খবর বড় খারাপ—যদি সত্যি হয়। স্কুলে গিয়ে দেখি, শুনেছিলাম—হেড-মাষ্টার ম'শায না কি 'অমৃতবাজার' নেন।

সারদা। কি—কি ? কি এমন খবর হে ?

ষষ্ঠী। মুখে আন্‌তে ভয় হ'চ্ছে, আমি একবার কাগজখানা দেখে এসে ব'ল্‌চি।

সারদা। তবু—খবরটা কার সম্বন্ধে—?

ষষ্ঠী। বিনোদের হে—বিনোদের—আমাদের বিনোদের—

[দ্রুত প্রস্থান।

নন্দ। বিনোদের সম্বন্ধে ভয়ের খবর ! ব্যাপারখানা কি হে ? ওহে ষষ্ঠী, ওহে ষষ্ঠী ! ও যে ছুট্‌লো ! চল—চল—জমীদার বাড়ী গিয়েই খবর নিই।

ফটিক [illegible]। তাইতো—তাইতো—

[ফটিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ফটিক। সবাই তো ছুট্‌লো—? বিনোদের কোন অশুভ খবর না কি ! তার বিয়েতে থিয়েটার হবে—নাচের পরিকল্পনা ক'রেছিলাম—স্প্রিং ড্যান্স ! যদি ট্রাজিডিই হয়—তাতেও কি ফাইন আর্টে আট্‌কায় ? সোয়ান ড্যান্সে বিয়োগ-ব্যথা ফোটে চমৎকার !

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্ত চৌধুরীর বৈঠকখানা

[উৎকণ্ঠিত শ্যামাকান্ত একা—বৈঠকখানায় পাদচারণ করিতেছেন, তাঁহার মুখ শুষ্ক, বেলা দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ প্রায়, এখনও স্নান হয় নাই। অদূরে ভৃত্য বেহারি গামছা ও তেলের বাটি লইয়া দাঁড়াইয়া ছিল]

শ্যামাকান্ত। (স্বগত) তাই ব'লে বাপ ছেলের উপর রাগ ক'রবে না, ছেলেকে শাসন ক'রবে না? উঃ—কি বিচার! (হঠাৎ ভৃত্যকে দেখিয়া) কিরে? দাঁড়িয়ে কেন?

ভৃত্য। বেলা তিন পোহর গড়িয়ে যায়, পিসীমা ব'ল্লেন—তেলের বাটি নিয়ে—

শ্যামা। পিসীমা ব'ল্লেন—। তাঁর ক্ষিদে পেয়ে থাকে, তাঁকে খেতে ব'ল্‌গে—আমার জন্য অপেক্ষা ক'রতে হবে না—

ভৃত্য। কাল থেকে মুখে কিছু দেন নি—

শ্যামা। চোপরাও বেয়াদব! এ বাড়ীর হ'লো কি? আমার মুখের উপর কথা কইতে তোরও সাহস হয়! বেরো আমার সাম্‌নে থেকে—

[বেহারি ধীরে ধীরে যাইবার উপক্রম করিল]

শোন্,—বেলা হ'য়ে থাকে, তোরা সব নেয়ে খেগে যা,—আমার জন্য কেউ যেন না ব'সে থাকে।

ভৃত্য। ছোটবাবু গিয়ে পর্য্যন্ত এ বাড়ীর কারু মুখে কি আর অন্ন উঠেছে যে সকলেই খাবে! বাবু, আমরা কি আর বেঁচে আছি!—

শ্যামা। কেঁদে মায়া দেখাচ্ছ?—যেন আমার চেয়ে মায়া বেশী! যা আমার সাম্‌নে কাঁদ্‌তে হবে না।

[ভৃত্যের কাঁদিতে কাঁদিতে পুনরায় বাহিরে যাইবার উদ্যোগ]

বেহারি, শোন্—(বেহারি ফিরিল)
একবার বিপিনকে এখানে পাঠিযে দে।

ভৃত্য। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান।

শ্যামা। চাকবটাও কাঁদে? আমার চোখে জল নেই! আমি কি পাষাণ! ওরে, বিনু, তুই কি এই বুড়োর বুকটা পাথর ক'রে দিয়ে চ'লে গেলি?

[বিপিন আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইল]

বিপিন। ক'ল্‌কাতার বাসায় তাকে বেখে যখন তুমি ডাক্তার ডাক্‌তে গেলে—তখন কি দেখ্‌লে, তার সত্যিই জ্বর?

বিপিন। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শ্যামা। ডাক্তার নিয়ে যখন ফিরে এলে, দেখ্‌লে সে বাসায নেই?

বিপিন। না।

শ্যামা। তুমি বরাবর তার সঙ্গে আমাদের ক'ল্‌কাতার বাসায়-ই ছিলে?

বিপিন। তিনি তো বাসা ছেড়ে কোথাও যান নি। তারপর জ্বরে কাতর হ'লেন দেখে—

শ্যামা। এই যে সমস্ত দিন ছিলে, তোমার সঙ্গে কোন কথা হয় নি? তোমায় কিছু বলে নি?

বিপিন। আমি বাড়ী ফেরাবার জন্তে কত বোঝালেম।

শ্যামা। বোঝালে? বোঝালে? সে কি ব'ল্লে?

বিপিন। ব'ল্লেন "যার মা নেই, তার কেউ নেই ; আমি আর ও-বাড়ীতে যাব না।"

শ্যামা। বটে! (স্বগত) আমি তার কেউ নই! কেউ নই! (একটু পরে প্রকাশ্যে) গেল কোথায় ? কতদূরে যাবে—জ্বর নিয়ে ? (একটু পরে) জ্বরটা কি খুব বেশী হ'য়েছিল ?

বিপিন। হ্যাঁ।

শ্যামা। কি ক'রে জান্‌লে ? গায়ে হাত দিয়ে দেখেছিলে ?

বিপিন। হ্যাঁ, বেশ গরমই ঠেক্‌লো।

শ্যামা। জ্বর তো তার বড় একটা হয় না, তবে জ্বর হ'লো কেন ? (বিপিন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না) না না—সামান্য উত্তাপ বোধ হয়, কি বল ?

বিপিন। আজ্ঞে তাই হবে।

শ্যামা। তাই হবে—ভাল ক'রে গায়ে হাতটা দিযে বুঝি দেখ্‌তে পারো নি ? নিজের ছেলে হ'লে আর কাউকে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠিয়ে নিজে ব'সে থাক্‌তে। এ পরের ছেলে কি না!

[বিপিন এ তিরস্কারে রাগিল না, সে শ্যামাকান্তের মেজাজ বুঝিত]

বিপিন। এখন একজন বড় ডিটেক্‌টিভের দ্বারা অনুসন্ধান করা উচিত মনে হ'চ্ছে।

শ্যামা। উচিত তো—করোনি কেন ? [illegible] ? [illegible] ? তুমি না পারো, আমার কি আর কেউ নেই—না টাকার অনটন প'ড়েছে ?

বিপিন। আমি তারিণীকে সে ভার দিয়ে একবার এলাম আপনার সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌তে।

শ্যামা। কেন, পরামর্শ করবার বুঝি সেখানে আর লোক খুঁজে পেলে না? হরিশ উকীলের বাড়ী যেতে পার্‌লে না? রজনীর সঙ্গে পরামর্শ ক'র্‌তে পার্‌লে না? এই বুড়ো বয়স পর্য্যন্ত সকল পরামর্শ-যুক্তির মধ্যে আমায় না টান্‌লে বুঝি হয় না! আমি বুঝ্‌তে পেরেছি; না পারো—ছুটী নাও, আমায় রেহাই দাও, আমি আর পারি না। পুলিসে খবর দিতে হয়, হুলিয়া ক'র্‌তে হয়—কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হয়—আমি যেন সকলের হাত চেপে রেখেছি।

বিপিন। আমি এখনই তার ব্যবস্থা ক'চ্ছি। প্রায় হাজার দশেক টাকা—

শ্যামা। (রাগিয়া) তোমাদের কেবল কথা বাড়িয়ে সময় নষ্ট করা বই তো নয়! দশ হাজারে শ্যামাকান্ত চৌধুরী মরে না—দশ হাজার, বিশ হাজার—পঞ্চাশ হাজার—যা মনে করো—চেক নিয়ে এসো—আমি সই ক'রে দিচ্চি। যাও—মিছে দাঁড়িয়ে কেন? মিছে আমার আর জ্বালিও না। তোমাদের মুখ দেখ্‌লে আমার রাগ হয়!

[বিপিন চলিয়া গেল]

কেউ আপনার নয়!—কেউ বোঝে না যে, আমার কি হ'য়েছে! কর্ম্মচারী কি না—তাদের দ্বারা আর কতখানি আশা করা যায়? ওদেরও দোষ দিচ্ছি! মিছে! ওদের অপরাধ কি? নিজের ছেলেই যখন বুড়োর প্রাণটা বুঝ্‌লে না,—

(বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্যের প্রবেশ)

কে? বৈকুণ্ঠ? এরই মধ্যে ফির্‌লে যে? নাওয়া-খাওয়া হ'লো?

বৈকুণ্ঠ। না ভাই, তোমায় যে ব'লে গেলেম—একসঙ্গে খাব, কাল থেকে তুমি খাওনি।

শ্যামা। ওঃ! বৈকুণ্ঠ, বিনোদকে কি আমি খুব রূঢ়ই ব'লেছিলুম, যাতে সে রাগ ক'রে আমায় এম্‌নি শাস্তি দিয়ে যায়?

বৈকুণ্ঠ। থাক্ সে সব কথা; গত অনুশোচনায় ফল কি? অন্য কথা কও।

শ্যামা। কথা যে আর খুঁজে পাচ্চি না ভাই! এক একটা মুহূর্ত্ত যাচ্চে আর মনে হ'চ্ছে—আমার বিনু কত —কত দূরে চ'লে যাচ্ছে! তুমি না ব'ল্লেও আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমি তাকে অতি রূঢ়ই ব'লেছি, তাকে দূর হ'যে যেতে ব'লেছি, তাকে দূর হ'য়ে যেতে ব'লেছি, তার মুখ দেখ্‌বো না ব'লেছি!

বৈকুণ্ঠ। সেটা তো তুমি সত্য বল নি, সেটা তার বোঝা উচিত ছিল।

শ্যামা। বলো তো ভাই—বলো তো ভাই,—সেটা তার বোঝা উচিত ছিল না? আমি কি সত্যই তাই ব'লেছিলেম। আমি ব'লেছিলেম তার ভালর জন্যে। যদি সেটা না বুঝে থাকিস্ তো কি লেখাপড়া শিখেছিস্! বাপের প্রাণ বোঝে না, তার মুখের কথায় বিশ্বাস ক'রে বাপের প্রাণে দাগা দেয়! আমি তাকে শাসন ক'রেছিলাম, তারই ভালর জন্য। যদি সে চ'লেই গেল, তবে আমার আর কিসের মান—কিসের সম্ভ্রম!

বৈকুণ্ঠ। না না—কেন অত অধীর হ'চ্চ? সে আস্‌বে—সে আবার আস্‌বে; তোমার মত স্নেহময় বাপের কোল ছেড়ে বেশী দিন কি থাক্‌তে পারবে? সে নিশ্চয়ই আস্‌বে।

শ্যামা। তাকে বড্ড নিষ্ঠুর কথাটা ব'লে ফেলেছিলুম—না?

বৈকুণ্ঠ। তা হোক্; সে তার ভুল বুঝ্‌বে, আজ না হোক্, কাল না হোক্ আমার মন ব'ল্‌ছে—সে আস্‌বে।

শ্যামা। আসবে—আসবে! এক বছর নয়—দু'বছর নয়—চোদ্দ বৎসর পরে রামচন্দ্র বনবাস থেকে ফিরে এসেছিলেন—কিন্তু ভাই, সে ফেরবার আনন্দ উপভোগ করবার জন্য দশরথ তো বেঁচে-ছিলেন না?

(চেক বই ও দোয়াতকলম লইয়া বিপিনের প্রবেশ)

বিপিন। চেক্‌টা সই ক'রে দিন, আমি এখনই ক'লকাতায় রওনা হব।

শ্যামা। না, তোমরা আমায় পাগল না ক'রে ছাড়্‌বে না দেখ্‌ছি,—দাও দোয়াত-কলম।

[বিপিন চেকবই ও দোয়াতকলম দিল। শ্যামাকান্ত সহি করিতে যাইবেন, এমন সময়ে তারিণীর প্রবেশ]

তারিণী। কর্ত্তাবাবু—কর্ত্তাবাবু—

শ্যামা। কে? তারিণী—তারিণী? বিনোদের খবর এনেছ? বিনোদের খবর পেয়েছ?

তারিণী। কর্ত্তাবাবু—

শ্যামা। কি—কি? থাম্‌লে কেন? কি ব'ল্‌বে—বল—বল?

তারিণী। রেলে একটা ছেলে কাটা প'ড়েছে—ঠিক আমাদের—

শ্যামা। বিনোদের মত—বিনোদের মত! বল—বল—আমি শুন্‌বো—আমি শুন্‌তে পার্‌বো—আমি শুন্‌তে পার্‌বো। আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরী—আমি স্ত্রীলোক নই! বল তারিণি!—

তারিণী। আজ্ঞে দেখে এলুম—আমাদের ছোটবাবুরই মতন,—সেই জামা গায়—সেই ঘড়ি—

শ্যামা। ওঃ—এম্‌নি ক'রেই প্রতিশোধ নিতে হয়—এমনি ক'রেই

প্রতিশোধ নিতে হয়! আমার পুত্র—আমার পুত্র—আর—আমি তার বাপ!

বিপিন। বাবু—বাবু—

বৈকুণ্ঠ। শ্যামাকান্ত, স্থির হও—

শ্যামা। ভয় নেই—ভয় নেই। আমি তাকে দেখ্‌তে যাব—আমি তার লাস দেখ্‌তে যাব। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও,—বিনোদ—বিনোদ—!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বৃন্দাবন, সিদ্ধেশ্বরীর বাহির বাড়ীর উঠান

কাল—অপরাহ্ন

শিবানী ও হারাণীর-মা

শিবানী। মা যে তিন চার দিন হবে ব'লে গেলেন, আজ আট দিন হ'য়ে গেল, একখানা চিঠিও এলো না। মাতু মাসীর বাড়ী হ'য়ে এলুম, সেখানেও কোন খবর নেই। আমি যে ডাকপিয়নের জন্যে ঘর-বা'র ক'চ্চি।

হারাণীর-মা। তাই তো গো দিদিমণি, মা যে আমায়ও ব'লেছিল গো। —"মেয়েটাকে রেখে গেনু হারাণীর-মা, মনটা কি থির্ থাক্‌বে আমার,—তা' তিথ্যিই যাই, আর ধম্মই করি"! আমারও আবার বোনপোর ওখানে যাবার কথা ছিল কি না;—বোনপো-বউএর সাদ,—বিন্দাবনের ছাপার সাড়ী কিনে রেখেছি।

শিবানী। আজ রাত্রে আর রাঁধ্‌বো না, কি বল'? একটা রাত্তির—জলটল খেয়ে থাক্‌তে পারবে না?

হা-মা। তুমি যদি পারো, আমি বুড়ো মাগী, আমি আর পার্‌বো নি গা! গরুর দুদ রইচে—

শিবানী। দোয়ালাটার একবার খবর নাও, সেও আজ দেরী ক'চ্চে কেন?

হা-মা। গয়লাদের ভারি গুমোর, কালও দেরী ক'রে মলো, বাছুরটা পিইয়ে ফেল্লে! ঐ দুদটুকুন দিয়ে যা দুটী খাও, কাল তাও হ'লো না।

শিবানী। ঐ একাব শব্দ শুনতে পাওযা গেল না? আমাদেব গলিব মোড়ে যেন থাম্‌লো?

হা-মা। তা' হবে দিদমণি। আমি তো বাস্তাব পানে কাণ বাখি নি! দাঁড়াও, ছুটকে দেখে আসি। গোবিন্‌জী কি এম্‌নি সদয হবেন—মা আস্‌বেন।

[দ্রুত প্রস্থান।

শিবানী। (যে দিকে হারাণীর মা গেল—একটু অগ্রসর হইয়া সেইদিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল, একটু পরে বলিল) এসো মা, এসো, আর যে ভাল লাগে না! কেন দেরী হলো? ভাল থাক্‌লে হয়; অসুখ-বিসুখ না হয। দু'দিন দেরী হ'যেছে—হ'য়েছে!

(ব্যস্ত হইয়া হারাণীর মার প্রবেশ)

হা-মা। দিদিমণি গো—

শিবানী। কি হাবাণীব-মা, অমন ক'বে এলি কেন? গাড়ীতে কে এলো? ~~[illegible]~~?

[দেখিতে ছুটিল]

হা-মা। (বাধা দিয়া) কোতা যাচ্চ? মাঠাকরুণ তো আসে নি।

শিবানী। মা আসেন নি—তবে এমন ক'রে এলে কেন?

হা-মা। ওগো, আমাদের এ বাড়ীতে কারো আস্‌বার কথা ছিল না

কি গো? কিছুই তো জানিনি শুনিনি ; আমাদের পাণ্ডাঠাকুরের ছেলে সঙ্গে,—

শিবানী। কে?

হা-মা। অঘোর—অচেতন—বেহুঁশ! গাড়োয়ানেতে আর পাণ্ডা-ঠাকুরের ছেলেতে ধ'রে গাড়ী থেকে নামাচ্চে। পাণ্ডার ছেলে ব'ল্লে; আমাদের এখানেই নিয়ে আস্‌ছে।

শিবানী। কাকে নিয়ে আস্‌ছে—পুরুষ না মেয়েছেলে?

হা-মা। ঐ দেখ, [illegible]!

শিবানী। তাই তো—কে উনি?

[সরিয়া দাঁড়াইল]

(পাণ্ডা-পুত্র ও গাড়োয়ান অসুস্থ বিনোদকে ধরিয়া প্রবেশ করিল)

পাণ্ডা-পুত্র। দিদিমণি, দেখিযেনতো—এ'কজোন বাঙ্গালীবাবুর আস্‌বার কোথা ছিল। মা বলিয়েছিলো—খোবর রাখ্‌তে ইষ্টিসেনে। গাড়ী হোতে উৎরালেন—ভারী বোখার! একা করিয়ে আন্‌ছি। [illegible]

শিবানী। (হারাণীর-মাকে) ইনি কে? এঁকে তো চিনি না। কই, মা তো আমাকে কারো কথা ব'লে যান নি। তোমাকে কিছু ব'লে গেছেন?

হা-মা। আমাকে? কই কিছু তো বলে নি গো! (প্রকাশ্যে পাণ্ডা-পুত্রের প্রতি) বাড়ী ভুল ক'রেছো গো—বাড়ী ভুল ক'রেছ! আমরা ওকে চিনি না! আর কোথাও নিয়ে যাও!

বিনোদ। আমি আর দাঁড়াতে পাচ্ছি না ; আজ্‌কার রাতটার মত একটু আশ্রয়—দয়া ক'রে,—কথা ব'ল্‌তে কষ্ট হ'চ্ছে—আশ্রয়—আশ্রয়!—

হা-মা। এটা হাঁসপাতাল না ধর্ম্মশালা? বলি পাণ্ডাঠাকুর, তোমার আক্কেল কি? জানো, মা বাড়ী নেই; এ কোথাকার ব্যারামি রুগী তুমি ঘাড়ে ক'রে—

শিবানী। (বাধা দিয়া চাপা-স্বরে) চুপ চুপ হারাণীর-মা,—(প্রকাশ্যে) ~~মা-মা, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি~~।

[~~তাড়াতাড়ি দরজা খুলিয়া দিয়া পাণ্ডার প্রতি~~]

~~নিয়ে এসো তুমি ওঁকে এই ঘরে~~; তক্তাপোষ পাতা আছে, উনি বসুন। ~~আমি বিছানা এনে পেতে দিচ্ছি~~।

[পাণ্ডাঠাকুর বিনোদকে আনিয়া ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের উপর বসাইয়া দিল]

বিনোদ। (আর্ত্তস্বরে) আঃ—বাঁচ্‌লুম! বড় পিপাসা—

শিবানী। (হারাণীর-মার প্রতি) হারাণীর-মা, শীগ্‌গির দোয়ালকে ডাকো, একটু দুধ দুয়ে দিয়ে যাক্। অনেকক্ষণ হয় তো কিছু খাওয়া হয় নি; আমি দেখি, যদি বাতাসা কি মিছরি থাকে—একটু জল এনে দিই।

[ইতিমধ্যে পাণ্ডাঠাকুর ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে]

হা-মা। হাঁগা—চেনা নেই—শোনা নেই—নিদেন রুগী, বাঁচে কি না—

শিবানী। (হারাণীর-মার প্রতি) চুপ—চুপ—আস্তে কথা কও, শুন্‌তে পাবে যে! তুমি একটু দুধের চেষ্টা দেখ, আমি জল নিয়ে আসি।

[দ্রুত প্রস্থান।

পাণ্ডা। তোমাদের কেউ হোন বুঝি?

হা-মা। (অর্দ্ধ স্বগত) আমাদের কেন ? তোমার যম ! ভাঙ্ খেয়ে খেয়ে চক্ষু হ'য়ে আছে করমচা, কোন্ থানে আছে ধ'রে এনে

(শিবানী মিছরি ও জল লইয়া প্রবেশ করিল)

শিবানী। (বিনোদের প্রতি) এই মিছরিটুকু খেয়ে একটু জল খান।

বিনোদ। (জল খাইয়া) আঃ ! আমি কাল সকালেই চ'লে যাব।

হা-মা। (শিবানীর প্রতি) মা-ঠাকরুণ ঘরে নেই, কাকে আছুর দিলে ? কাজটা কি—

শিবানী। তা হোক্, না হয় মার কাছে আমি বকুনি খেয়ে ম'রবো। আজ রাতটা বই তো নয়।

[বিনোদ তক্তাপোষের উপর শুইয়া পড়িল]

আহা—দেখ্‌ছ না—ব'স্‌তে পার্‌লে না—শুয়ে প'ড়লো। তুমি যাও—একটু দুধের জোগাড় দেখ, আমি উনোনটা ধরাইগে। গরম ক'র্‌তে দেরী না হয়। (প্রস্থানোদ্যত)

পাণ্ডা। বিবিজী, একা ভাড়াটা,—ন'আনা—

গাড়োয়ান। এক রোপেয়াকো দাম্‌ড়ি কম নেহি লেগা।

শিবানী। আমি এনে দিচ্চি।

[প্রস্থান।

হা-মা। (পাণ্ডার প্রতি) খুব পাণ্ডা যা হোক,—রুগীর কান্না ক'রে মরে যে সব সন্ন্যাসী, তাদের ওখানে নে গে ফেল্‌তে পারো নি ?

পাণ্ডা। ম্যয় কেয়া জানে ? মায়ী বোলিন্—

গাড়োয়ান। কেৎনা ঠারে বোলো ?

হা-মা। আহা—বৃন্দাবনের যেমন পাণ্ডা তেম্‌নি গাড়োয়ান—দুইই যমের দোসর। (দরজার কাছে গিয়া) তুমি তো ভাল লোক নও বাপু, খেতে পেলে যে দেখ্‌ছি শুতে চাও। না—না—ও সব হবে না। দিদিমণির কি—কতটুকুই বা বুদ্ধি! এ বাড়ীর গিন্নী যদি এসে পড়ে,—মেয়েটাকেও আস্ত রাখ্‌বে না, নিজেও অপমান হবে। তার চেয়ে এইবেলা আপনার পথ দেখ।

বিনোদ। (মুহূর্ত্তের মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল; ঘরের বাহিরে আসিল; তাহার পা দু'টী মাতালের মত টলিতেছিল, যেন দেহ আর বহিতে পারে না। কম্পিত-কণ্ঠে বলিল) আমি চ'লেই যাচ্ছি,—রাস্তায়—গাছতলায়—

(শিবানীর পুনঃ প্রবেশ)

শিবানী। ছিঃ ছিঃ হারাণীর-মা, রোগী মানুষকে কি বিদেয় ক'রে দিতে আছে! ছিঃ—(পরে বিনোদকে মৃদুস্বরে বলিল) না না—আপনি যাবেন না;—মনে কিছু ক'র্‌বেন না। হারাণীর-মা অমন বলে,—ওর মাথার ঠিক নেই।

হা-মা। (স্বগত) না, যত মাথার ঠিক আছে তোমার!

বিনোদ। (চমকিত হইয়া শিবানীর দিকে চাহিল; কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখে জল দেখা দিল; ক্ষীণ-কণ্ঠে বলিল) না, যাব না; যেতে পারবোও না।

শিবানী। (মৃদুকণ্ঠে) কে আপনাকে যেতে ব'ল্‌ছে? চলুন, চলুন—প'ড়ে যাবেন যে!

বিনোদ। আমি চোখে ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি।

শিবানী। আমার হাত ধরুন, ঘরে চলুন।

[শিবানী বিনোদের হাত ধরিয়া ঘরে গেল]

গাড়োয়ান। হামার ভাড়া কোন্ দেগা ?

[শিবানী পুনরায় বাহিরে আসিয়া]

শিবানী। এই নাও— (একটী টাকা ফেলিয়া দিল) [প্রস্থান।

গাড়োয়ান। সেলাম মায়ি ! [গাড়োয়ানের প্রস্থান।

হা-মা। টাকাটাই দিলে যে গো ? ন'-আনা ভাড়া ব'ল্লে যে ? পয়সা ফেরত দিলে না ? (পাণ্ডার প্রতি) বলো না গো—গাড়োয়ান মিন্সে যে চ'লে গেল !

পাণ্ডা। বড় বদ্‌মাস এই গাড়োয়ান লোগ্ ! দেখি— [প্রস্থান।

হা-মা। তুমি যা দেখ্‌বে তা বুঝ্‌তে পেরেছি,—বখ্‌রা আছে কিনা ডেক্‌রাদের !

(বিছানা লইয়া শিবানীর পুনঃ প্রবেশ)

শিবানী। হারাণীর মা, একবার ধরো না ভাই, বিছানাটা ক'রে দিই।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—রজনীনাথের বাটী—

দ্বিতলের বৈঠকখানা

কাল—সন্ধ্যা

[শান্তি ও তাহার ছোট ভাই সুপ্রকাশ দুইজনে হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছিল]

শান্তি। তোমার জন্য গান হবে না সুকু, তুমি বড় চঞ্চল।

সুকু। কেন হবে না দিদি ? তুমি যেমনটী গাচ্ছ, আমিও তো তেমনি গাচ্ছি, এই শোন না—

শান্তি।—বেশ, আমার সঙ্গে গাও।

গীত

শান্তি।—রাঙ্গা রবির রাঙ্গা ছবি ওইরে ডুবে যায়, ডুবে যায়।

সুকু।—ওই যে তারার মালা উঠ লো ফুটে, নীল আকাশের গায়।

শান্তি।—উঠ্‌লো ফুটে ফুলের কলি,

সুকু।—শোন, ধ'রেছে তান পাখীগুলি,

শান্তি।—বাতাসেতে ডানা মেলি, নীড়ের পানে ফিরে চায়।

উভয়ে।—নূতন ফোটা ফুলের গন্ধ হাওয়ার সঙ্গে মিশে যায়।

(গীতান্তে শ্যামাকান্ত ও রজনীনাথের প্রবেশ)

রজনী। আপনি আবার কষ্ট ক'রে কেন এলেন? আমাকে একটু খবর দিলেই তো হতো; আপনার একে এই শরীর—মনের এই অবস্থা! দেখুন দেখি!

শ্যামা। না না, কেন কিন্তু হ'চ্ছ? আমার মন ঠিক আছে; তবে শরীর? (শান্তিকে দেখিয়া) এ মেয়েটী—এ মেয়েটী তোমার?

রজনী। চিন্‌তে পারছেন না—ও যে শান্তি!

শ্যামা। এত বড় হ'য়েছে? কতদিন দেখিনি বল তো? আমার সেই শান্তি-মা! আমার মনে নেই।

রজনী। শান্তি, চিন্‌তে পার্‌ছো না?—তোমার সেই জ্যাঠামশায়। শান্তি, প্রণাম করো; সুকু, প্রণাম করো। প্রায় দু'বছর তো এখানে ছিলই না,—ওর মা'র অসুখ; দু'বছর তো দার্জ্জিলিং—তারপর সম্প্রতি আনিয়েছিলুম—

শ্যামা। হ্যাঁ, বিনোদের বিয়েয়—আমিই জেদ্ ক'রেছিলাম, আনাতেই

হবে ; না ? (শান্তির মাথায় হাত দিয়া) আমার পাগ্‌লি-মা এত বড় হ'য়েছে ! আর এ'টী ? তোমার ক'টী ছেলে রজনীনাথ—?

রজনী। ঐ একটী।

শ্যামা। একটী ?

রজনী। আপনি বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে। শান্তি—মা, চেয়ারখানা এগিয়ে দাও তো।

সুকু। দিদি পার্‌বে না, আমি দিচ্চি বাবা।

[সুকু চেয়ার আনিয়া দিল ;

শ্যামাকান্ত সুপ্রকাশকে নিজের কাছে টানিয়া লইলেন]

শ্যামা। বাঃ দিব্যি ছেলে ! ছেলেবেলায় সকলেই এমনি ভাল থাকে। তারপর বড় হ'লে,—কে জানে কার ভাগ্যে কি হয় ?

রজনী। আজ্ঞে—(শান্তি ও সুপ্রকাশের প্রতি) শান্তি, সুকু, শীগ্‌গির বাড়ীর মধ্যে যাও। তোমার জ্যাঠামশায় সন্ধ্যে-আহ্নিক ক'র্‌বেন —বাড়ীতে বলো গে।

শান্তি। যাচ্চি বাবা !

সুকু। আমি আগে গিয়ে মাকে ব'ল্‌ছি।

[শান্তি ও সুপ্রকাশের প্রস্থান।

শ্যামা। তোমার শান্তিকে-আমার ঘরে নিয়ে যাবার লোভ মনে মনে হ'য়েছিল রজনীনাথ, পাছে তুমি কিছু মনে করো, তাই বলিনি ; অন্য জায়গায় তার সম্বন্ধ ক'রেছিলুম।

রজনী। থাক্—সে সব কথা এখন।

শ্যামা। কিছু না। আমার যা প্রাপ্য, তা আমি পেয়েছি রজনীনাথ ! তুমি মনে ক'চ্ছ, তার জন্য আমি কাতর ?—কিছু না ! ছেলে যদি

বাপের ব্যথা না বোঝে,—তবে ও রকম ক'রে যে তার—ও—ওটাকে মন থেকে একেবারে তাড়াতে পারিনে। পথে—ভিখিরীর মত—অপঘাতে ! যাক্ আমি মনকে দুরস্ত ক'রেছি, আর সে চিন্তা নয়। এখন যে জন্যে এসেছিলেম শোনো ; যার বিষয়, সেই যখন চ'লে গেলো—আমি এই বৃদ্ধ বয়সে ও বোঝা আর ব'য়ে বেড়াই কেন ? ভগবান তো আমায় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন—সব ভোজবাজী—ভোজবাজী ! আর কেন বন্ধন— ?

রজনী। রেলের ব্যাপারটা কিন্তু খুবই সন্দেহজনক, ও রকম ক্ষেত্রে ঠিক সনাক্ত হয় না ; অন্ততঃ এ ব্যাপারে তো হয়ই নি !

শ্যামা। তোমার মনে এখনো আশা হয় ?

রজনী। একেবারে যে হয় না, তা' ব'ল্‌তে পারি না।

শ্যামা। তবে কি তুমি এখনো বলো—আমি যকের মত এই বিষয় আঁক্‌ড়ে ব'সে থাক্‌বো—সে আস্‌বে—ফিরে আস্‌বে—এই আশা নিয়ে ?

রজনী। আপনি বিজ্ঞ, আপনাকে এর উত্তর আমি কি দেবো বলুন ? অপেক্ষা করাই তো উচিত মনে হ'চ্চে।

শ্যামা। আমি যখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে তোমার এখানে আসি কি মনে ক'রে এসেছিলাম জানো ? আমার বিষয়-সম্পত্তি—জমিদারী সব একটা ট্রাষ্ট ক'রে তোমার হাতে দিয়ে যাবো, বিষয়ের ভাবনা আর ভাব্‌বো না। এখন থেকে পরমার্থ চিন্তাই ক'রেছি, যে ক'টা দিন বাঁচ্‌বো, তীর্থে-তীর্থে ঘুর্‌বো ; সন্ন্যাসী—ঈশ্বর চিন্তা নিয়ে থাক্‌বো। ও বিষয় আর নয় !

রজনী। বেশ তো ; তীর্থে যান্, ঈশ্বর-চিন্তা নিয়ে থাকুন, তবে হঠাৎ ট্রাষ্ট বা অন্য কিছু ব্যবস্থা করা কি প্রয়োজন বলুন ? আমি আছি, বিপিনবাবু আছেন ; বিষয়-সম্পত্তি দেখ্‌বার শোন্‌বার লোকের অভাব

হবে না ; তারপর—আমাদের সন্দেহ যদি সত্যই হয়, তখন একটা বুঝে-শুঝে পরে যা হয় করা যাবে।

শ্যামা। কতদিন আমায় অপেক্ষা ক'র্‌তে বল?

রজনী। অন্ততঃ একটা বছর।

শ্যামা। একটা বছর! আমার পক্ষে সেটা ক'বছর জানো? প্রতি মুহূর্ত্ত আশা ক'র্‌বো—সে বেঁচে আছে, সে তার ভুল বুঝ্‌বে, সে ফিরে আস্‌বে, আমার সামনে মুখ তুলে কথা কইতে পার্‌বে না, তার চোখ বেয়ে কেবল জলের ধারা ব'য়ে যাবে, আর আমি এই বৃদ্ধ—স্থবির—আমার সব রাগ-অভিমান ভাসিয়ে দিয়ে তাকে এই বুকে জড়িয়ে ধ'রে—না—না রজনীনাথ, তুমি আমায় মিছে আশা দিয়ে আর ভুলিও না। আমার সে ভাগ্য নয়—সে ভাগ্য নয়। নইলে কী এমন ব'লে-ছিলাম—কোন্ বাপ না তার ছেলেকে এমন কথা বলে? তারপর সেই ঘড়ি—সেই তার জামা—আর সনাক্ত? আমার আকাশে গড়া আশার অট্টালিকা ধূলিসাৎ হবে, তারই জন্য আমি অপেক্ষা ক'র্‌বো একটা বছর—বারোমাস—তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন! রজনীনাথ, আমার শাস্তি কি এখনো হয়নি ভাই?

[শ্যামাকান্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন ; রজনীনাথ নীরবে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন মাত্র, কোনও কথা কহিতে পারিলেন না ; শান্তি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিয়া ডাকিল]

শান্তি। জ্যাঠা-মশায়!

শ্যামা। (তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া) মা—

শান্তি। (চমকিয়া উঠিল ; ধীরে ধীরে বলিল) আপনার আহ্নিকের জায়গা হ'য়েছে।

শ্যামা। [নির্ণিমেষ-নয়নে শান্তির মুখের পানে কিছুক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন পরে বলিলেন] মা, মা, তুই সত্যি আমার মা হ'বি ?

শান্তি। [ঘাড় নিচু করিল, কোন উত্তর দিল না]

শ্যামা। চল' মা, যাচ্ছি। Stand [শান্তির প্রস্থান।

যদি শান্তির মত একটা মেয়েও থাকতো !—(একটু পরে রজনীনাথের দিকে চাহিয়া বলিলেন) রজনী, আমি অপেক্ষা ক'রবো, যত কেন সহ্য ক'রতে হোক্ না—~~শুধু একটা বছর~~ ;—কিন্তু তুমি আমায় একটা কথা দাও।

রজনী। কি বলুন ?

শ্যামা। তুমি এক বছরের মধ্যে শান্তির কোথাও বিয়ে দেবে না ? সে যদি আমার বেঁচে থাকে, যদি আবার ফিরে আসে, তারই হাতে তোমার শান্তিকে—

রজনী। সে আর বড় কথা কি ? শান্তির যদি সেই ভাগ্যই হয়, আপনার পুত্রবধূ হবে সে,—আমি আপনাকে কথা দিচ্চি—ভগবান করুন, বিনোদ ফিরে আসুক, আমি অপেক্ষা ক'রবো।

শ্যামা। আশা—আশা—আশা ! রজনীনাথ, বিনোদ আবার আসবে, শান্তি আমার ঘরের বউ হবে, এই আশা নিয়ে আমি অপেক্ষা ক'রবো অপেক্ষা ক'রবো। কি বলো—কি বলো ?

রজনী। আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, আমার শান্তি আজ থেকে আপনার। বিনোদ ফিরে আসে ভালই,—না হয়, আপনি যাকে হাতে তুলে দেবেন—শান্তি তারই হবে। চলুন, আহ্নিকের জায়গা হ'য়েছে।

~~শ্যামা। আমার মা—তোমার ওই ? আমার শান্তি মা~~ !

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—সিদ্ধেশ্বরীর বাটীর বহিঃপ্রাঙ্গণ

কাল—অপরাহ্ণ

(একখানি জল-চৌকী লইয়া শিবানীর প্রবেশ)

শিবানী। (জল-চৌকীখানি উঠানের এক পার্শ্বে রাখিয়া ঘরের দিকে তাকাইল—বলিল) আপনি একটু বাইরে এসে বসুন। ঘরে গুমোট গরম, বাইরে বেশ ঝির্ ঝির্ ক'রে হাওয়া দিচ্ছে।

(বিনোদের প্রবেশ)

[বিনোদ এখন সারিয়াছে ; তাহার গায়ে একটি পশ্চিমে বেনিয়ান, তাহার উপর বৃন্দাবনী চাদর ; সে ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহিরে আসিল এবং উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল]

দাঁড়ালেন কেন ? এই চৌকীটা পেতে রেখেছি, এইখানে একবার বসুন; আমি আপনার ঘরটা পরিষ্কার ক'রে দিই। আজ রাত্রে কি খাবেন বলুন তো ? দুধ-সাবু আর আপনার ভাল লাগে না, সে আপনার খাওয়া দেখেই আমি বুঝেছি।

[বিনোদ ইতিমধ্যে চৌকীর উপর বসিয়াছে]

এখন আপনি রাত্রে রুটি খেতে পারেন, ডাক্তার বাবু ব'লেছেন। আজ খাবেন ? ক'রে দেব ? সুজি সেদ্ধ ক'রে—তারই রুটি ?

বিনোদ। আর তোমাদের কত কষ্ট দেব ! আমি মনে ক'রছিলুম,—

শিবানী। আপনার অত বড় ব্যারামটা সারলো, মনে করা রোগটা আর সায়্‌লো না! কেন অত মনে করেন বলুন তো? কি খাবেন একবার মনে করুন না? রুটিই করি গে? পাঁচটার সময় ওষুধ খেতে হবে মনে আছে তো? অনেক জিনিস মনে করেন; কিন্তু ওষুধ খাওয়াটা মনে করেন না।

[শিবানীর প্রস্থান।

বিনোদ। [illegible]! এমন যত্ন, এমন আদর পরে—পরের জন্যেও করে! যদি বিপদে প'ড়ে এদের আশ্রয়ে না আসতেম, তাহ'লে এত বড় একটা শিক্ষা হ'তে বঞ্চিত থাকতে হ'তো। আঃ—কি মিষ্টি এই বাতাস,—শুক্‌নো কপাল স্পর্শ ক'রে চ'লে যাচ্চে—মায়ের হাতের স্পর্শ ব'লে মনে হ'চ্চে! ভগবান্‌, তোমার করুণা এম্‌নি ক'রেই সর্ব্বত্র ছড়িয়ে রেখেছ!

(সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ)

সিদ্ধে। এই যে, বাইরে এসে ব'সেছ; আজ কেমন আছ নীরদ?

বিনোদ। ভাল আছি।

[সিদ্ধেশ্বরী প্রশ্ন করিয়াই বিনোদের চৌকী হইতে একটু দূরে বসিলেন]

সিদ্ধে। ভাল হ'য়েছ তাই ভাল বাছা! যে দায়ে ফেলেছিলে, ভয়ে আর বাঁচিনে; বলি কোথা থেকে এই গেরো জুট্‌লো গা? যদি ভাল-মন্দ কিছু হয়, তখন আমি মেয়ে মানুষ—কি ক'র্‌বো?

বিনোদ। আপনারা দয়া না ক'র্‌লে আমি তো ম'র্‌তেই ব'সেছিলাম। আপনাদের আমি আর কি ব'ল্‌বো?—

সিদ্ধে। ব'ল্‌বে কি আবার? টাকার ঘণ্ট ক'রে, গতরের শ্রাদ্ধ ক'রে তোমায় যে বাঁচিয়ে তুলেছি, এই আমার পরম ভাগ্যি!

বিনোদ। (স্বগত) আমি ম'লেই বা কার কি ক্ষতি হ'তো! বেঁচেই বা আমার লাভ? নিরর্থক এদের কাছে ঋণী হ'য়ে রইলেম।

সিদ্ধে। তা' তোমার পরিচয় তো সেদিন সব শুনলুম। আমরাও বাছা কুলীন। তা' বাছা, তুমি আমার বাড়ীতে কেন থাকো না? আমারও তো—ঐ মেয়েটি বই কেউ নেই! আর তুমি তো আমার শিবুকে দেখেছ? সে কিছু আর অপছন্দ কম্বার মত মেয়ে নয়?

বিনোদ। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! এরা কি এই জন্যই এত যত্ন ক'রে আমার সেবা ক'রেছিল! স্পর্দ্ধা তো কম নয় ~~[illegible]~~! আজ ও সাহস করে ও'র ঐ অশিক্ষিতা মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের প্রস্তাব ক'রতে? অদৃষ্টে আরো কি আছে কে জানে!

সিদ্ধে। এই হয় নয় দেখ্‌লে তো বাবা! শুধু শুধু তোমার কি সেবাটাই না ক'র্‌লে। এমন লক্ষ্মী মেয়ে তুমি কোথাও পাবে না! এ আমি জাঁক—ক'রে ব'ল্‌তে পারি। বিদেশ বিভুঁয়ে থাকি, তিন পুরুষ আমারা নিজের দেশছাড়া। শিবুর বাপ, ওর নেহাত কচি-বেলায় মারা যান; পুরুষ অভিভাবক কেউ দেখ্‌তে শুন্‌তে নেই। কাজেই কে খোঁজে—দেখে? তাই একটি ঘর-জামাই আমি চাচ্চি।

বিনোদ। ভাগ্য-তাড়িত হ'য়ে আপনাদের এখানে এসে প'ড়েছিলুম, আপনি মা'র মতনই যত্ন ক'রে আমায় বাঁচিয়েছেন,—আপনাকে মা'র মতই আমি দেখি। আমি যদি সত্যই আপনাদের কেউ হ'তাম, তাহ'লে ~~[illegible]~~—আমার মত নির্গুণ হতভাগ্য পাত্রের হাতে শিবানীকে দিতে দিতাম না। আপনারা আমায় জানেন না—চেনেন না; কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমার মত হতভাগ্য আর দু'টী নেই। আমি আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, আর দিতে ইচ্ছা করি না। ~~[illegible]~~

কিন্তু আর কাল নয়—আজই আপনারা আমায় বিদায় দিন। দেখুন, আপনারা আমার যা ক'রেছেন, প্রাণ দিলেও তার শোধ হয় না ; তবু আমার জন্য আপনাদের অনেক অর্থব্যয় হ'য়েছে : (আংটী খুলিয়া) এতে যতটুকু তার সাহায্য হয়। এই আংটীটার এক সময় কিছু দাম ছিল, এখনো এর কিছু দাম আছে ; এইটে বিক্রী ক'রে ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধের দাম চুকিয়ে দেবেন। (আংটী দিতে গেল)

সিদ্ধে। আমরা কি বাছা, তোমার আংটির লোভেই এতটা সেবা-যত্ন ক'র্‌লুম ? তুমি কেমনতর ছেলে গা ? না হয় তোমার জন্যে দু'শো একশো গেল, তাতে আমি ম'রে যাব না। তোমাদের কল্যাণে টাকার আমার দুঃখু নেই। কর্তা আমার টাকা বিটিয়ে রেখে গেছেন ! হরি হে, তোমারই ইচ্ছে ! এ কলিকাল কি না, হাজার ক'রে মরো—সেটি কেউ বোঝে না !

বিনোদ। (ব্যস্ত হইয়া) সে কি, আপনারা আমার জন্য এত খরচ ক'র্‌বেন কেন ? আমি আপনাদের কে ?

সিদ্ধে। তাই তো ব'ল্‌চি বাছা, আপনার কেন হও না। আমার শিবু তো তোমার বাপু, অযুগ্যি নয় ; আর পোড়ারমুখো মেয়ে—তোমায় ছাল-টাই কি কম বাসে ? চোখের সাম্‌নে তাও কি তুমি দেখ্‌তে পাও না !

[সুপ্তোত্থিতের ন্যায় নীরদের চমক ভাঙ্গিল ; তাহার পাণ্ডুর মুখ লাল হইল ; তাহার রাগ অভিমান কোথায় ভাসিয়া গেল]

বিনোদ। (স্বগত) তবে কি—তাই কি ?—আমি তো—

[এমন সময়ে শিবানী ঔষধের শিশি ও রেকাবে ছোলা ভিজা ও আদারকুচি লইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল ; ছোট একটা পাথর বাটীতে এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া স্থির-দৃষ্টিতে বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল]

শিবানী। নিন্ তো খেয়ে।

বিনোদ। (শিবানীর মুখের প্রতি চাহিয়া দেখিল—পরে স্বগত বলিল) এর মুখে-চোখে তো তার কোন চিহ্নই নেই! ভালবাসে! সে কি সত্য?

শিবানী। কি ভাব্‌চেন বলুন তো? ওষুধ খেতে হ'লেই আপনার যত ভাবনা—না? মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ে? খেয়ে নিন্,—আমায় আবার রুটি গ'ড়্‌তে হবে।

[বিনোদ ঔষধ খাইল ; শিবানী চলিয়া গেল]

সিদ্ধে। শিবি, আমার নামাবলি খানা নামিয়ে নিয়ে আয় মা! এখনি তোর মাতুমাসী আবার ডাক্‌তে আস্‌বে।

[যাইতে যাইতে ফিরিয়া]

কথাটা আমার ভেবে দেখো বাছা, নেহাৎ তোমায় এমন অমন্দ কিছু বলিনি। [প্রস্থান।

বিনোদ। এ কি দারুণ সমস্যা? ভাগ্যের এ কি নিদারুণ পরিহাস? যে জন্য আজ আমার এই অবস্থা,—আমি এই দরিদ্র বিধবার,—এই অনাথা কিশোরীর সেবা ভিক্ষা নিতে বাধ্য হ'য়েছি, তার মূল্য কি এম্‌নি করেই শোধ দিয়ে যেতে হবে? যদি বিবাহই ক'র্‌বো, তবে আজ আমার এ দুর্দ্দশা কেন? কেন আমি আত্মগোপন ক'রে আজ এখানে? শান্তি— ? না,—বিবাহ আমি ক'রতে পারবো না ; করা উচিত নয়। আর এক মুহূর্ত্ত এখানে নয়। আংটিটা নিলে না,—আমার আংটী, নিলে না, আমার দোষ কি? আমি তো ছিলাম! (আংটি পুনরায় আঙ্গুলে পরিল)

(শিবানীর পুনঃ প্রবেশ)

শিবানী। অনেকক্ষণ বাইরে আছেন ; [illegible], এইবারে ঘরে বসুন, আমি আপনার খাবার নিয়ে আসি। [illegible] ?

বিনোদ। (ইতস্ততঃ করিয়া) আমি মনে ক'রছিলাম—

শিবানী। (মৃদুহাস্যে) সে তো আপনি ক'রেই থাকেন ! এর আর নূতন কি বলুন ? তা' খেয়ে যত পারেন মনে ক'রবেন—আসুন ঘরে—

বিনোদ। আমি আজই এখান থেকে যেতে চাই।

শিবানী। [হঠাৎ একথা শুনিয়া চম্‌কাইয়া উঠিল ; মুখ সহসা শুকাইয়া গেল ; বিনোদের মুখের প্যানে শূন্য-দৃষ্টিতে একবার চাহিল, পরে ধীরে ধীরে ঘাড় নীচু করিয়া বলিল] আপনার বড্ড কষ্ট হয় এখানে—তা জানি। আমরা গরীব—ঠিক সেবা-যত্ন—

বিনোদ। না না, এ কথা কেন মনে ক'রছো ! এর অধিক আদর-যত্ন জীবনে কখনো পাই নি ! কখনো পাব কি না তাও জানি না—অভাগা হ'লেও মৃত্যুর কোলে শুয়ে একটা স্বপ্নরাজ্যে বাস ক'রে গেলাম তোমাদের এখানে—এ স্মৃতি যে জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত ভুলতে পারবো না শিবানি ! সে জন্য নয়,—আমি তো সেরেছি,—আর কত কষ্ট দেব তোমাদের ?

শিবানী। [illegible]। [illegible]। আমাদের কষ্ট ? [illegible] ; আসুন, খাবার ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে যে, দেরি ক'রবেন [illegible]। [প্রস্থান।

এই যে অযাচিত করুণা, একান্ত স্নেহময়ী এই নারীর ত্রুটিহীন এ কি শুধু দয়া—না এর মধ্যে আর কিছু আছে ? এর

মা-ও ব'ল্লে—এ আমায় ভালবাসে! ভালবাসে? ? কে জানে এই কিশোরীর মনের কথা? আমি তো ম'র্‌তেই ব'সে-ছিলাম; আমাকে বাঁচিয়েছে কে? শুধু কি এই বালিকার দয়া? না—না, এর ভালবাসা—শুধু দয়া নয়—এর ভালবাসা। নইলে এতদিন এখান থেকে পালাই নি কেন? আমার অজ্ঞাতে বুঝি এই কিশোরীর ভালবাসাই আমার গতিরোধ ক'রেছে! এখন আমি কি করি—কি করি! শান্তি—? সে তো আমায় দেখেনি; সে তো আমায় ভালবাসে না; আমি তাকে দেখে, তাকে নিয়ে যে স্বপ্ন বুনেছিলাম, সে স্বপ্ন তো জন্মের মত ভেঙ্গে গেছে,—তবে—!

(সিদ্ধেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ)

সিদ্ধে। অন্ধকার হ'য়ে এলো—ঘরে যাও বাছা! আমার কথাটা একটু ভেবে দেখ'! (প্রস্থানোদ্যত)

বিনোদ। যাবেন না—শুনুন। আপনার কথাই রাখ্‌বো, আমি শিবানীকে বিবাহ ক'র্‌বো। (এই কথা বলিয়া ধীরে ধীরে বিনোদ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল)

সিদ্ধে। আমি জানি, কোনও রাজার বেটা ছদ্মবেশে এখানে এসে প'ড়েছে। গণৎকার মিন্সে ঠিকই গুনেছিল! [প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—পথ

বিপিন ও বৈকুণ্ঠ

বিপিন। আপনি বুঝে দেখুন ভট্‌চাজ-মশায়, আমি কিছু অন্যায় বলি নি; আপনি মনে ক'র্‌লে এখনো পোষ্যপুত্র নেওয়া রদ্ হয়। বাবু রজনীবাবুর চাইতেও আপনার কথা শোনেন, আপনি বারণ ক'র্‌লে তিনি কিছুতেই পোষ্য নেবেন না।

বৈকুণ্ঠ। তা' পোষ্য না নেবার জন্য তোমারই বা এত আগ্রহ কেন বিপিন?

বিপিন। ছেলেবেলা থেকে এ সংসারে আছি, শ্যামাকান্ত চৌধুরীর খেয়েই এ বাড়ীতে মানুষ; এত বড় সম্ভ্রান্ত-বংশের বিষয় একটা পোষ্য-পুত্রের হাতে প'ড়ে যে নকড়া-ছকড়া হ'য়ে যাবে, এ আমি বরদাস্ত ক'র্‌তে পার্‌বো না।

বৈকুণ্ঠ। চিরদিন বিষয় ঘেঁটেছ—বিষয়ই চেনো, মানুষ তো চেনো না! শ্যামাকান্তের সঙ্গে তোমার প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ,—দেখেছ তার বাইরের ব্যবহার, তার অন্তরের সঙ্গে তো পরিচয় নেই। আমি ওকে জানি, বাইরেটে যত না হোক—ওর ভেতরটা। আমার বিশ্বাস, ছোট ছোট মেয়েদের যেমন পুতুল দিয়ে ভুলিয়ে রাখে, তেমনি যদি ওকে এদিক দিয়ে ভুলিয়ে না রাখা হয়, তাহ'লে হয় ও পাগল হবে—না হয় মারা যাবে। একা তুমি কেন, যদি গ্রামশুদ্ধ লোক নিষেধ করে, তবু আমি পোষ্য লওয়াতে বাধা দেবো না।

বিপিন। আপনার পায়ে ধ'রছি ভট্‌চাজ-মশায়, আপনি আর একটা বছর অপেক্ষা করুন, তার পর যা হয় ক'রবেন। আমার এখনো বিশ্বাস, বিনোদবাবু রেলে কাটা যান নি, তিনি ফিরে আস্‌বেন।

বৈকুণ্ঠ। বেশ তো, আসুক না ফিরে; তাই তো চাই। হেমেন্দ্রকে পোষ্য নেওয়া হ'চ্চে, সেও তো এই চৌধুরী-বংশেরই ছেলে, বিনোদের জ্ঞাতি; বিনোদ যদি একা না হ'য়ে ওর একটা সহোদর থাক্‌তো, সে ক্ষেত্রে যা হ'তো, এখানেও তাই হবে। শ্যামাকান্তর বিষয় দু'জনে ভোগ ক'র্‌বে।

বিপিন। আপনারও ঐ মত, রজনীবাবুরও ঐ মত। বুঝ্‌ছি এ ভবিতব্য! আমি আর একা বাধা দিয়ে কি ক'র্‌বো?

বৈকুণ্ঠ। আহা নিক্—নিক্—স্নেহাতুর বাপ, তবু যদি শান্তি পায় পাক্। বিপিন, যাও যাও, মাথা ঠাণ্ডা করো। মনে রেখো যে, আগে শ্যামাকান্ত তার পর তার বিষয়। আমি হেমেন্দ্রের মা'র সঙ্গে দেখা ক'রে এখনই তোমাদের ওখানে যাচ্চি। চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

(ফটিক, নন্দ, সারদা, যোগেশ প্রভৃতি ড্রামাটিক ক্লাবের মেম্বারগণের প্রবেশ)

ফটিক। হুর্‌রে—হেমেন্দ্র! বাবা, একেই বলে বরাত! থাক্‌তো মামার বাড়ী, স্কুলে হাফ-ফ্রি, একেবারে লক্ষ্মীপুরের জমীদার হ'য়ে ব'স্‌বে! স্কুলটা ছেড়ে কি ঝক্‌মারীই ক'রেছি।

নন্দ। কেন বল দেখি?

ফটিক। এদ্দিনে ওর নাগাল ধ'র্‌তুম।

সারদা। কি ক'রে ধ'র্‌তিস্? ওর তো ফোর্থ ক্লাস, তুমি বুড়ো মদ্দ, এদ্দিন তো স্কুলে থাক্‌লে এনট্রেন্সে উঠ্‌তিস্।

নন্দ। নাহে, স্কুলে যে ওর প্রমোসনটা নিম্নগামী। ফাষ্ট´ ক্লাস থেকে উঠ্‌ত সেকেণ্ড ক্লাসে, সেকেণ্ড ক্লাস থেকে থার্ড, থার্ড থেকে ফোর্থ। ভালো ছেলে,—দু'বছর কখনো এক ক্লাসে প'ড়ে থাকতো না। এদ্দিনে হেমের নাগাল ধ'রতো বই কি!

সারদা। হ্যাঁ, আমাদের ঐ ভট্‌চাযদের চন্দ্রভূষণের মতন। চন্দ্রভূষণ যখন ফাষ্ট´ ক্লাস থেকে নাম্‌তে নাম্‌ত সিক্‌স্‌থ্ ক্লাসে এসে ঠেক্‌লো, তার ছেলে তখন নাইন্থ্ ক্লাসে উঠেছে কিনা,—বাপের কাছে স্কুলে যেদিন পেন্সিল চাইতে এলো, সেই দিনই সে লেখাপড়া ছাড়লে। ফ'ট্‌কেরও সেই বিদ্যে তো?

ফটিক। আর্টিষ্ট হওয়ার ওটা যে একটা মস্তবড় লক্ষণ। সব বিষয়েই অরিজিন্যাল্ হওয়া চাই! ক্লাস প্রমোসন থেকেই তার পরিচয়।

যোগেশ। এই হেমেন্দ্রকে দলে ভেড়াবার ভার ফটিক, তোমায় নিতে হবে। পুষ্যিপুতের হাতে বিষয়, যুত ক'রে বাগাতে পার্‌লে, দিন দিন ক্লাবের শ্রীবৃদ্ধিই হবে। ওকে যদি নাট্য-রসে রসিক ক'রে তোলা যায় তা হ'লে আর ছেলে নিয়ে নয়, একেবারে ক'ল্‌কাতা থেকে একৃট্রেস্ এনে—

ফটিক। হুর্‌রে ফর লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক্ ক্লাব্! যত ব্যাটা ছোট লোকের ছেলে, ব্যাটাদের জিভের আড় ভাঙ্গেনি, ওদের দিয়ে কি নাচের 'গ্রেস' হয়! যদি ক'ল্‌কাতার পাব্‌লিক্ থিয়েটারের একৃট্রেস্ তাকিয়া হরি লক্ষ্মীপুর ড্রামাটিক্ ক্লাবে পদ্মিনী সেজে আগুনে ঝাঁপ দেবার সময় নাচে, তাহ'লে কেয়াবাৎ এক্‌স্‌প্রেসন্—মুভমেণ্ট—পোজ! (নাচিল)

সারদা। এই আবার জ্বালালে!—আবার রাস্তার মাঝ-খানে ভাও বাৎলাতে সুরু ক'র্‌লে!

নন্দ। ওকে বাধা দিও না সারদা, ওকে বাধা দিও না। আমরা সিং ভেঙ্গে বাছুরের দলে সহজে মিশ্‌তে পার্‌বো না; যদি কাজ হয়, ওর দ্বারাই হবে। ও অনেক বড়লোকের ছেলের মাথা খেয়ে আস্‌ছে। পারে ত ঐ পার্‌বে—বুঝেছ? ও সব ওর ধাতেই পোষাবে!

উপেন। তোমাদের এ সব পরামর্শের ভেতর আমি নেই ভাই, তোমরা যা হয় করো। বড়লোকের ছেলের মাথা খাওয়া আমার হজম হবে না। [প্রস্থান।

যোগেশ। ওঃ, নবাবী দেখ্‌লে উপনেটার!

সারদা। [illegible]। ফটিক, একটা প্ল্যান-ট্ল্যান ঠাওরাও; হেমাটাকে দলে ভেড়াতেই হবে।

নন্দ। নিশ্চয়ই। বড়লোকের পোষ্য না হ'লে আমাদের পুষ্‌বে কে বল!

যোগেশ। দাঁড়াও, আগে নেওয়াই হোক।

ফটিক। আগে থাক্‌তে টোপ ফেল্‌তে হবে। আমি যাচ্ছি। ওর মাকে মাসী বলি কি না, এখন থেকে ভিড়ে থাকিগে; নইলে এরপর চিন্‌তেই পার্‌বে না।

নন্দ। আমরা চলো বৈকুণ্ঠ ভট্‌চাযকে ধরিগে; ওরই হাতে সব, ঘটা ক'রে পুষ্যি নেবে, যদি থিয়েটারটা দেয়।

সারদা। ওঃ, তাহ'লে আজ থেকেই বোধন বসে।

নন্দ। তার পর সপ্তমীতে বিসর্জ্জন হয়—কুচ পরোয়া নেই

যোগেশ। (স্বগত) যদি কোন মতে ওর প্রাইভেট সেক্রেটারী হ'তে পারি? [illegible]! লক্ষ্মীপুরের জমিদারটি আমার

[প্রস্থান।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ—সংযুক্ত দৃশ্য

একাংশে বৃন্দাবন—অপরাংশে লক্ষ্মীপুর

বামদিকে—বৃন্দাবনের দৃশ্যে দেখা যাইতেছে,—সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ীর অন্দরের দালান; দালানের এক পাশ দিয়া একটী সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে। এই সিঁড়ি বাহিয়া দ্বিতলে শিবানীর শয়ন-ঘরে যাওয়া যায়। সিঁড়ির নিম্নে একটী ছোট দরজা, ঐ দরজা খুলিয়া বাহিরের উঠানে পড়া যায়। সিঁড়ির সাম্‌নে দালানের ধারে একটী ঘর,—উহা সিদ্ধেশ্বরীর শয়ন গৃহ। যখন দৃশ্য উঠিল, তখন শিবানী এই সিঁড়ির চাতালে বসিয়া বিনোদের আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিল। তখন রাত্রি ৪টা বাজিতে বেশী বিলম্ব নাই।

ডানদিকে—লক্ষ্মীপুরের দৃশ্য। শ্যামাকান্তের শয়ন-ঘর। ঘরটী শ্যামাকান্তের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দিয়া সাজান। ঘরের একধারে একখানি ভাল খাট পাতা; এই খাটের মাথার দিকে বড় খড়্‌খড়ি জানালা; এই জানালা খুলিলে রাস্তা দেখা যায়। খাটের দক্ষিণদিকের দেওয়ালে একটী বড় দরজা; এই দরজা দিয়া শ্যামাকান্তের বাড়ীর সদরে যাওয়া যায়। প্রথম যখন দৃশ্য উঠিল, তখন শ্যামাকান্ত খাটের উপর শুইয়া।

বৃন্দাবন

শিবানী। (উপরে উঠিবার সিঁড়ির চাতালে বসিয়া) আর কতক্ষণ জেগে ব'সে থাক্‌বো! রোজই রাত দু'টো তিনটে হয় তাঁর ফিরতে! ঘুমিয়ে পড়ি, মা দরজা খুলে দিতে বিরক্ত হন। বুড়ো মানুষ, সমস্তদিন খেটেখুটে—তাঁরই বা দোষ কি? (কাতরকণ্ঠে) দেবতার আশীর্ব্বাদের মতই তোমায় পেয়েছিলুম, কিন্তু আমার কপাল মন্দ—তোমায় বুঝতেও দিলে না! ওগো, আমার কাছে চিরদিন কি তুমি নীরব থেকেই যাবে?

(লক্ষ্মীপুর)

শ্যামাকান্ত। (শুইয়াছিলেন; উঠিয়া) যতবার ঘুমোবার চেষ্টা ক'র্‌ছি, তার মুখই মনে প'ড়্‌ছে! পড়ুক, কি ক'র্‌বো? উপায় কি? উপায় কি? নিরুপায় হ'য়েছি তো তার জন্যই! সে চ'লে গেল— অসহায় বার্দ্ধক্যে একা ফেলে! আমি কি এই বিষয় বুকে জড়িয়ে কেবল কাঁদ্‌বো মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত? কিন্তু মৃত্যু তো আমার হাত ধরা নয়! কতদিন বাঁচ্‌তে হবে কে জানে? লোকের কি? তারা ব'লে খালাস! কিন্তু পুড়তে হ'চ্ছে যে আমাকে? (খাট হইতে নামিয়া জানালা খুলিয়া দাঁড়াইলেন) আঃ মাথাটা জুড়লো!

(বৃন্দাবন)

শিবানী। তুমি মাতাল নও, দুশ্চরিত্র নও—আমি জানি; কিন্তু লোকে তো বোঝে না, এই সামান্য কথাটা তুমি বোঝ না কেন? কেন আমায় এখানে এমনি ক'রে ফেলে রাখ'? কেন লোকের গঞ্জনা সহ্য কর? তাতে যে আমার কি কষ্ট, তা' কি তুমি বুঝ্‌তে পার না?

(লক্ষ্মীপুর)

(নেপথ্যে বৈকুণ্ঠের গীত)

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!

শ্যামা। বৈকুণ্ঠের গলা! এই শেষরাত্রে সেও জেগে? (উচ্চৈঃস্বরে) বৈকুণ্ঠ! বৈকুণ্ঠ!

নেপথ্যে বৈকুণ্ঠ। হাঁ-হে!

শ্যামা। [illegible]। দাঁড়াও, ফটক খুলে দিচ্ছি; [illegible]।

[শ্যামাকান্তের প্রস্থান।

বৃন্দাবন

শিবানী। তোমায় লোকে ঘৃণা করে! আমি যে আর তা' সহ্য ক'র্‌তে পারি না! ভগবান! (পেটা ঘড়িতে চারিটা বাজিল) নাঃ, আজ আর বোধ হয় আস্‌বে না!

(দরজা খুলিয়া সিদ্ধেশ্বরীর প্রবেশ)

সিদ্ধে। বলি হ্যাঁলা! কেমন ধারা আক্কেল তোর? এক্‌লা এই সিঁড়িতে জেগে ম'র্‌চ? ~~অমন কপাল নিয়েও এসেছিলি~~? একটা হাড়-হাবাতে ~~[illegible]~~ হাতে প'ড়ে শেষটা কি প্রাণ খোয়াবি? যা—যা, অত করে না, শুগে যা! ~~চারটে বেজে গেল, সে আসবে,—আমার ইচ্ছে হয় দরজা খুলে দেব, না হয় দেব না~~! স্বোয়ামী যে গোল্লায় গেল, শো্‌রাতে পারিস্‌নে? না টস্ ক'রে ব'সে আছেন দরজা খুলে দেবেন ব'লে, পাছে আমি টের পাই! যা, যা, শুগে যা। আমি দরজা বন্ধ ক'রে শুলুম! দেখি কে তাকে দরজা খুলে দেয়? (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) আর তোমায়ও ব'লে রাখ্‌ছি, তুমি যদি দাও বাছা, তোমার মরা-বাপের দিব্যি রইল—হ্যাঁ! [দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান।

শিবানী। ইচ্ছা করে এই দেওয়ালে ~~[illegible]~~ ঠুকে মাথাটা ভেঙ্গে ফেলি! ~~[illegible]~~—

[কাঁদিতে কাঁদিতে উপরে উঠিয়া গেল]

(শ্যামাকান্ত ও বৈকুণ্ঠের প্রবেশ)

শ্যামা। তুমি তো আজ খুব ভোরে উঠেছ?

বৈকুণ্ঠ। আমি যে প্রত্যহই এমনি সময়ে প্রাতঃস্নানে যাই।

শ্যামা। অনেকদিন তোমার গান শুনি নি। "সকলই তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি"—গাও বৈকুণ্ঠ! আজ এই গান শোন্‌বার জন্যই যেন আমি জেগে ব'সেছিলুম,—না?

বৈকুণ্ঠের গীত

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি!
তোমার কার্য্য তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ করো করী, পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি,
কারে দাও মা ইন্দ্রত্বপদ, কারে কর অধোগামী।

(গীতান্তে উভয়ে কিছুক্ষণ নীরব)

নেপথ্যে বিনোদ। শিবানি! শিবানি!

(সিদ্ধেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ)

সিদ্ধে। ঐ বুঝি নবাবপুত্রের বার হ'ল! দাঁড়াও, আজই একটা হেস্তনেস্ত ক'চ্চি।

[সদর দরজা খুলিয়া দিবার জন্য সিঁড়ির নিচে যে দরজা তাহা দিয়া প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মীপুর

শ্যামা। লোকে খুব নিন্দে ক'চ্ছে? ব'ল্‌ছে, আমি বড় নিষ্ঠুর—না?

বৈকুণ্ঠ। তা একটু ক'চ্ছে বৈকি!

শ্যামা। কেবল তুমি আর রজনী আমার দিকে?

বৈকুণ্ঠ। শুধু বিষয়ের জন্য নয় শ্যামাকান্ত, একটা অবলম্বন না হ'লে

তুমি পাগল হ'য়ে যেতে! আমি হেমেন্দ্রকে পোষ্য নিতে মত দিয়েছিলাম কেবল তোমার জন্যই!

শ্যামা। জ্ঞাতি—একরক্ত, এক বংশের ধারা,—লক্ষ্মীপুরের চৌধুরী-বংশের নিরন্ন বিধবার পুত্র এই হেমেন্দ্র! যে মালিক সেই যখন ইচ্ছা ক'রে প্রাণ দিলে; ভোগ করুক এই হেমেন্দ্র, বিনোদেরই তো জ্ঞাতি ভাই, কি বল?

বৃন্দাবন

(বাহির হইতে সিদ্ধেশ্বরী ও বিনোদের প্রবেশ)

সিদ্ধে। কে তোমার সাতটা বাঁদী সাত দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে—রাত চা'রটের সময় উঠে দরজা খুলে দেয় শুনি? সমস্ত রাত্তির যেখানে ছিলে, আর ঘণ্টা দুই সেখানে কাটিয়ে একেবারে সকালে এলেই তো হ'ত? লজ্জা নেই—বেহায়া! কোত্থেকে আমার হাড় পোড়াতে একটা বয়াটে মাতাল এসে জুটলো গা?

[সিদ্ধেশ্বরী আপন ঘরে গিয়া দরজা দিল]

বিনোদ। রোজই সেই এক কথা! এরা আমায় বুঝলে না—বুঝবেও না। আমি যাই সুরথবাবুর লাইব্রেরীতে প'ড়তে, প্রাইভেটে এম-এ, দেব' ব'লে, এরা মনে করে আর কিছু। ঠিক হ'য়েছে! বাবাও এই ভুল ক'রেছিলেন—আমায় বোঝেন নি; এরা যে ভুল ক'রবে—আশ্চর্য্য কি? বাবাও তাড়িয়ে দিয়েছিলেন—এরাও তাড়াতে চায়! এ ভাগ্যের বিধান, না পিতৃ-অভিশাপ?

[সিঁড়ির নিচেয় দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিল]

শিবানী। (বারাণ্ডায় প্রবেশ করিয়া) ডেকে আনি। (চিন্তা করিয়া) মা'র বড় মুখ—না, একটু জ্ঞান হোক্!

[প্রস্থান।

বিনোদ। (যাইতে যাইতে) না, যাব না। শিবানীকে একবার জিজ্ঞাসা ক'র্‌বো—তার মা'র মত সেও আমায় ঘৃণা করে কি না?

[উপরে উঠিয়া গেল]

লক্ষ্মীপুর

বৈকুণ্ঠ। আমি যাই ভাই, স্নানটা সেরে আসি।

শ্যামা। না, না, একটু ব'সো। আজ নিজেকে বড়ই অসহায় ম'নে হ'চ্ছে। আজকের সকাল যেন একটা নূতন জগৎ নিয়ে এল—বাষট্টি বছরের পুরোন সব ওলট পালট ক'রে দিয়ে। এ বাড়ী-ঘর, এ'র প্রত্যেক [illegible] লোকজন আত্মীয় কর্ম্মচারী সব যেন আমার চোখে নূতন হ'য়ে দেখা দিচ্ছে! পুরোনর ভিতর কেবল তুমি আর আমি! আমার সেই ছোট বেলার বন্ধু—ভাইরে!—

[বৈকুণ্ঠের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন]

আমি কোন্ মাটী দিয়ে গড়া—কোন্ মাটী দিয়ে গড়া! আমার বিনোদ!—

বৈকুণ্ঠ। কাঁদ' কাঁদ'—শ্যামাকান্ত! যত পার' কাঁদ! দু' বছর তোমার চোখে জল দেখিনি! বোধ হয় ঘুমিয়েছে; আস্তে—আস্তে শুইয়ে দিই।

[বিছানায় শোয়াইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন]

বৃন্দাবন

(উপর হইতে বিনোদ ও শিবানীর প্রবেশ)

বিনোদ। শোন শিবানি! আমার একটা কথা! আমি জানি, পৃথিবী আমায় ঘৃণা করে! অধম, অপদার্থ, অক্ষম আমি; কিন্তু আমি জান্‌তে চাই,—তুমি আমায় ঘৃণা কর কি না?

[শিবানীর হাত ধরিল]

বলো, চুপ ক'রে কেন? তোমার মুখে ঐ একটা কথা আমি শুন্‌তে চাই—ঐ একটা কথা—তুমি আমায় ঘৃণা কর কি না?

শিবানী। হ্যাঁ—

বিনোদ। মুখের কথা নয়, তোমার অন্তরের কথা।

শিবানী। (অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠে) কেন ক'র্‌বো না? তোমায় আমি ঘৃণা করি! তুমি যদি—

বিনোদ। (বাধা দিয়া) থাক্, আর শুন্‌তে চাই না।

শিবানী। আমি তোমায় ঘৃণা করি।

[শিবানী উপরে উঠিয়া গেল]

বিনোদ। ঋণ পরিশোধ তো হ'য়েছে, তবে আর কেন? কিন্তু চোরের মত যাব না; তাকে স্পষ্ট ব'লেই যাব—শিবানি—শিবানি—

[উপরে উঠিল]

লক্ষ্মীপুর

শ্যামা। (হঠাৎ উঠিয়া) আজই পোষ্য নিয়েছি, যাগ-যজ্ঞ ক'রে, সমাজের সাম্‌নে, শালগ্রাম শীলা সাক্ষ্য রেখে, [illegible]! রাত্রে

শুতে পারি নি বৈকুণ্ঠ! একটু যেই চোখ বুজি,—আর বিনোদের বিদায়ের দিনের সেই মুখখানাই মনে পড়ে! কৈ—আর কারো মুখ তো মনে পড়েনা!

বৈকুণ্ঠ। তাই মনে পড়াই তো স্বাভাবিক! মনে পড়্‌বেনা ভাই! ছেলে —সে যে বুকের আধখানা!

শ্যামা। (নিজের বক্ষঃস্থল দেখাইয়া) আধখানা নয়, সবটা—সবটা—এই বুক জুড়ে—ভাই, এই বুক জুড়ে—

বৈকুণ্ঠ। তবু তারই একপাশে হেমেন্দ্রকে স্থান দিতে হবে।

শ্যামা। হবে না? ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে পোষ্য নিয়েছি, পুত্র—পুত্র—পোষ্যপুত্র!

বৈকুণ্ঠ। অর্জ্জুন অভিমন্যুকে হারিয়েও কুরুক্ষেত্রে শুধু যুদ্ধ করেন নি, তাতে জয়লাভ ক'রেছিলেন। কর্ম্মক্ষেত্রে কাজ তো এমনি ক'রেই ক'রে যেতে হবে ভাই!

শ্যামা। ভোরও হোল! আজ হেমেরও এখানে এই প্রথম রাত্রি; এখনো কি সে ওঠেনি?

বৈকুণ্ঠ। তা' উঠে থাক্‌বে।

শ্যামা। তাকে নিয়ে এস ভাই, তাকে নিয়ে এস! তাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো—এই বাড়ীতে, তার এই প্রথম প্রভাতে—তোমার সাম্‌নে তাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্‌বো ভাই, সে যেন—যে ক'টা দিন বাঁচবো, আমার অবাধ্য না হয়! তাকে নিয়ে এস ভাই!

বৈকুণ্ঠ। তাকে আনছি! [বৈকুণ্ঠের প্রস্থান।

শ্যামা। লোকের সামনে পারি নি, যখনি একা থাকি, তার নাম ধ'রে চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়,—বিনোদ—বিনোদ!—

[প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন]

বৃন্দাবন

(উপর হইতে বিনোদের প্রবেশ)

[ক্রোধে, অভিমানে বিনোদ আত্মহারা হইয়া গিয়াছে , তাহার চোখ দীপ্ত , কণ্ঠস্বর উগ্র, উচ্চারণ অপেক্ষাকৃত দ্রুত , সে বলিল—]

বিনোদ। দরজা খুল্‌লে না, বুঝেছি—এ মুখ আর সে দেখ্‌তে চায় না! বেশ তাই হোক্! বাবাও এ মুখ দেখ্‌বেন না ব'লেছিলেন, তাঁকে ত্যাগ ক'রেছিলাম। আর আজ?—সংসারের সঙ্গে দেনা-পাওনা আমার এই খানেই শেষ হ'ক! লক্ষ্মীপুর—লক্ষ্মীপুর! লক্ষ্মীপুর গেছে—বৃন্দাবনও যাক্।

(উপরের বারাণ্ডায় শিবানীর প্রবেশ)

এই যে, শোন শিবানি,—অনেক লাঞ্ছনা এখানে সহ্য ক'রেছি—শুধু তোমার জন্য—কিন্তু আর নয়! তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা! মনে ক'রো—আজ থেকে তুমি বিধবা! [প্রস্থান।

শিবানী। (উপর হইতে দ্রুত নামিয়া) ও গো, ফেরো—ফেরো,—কার উপর অভিমান ক'রে চ'লে যাচ্ছ! আমি মিথ্যা কথা বলিছি,—আমি তোমায় ঘৃণা করি না!—ঘৃণা করি না—

[শিবানী উঠানে আছড়াইয়া পড়িল সিদ্ধেশ্বরী দরজা খুলিয়া দেখিল]

লক্ষ্মীপুর

(ঠিক এমনি সময়ে হেমেন্দ্রকে লইয়া বৈকুণ্ঠ প্রবেশ করিলেন)

বৈকুণ্ঠ। (শ্যামাকান্তকে দেখাইয়া হেমেন্দ্রের প্রতি) তোমার পিতা,—প্রণাম কর।

[হেমেন্দ্র প্রণাম করিল]

শ্যামা। আশীর্ব্বাদ করি,—তোমা হ'তে চৌধুরী-বংশের মুখ উজ্জ্বল হোক্!

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মাদুরা—যোগেন্দ্রনাথের বাটীর ড্রয়িংরুম

শান্তি ও মণিমালা

শান্তি। এখন গান গাইবে তো গাও, আর যে ক'দিন আছি একটু শিখে নিই। নইলে বলো,—আমি সুকু আর অনিলকে নিয়ে একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি।

মণি। না ভাই, রাগ করিসনে, এই আমি গাচ্ছি।

[মণিমালা হারমোনিয়মের ডালা খুলিল]

আহা, তোরাও এলি, আর মিষ্টার রায় যে দিনকতক আগে টুরে বেরিয়েছেন, একবার চারি চ'ক্ষের মিলন যে হ'লো না! নইলে আমি নিশ্চয় ব'লছি, এতদিনে স্বয়ম্বরা হ'য়ে যেতিস।

শান্তি। তুমি বুঝি স্বয়ম্বরা হ'য়ে জামাইবাবুর গলায় মালা দিয়েছিলে—নয়? খালি কেবল বাজে কথা! নাও—আমি চ'ল্লুম।

মণি। না—না ভাই, রাগ করিস্‌নি, ব'স্, এই আমি গাচ্ছি।

গীত

রাই, মিছা জাগি যামিনী গোঁয়াও—
সে নিঠুর শঠ লাগি বৃথা সখি, পথ চাও।
বাসক শয়ন সাজে, মঞ্জু কুঞ্জ মাঝে,
নিশিদিন মনে-প্রাণে, শয়নে জাগরণে,
অবিরত কারে ধেয়াও!

শান্তি। আহা! মণিদিদি, তোমার মতন গলা যদি আমি পেতুম!

মণি। তা হ'লে আমার একটি সতীন হ'তো।

শান্তি। তুমি ভারি দুষ্টু!

মণি। কেন, তোর ভগ্নিপতি তোরে যে নতুন গিন্নী ব'লে ডাকে, শুনে বুঝি আমার হিংসে হয় না?

শান্তি। যাও! জামাইবাবু যেমন ছ্যাব্‌লা, তুমি আবার তার চাইতেও—

মণি। বেহায়া—নয়?

(সুপ্রকাশের প্রবেশ)

সুকু। বড়দিদি, মা আপনাকে ডাক্‌ছেন।

মণি। ঐ যাঃ, ভুলে গেছি!—পিসীমা যে ব'লেছিলেন, আজ তিনি বিকেলের খাবার ক'র্‌বেন, আমায় সব গুছিয়ে দিতে হবে! বামুন-ঠাকুর ছুটি নিয়ে চ'লে গেছে,—একদম্ ভুলে গেছি! যাই, যাই—শান্তি, তোকে এখানে বসিয়ে রেখে গেলুম ভাই, তোর জামাই বাবু এলে অভ্যর্থনা ক'রতে, অর্থাৎ বদ্‌লি রেখে! এসো সুকু।

[সুকু ও মণিমালার প্রস্থান

শান্তি। (স্বগত) আর এখানে ভাল লাগ্‌ছেনা। বাবার জন্য মনটা বড় অস্থির হ'চ্ছে। কবে যে তিনি আসবেন আমাদের নিতে!

নেপথ্যে বিনোদ। যোগেন—যোগেন— (প্রবেশ)

শান্তি। (স্বগত) কে?

বিনোদ। (স্বগত) ইনি—? ওঃ—যোগেনের শাশুড়ী ও তাঁদের আর

সব আস্‌বার কথা ছিল। ইনি বোধ হয় যোগেনের শালী হবেন।
(প্রকাশ্যে) যোগেন কি এখনো—~~[illegible]~~?

শান্তি। না, এখনো তিনি ফেরেন নি।

বিনোদ। ওঃ।

শান্তি। আপনি ~~[illegible]~~? বসুন। জামাইবাবুর আস্‌বার সময় হ'য়েছে। ~~[illegible]~~।

বিনোদ। ~~[illegible]~~। আপনি বুঝি যোগেনের স্ত্রীর বোন্!

শান্তি। হ্যাঁ। (সলজ্জভাবে সে অন্যদিকে মুখ ফিরাইল)

বিনোদ। আপনারা কি এখন কিছুদিন মাদুরায় থাকবেন্? (স্বগত) ~~[illegible] কোথাও দেখেছি কি~~?

শান্তি। না, আমরা শিগ্‌গীরই যাব। বাবার নিতে আসবার কথা আছে।

বিনোদ। আপনাদের বাড়ী বুঝি ক'লকাতায়? আপনার বাবা বুঝি সেখানে চাকরী করেন, তাই সঙ্গে আসতে পারেন নি?

শান্তি। বাবা তো চাকরী করেন না। তিনি উকীল।

বিনোদ। (চিন্তা করিয়া) উকীল! তাঁর নাম কি?

শান্তি। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ মৈত্র।

বিনোদ। (আগ্রহের স্বরে) কি কি ব'ল্লেন?

শান্তি। (বিস্ময়ের চ'ক্ষে বিনোদের মুখের প্রতি চাহিয়া) শ্রীযুক্ত রজনীনাথ মৈত্র।

বিনোদ। (এতক্ষণ শান্তির নিকট হইতে দূরে ছিল। শান্তির উত্তরে অন্তমনেই দুই এক-পা তাহার দিকে আগাইয়া গেল, তাহাকে ভাল করিয়া দেখিল, তাহার

পর মৃদু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত মৃদুস্বরে বলিল) আপনি রজনী বাবুর মেয়ে? (আগ্রহের স্বরে) কোন্ রজনীবাবু? হাইকোর্টের উকীল যিনি?

শান্তি। (বিস্মিত আনন্দে) আপনি আমার বাবাকে চেনেন! না কি? আপনার বাড়ী কি ক'ল্‌কাতায় gets back

বিনোদ। (থতমত খাইয়া) হ্যাঁ, না, তিনি হ্যাঁ—হ্যাঁ—নাম শুনেছি মাত্র, তেমন কিছু চিনি না। (চাপা নিঃশ্বাস ফেলিযা) তাহ'লে রজনীবাবুর বড় মেয়ে বুঝি যোগেনের স্ত্রী?

শান্তি। (লজ্জারক্তিম-গণ্ডে নিজের আঁচল মুখের কাছ পর্য্যন্ত তুলিয়া পুনরায় সে ভাব সাম্‌লাইয়া লইয়া) আমি তাঁর একই মেয়ে, যোগেন বাবুর স্ত্রী আমার মামাতো বোন। আমার একটি ছোট ভাই আছে, তার নাম সুকু, বোন নেই। আমি তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আপনি বসুন, যোগেন বাবু এক্‌খুনি আস্‌বেন। [প্রস্থান।

বিনোদ। Truth is stranger than fiction! কোথা থেকে কোথায় এসে প'ড়েছি,—বাংলা আর মাদুরা! কি ছিলাম আর কি হ'য়েছি! বিনোদ চৌধুরী—আর নীরদ রায়! আর কোথা থেকে সেই রজনীবাবুর মেয়ে শান্তি আজ এখানে—আমার সাম্‌নে! শান্তি—শান্তি! জীবনের অধ্যায় আমার ব'দ্‌লে গেছে। এই শান্তির জন্যই বিবাহ করিনি, বাপের অবাধ্য হ'য়েছিলাম, তার ফলে পিতৃ-পরিচয়হারা জন্মভূমির মায়া হ'তে বঞ্চিত, এই ঘৃণিত জীবনভার বহন ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছি—ভারতের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত, উল্কাপিণ্ডের মত অশান্তির আগুন এই বুকের মধ্যে নিয়ে,—যার উত্তাপের জ্বালা প্রকাশ ক'রে বল্‌বার আমার ভাষা নেই, সঙ্গী নেই, বন্ধু নেই! যাকে বিবাহ ক'রেছি, শত লাঞ্ছনা সহ্য ক'রেও

তার কাছেও একদিনও এ প্রাণের গোপন কথা ব'লতে সাহস করিনি—অসহায় অপরাধীর মত, মিথ্যাবাদী চোরের মত! ওঃ—কতদিন কতদিন আর এ দুর্ভর ভার বহন ক'রে বেঁচে থাকতে হবে?

(সুপ্রকাশের পুনঃ প্রবেশ) R

(স্বগত) এইটি বুঝি রজনী বাবুর ছেলে। (প্রকাশ্যে) তোমার নাম সুকু?

সুকু। নাম সুপ্রকাশ; সকলে কিন্তু ওই ব'লে ডাকেন।

বিনোদ। তোমরা এখানে আর কতদিন থাকবে?

সুকু। আমরা শিগ্‌গীর যাব। বাবা নিতে আসবেন।

বিনোদ। তোমরা তো বেশী দিন আসনি। এরি মধ্যে যাবে কেন?

সুকু। ~~আপনি বুঝি জানেন না?~~ আমাদের যেতেই হবে। দিদির যে বে,—এই মাসে। ~~বাবা লিখেছেন, তিনি আমাদের নিতে আসবেন।~~

বিনোদ। বিয়ে?

সুকু। হ্যাঁ।

বিনোদ। কোথায়?

সুকু। লক্ষ্মীপুরে।

বিনোদ। লক্ষ্মীপুরে? Interested

সুকু। হ্যাঁ—লক্ষ্মীপুরে।

বিনোদ। কাদের বাড়ী? কার সঙ্গে?

সুকু। (ভাবিয়া) জ্যাঠা মশায়ের বাড়ী, হেমবাবুর সঙ্গে। জ্যাঠাবাবুকে চেনেন না? ~~তাঁর বড় ছেলে বাড়ী নেই, গরুও জানেন না, তবু তিনি আমাদের জ্যাঠামশাই~~ দিদির তিনি ছেলে হন।

(শান্তির পুনঃ প্রবেশ)

শান্তি। (বিনোদের প্রতি) দিদি ব'ল্লেন, আপনি যেন চ'লে যাবেন না। এখানে চা খেয়ে যাবেন।

সুকু। এই দিদিকে জিজ্ঞাসা করুন। কেমন দিদি, জ্যাঠামশায় তোমার ছেলে হন্ না ?

শান্তি। (হাসিয়া) হ্যাঁ।

সুকু। আমি তাঁর নামও ; তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত চৌধুরী—

[বিনোদ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল]

উঠ্‌ছেন কেন ?

শান্তি। উঠ্‌বেন না। চায়ের জল গরম হ'চ্ছে।

সুকু। (নীরদের হাত ধরিয়া) বসুন, বসুন তবে, জানেন—হেমবাবু তাঁর ছেলে নয়। তাঁর ছেলে বিনোদবাবু যদি ফিরে আসতো, তা হ'লে হেমবাবুর সঙ্গে দিদির বে হ'তো না ; বিনোদবাবুর সঙ্গেই হো'ত। না দিদি ?

শান্তি। আপনি ওর কথা শুনবেন না—ওর মিছে কথা।

বিনোদ। (শান্তির মুখের দিকে চাহিল কোন কথা কহিল না)

সুকু। মিছে কথা ?—লুকোন হ'চ্ছে ? হেমবাবু জ্যাঠামশায়ের দত্তদের ছেলে, নয় দিদি ?

শান্তি। কি বোকা তুমি সুকু ! দত্তদের ছেলে কি ? দত্তক। বুঝেছেন, বিনোদবাবু বাপের কথা শোনেননি, তাঁর অবাধ্য হ'য়েছিলেন ব'লে, জ্যাঠামশায় তাঁকে বকেন, তিনি রাগ ক'রে চলে যান, তারপর নাকি রেলে কাটা পড়েন।

বিনোদ। (বিনোদ একান্ত মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল, শান্তির কথা শেষ হইলে অতর্কিত ভাবে তাহার মুখ হইতে বাহির হইল) বাঃ—চমৎকার!

শান্তি। (অবাক হইয়া বিনোদের মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিতকণ্ঠে) চমৎকার কি? একটা মানুষ রেলে কাটা গেল—চমৎকার—!

বিনোদ। বাপের অবাধ্য হ'য়েছিল, তার শাস্তি রেলে কাটা প'ড়েছে—চমৎকার নয়? (স্বগত) কে বলে ভগবান নেই? ভগবান —সত্যই আছেন! তিনি এম্‌নি ক'রেই বুঝি অবাধ্য পুত্রের শাস্তি দেন!

সুকু। জানেন—এই হেমবাবু বিনোদবাবুর চাইতেও সুন্দর দেখ্‌তে। ওঃ দিদির ভারী আনন্দ হ'চ্ছে, হেমবাবুর সঙ্গে বিয়ে হবে কি না!

শান্তি। (মুখ লাল হইয়া উঠিল) ছিঃ বুদ্ধি হ'চ্ছে কিনা! তুমি এসো—(বিনোদের প্রতি) যাবেন না, দিদি বড্ড রাগ ক'রবেন তা হ'লে। [সুকুকে লইয়া শান্তির প্রস্থান।

বিনোদ। বাবা পোষ্য নিয়েছেন! বিনোদও ম'রেছে! কাকেও দোষ দেবার নেই। দোষ আমার কৃতকর্ম্মের। ব্যর্থ জীবন, ব্যর্থ তার পরিণাম! দুর্ব্বল মানুষ এমনি ক'রেই বেঁচে থেকেও মরে, পুত্র বর্ত্তমানে পোষ্যপুত্রও হয়! একটা ভুল ক'রেছিলাম, তা থেকে কত ভুলের সৃষ্টিই হ'লো! বাবা পোষ্য নিয়েছেন, তাঁকে হয়তো ভুল বুঝিনি; কিন্তু শিবানী?—না, । আমি অপরাধী। কে যেন ব'ল্‌ছে আমি !—তার কাছে সত্যই অপরাধী!

[যোগেন প্রবেশ করিল, গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতে গাহিতে; সন্ধ্যার আবছায়ায় বিনোদকে দেখিয়া রহস্যভঙ্গীতে চমকাইয়া বিদ্রূপের স্বরে]

যোগেন। কি হে, ভূতের মত অন্ধকারে!

একটা আলোও দেয় নি বুঝি,—খুব যা হোক! বেয়ারা—বেয়ারা—! ঘরে টওলাচ্ছ নাকি? দাঁড়িয়ে কেন, বস্‌বার একটা চেয়ারও টেনে নিতে পারো নি বুঝি? আরে ব'সো ব'সো—কবে ফিরলে? বেয়ারা—বেয়ারা—!

বিনোদ। অন্ধকারেই ভালো, ব্যস্ত হ'যো না; ব'সছি।

যোগেন। মহা বিপদ এ দেশের চাকর নিয়ে। আলোটা নিজেই জেলে ফেলি। (নিজে আলো জ্বালিল—এবং চেয়ার টানিয়া বিনোদের সামনে বসিল) তাই তো, কবে এলে হে—আজ বুঝি? এ কি? মুখটা শুক্‌নো কেন—কোন অসুখ করে নি তো?

বিনোদ। না।

যোগেন। ছোট্ট না! বাসা থেকে চা খেয়ে বেরোওনি নিশ্চয়। একটু গরম চা পেটে প'ড়লেই—দাঁড়াও, আমি ধড়াচুড়ো ছেড়ে আসি। পালিও না যেন। [যোগেন্দ্রের প্রস্থান।

বিনোদ। ~~পাথার ভেতর আগুন জ্ব'লছে~~! যোগেন, তুমি তো জানো না, কি সে জ্বালা! জীবন্মৃতের জীবন,—গল্পে গড়া নয়, ভুক্তভোগী এই আমার মত! (চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, ঘরে দ্রুত খানিক পায়চারি করিল: পরে) লক্ষ্মীপুর—লক্ষ্মীপুর! মা, যদি তুমি বেঁচে থাক্‌তে, তাহ'লে আমার এ দশা হ'তো না, হো'ত না। আমি সত্যই অবাধ্য নই, অবাধ্য নই! তবু এই মাতৃহারা পুত্রের অভিমানাহত প্রাণের কথা বাবা, তুমি তো বুঝলে না! তুমি দূর হ'তে ব'লেছ, এ মুখ দেখ্‌বে না ব'লেছ; আমি এ মুখ দেখাব কেন? তাই বিনোদ ম'রেছে আর তার পরিত্যক্ত শব অধিকার ক'রেছে এই নীরদ রায়—অভিশপ্ত নীরদ রায়! (টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া বিনোদ কাঁদিতে লাগিল)

(যোগেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

যোগেন। (ধীরে ধীরে আসিয়া নীরদকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার মাথায় হাত দিল) কিহে, ঘুমিয়ে প'ড়েছ নাকি? ওঠো ওঠো, cheer up! আজ তোমায নূতন হাতের চা খাইয়ে চাঙ্গা ক'রে দিচ্ছি। [illegible], আমার গৃহিণীর ভগ্নী, আজকালকার যুগে তো অসভ্য ভাষা ব্যবহার কর্‌বার নিয়ম নেই, সেই মান্ধাতার আমলের শ্যালিকা শ্যালক, আমার পিস্‌ শাশুড়ীর সঙ্গে এখানে বেড়াতে এসেছে। শান্তিকে ব'লে এলাম, চা ক'রে আন্‌তে। এমন লক্ষ্মী মেযেব হাতেব চা, এই কিষ্কিন্ধের দেশে তোমার পক্ষে অমৃতের কাজ ক'ববে, তাতে আর সন্দেহ নেই।

বিনোদ। তুমি [illegible]; আমি আজ আর চা খাব না, আমি বরং আজ উঠি।

যোগেন। আরে তাও কি হয়? তোমার রকম কি বল তো? ভূতে পেয়েছে না কি? হঠাৎ এতটা গাম্ভীর্য্য? আমি যার বাড়ীর ভেতর ব'লে এলুম,—আমার শাশুড়ী ঠাকরুণ নিজের হাতে হিংএর কচুরী ক'চ্চেন, ওদিকে চায়ের কেট্‌লির জল টগ্‌বগ্‌ ক'রে ফুটে ওঠ্‌বার জন্য হাঁপাচ্ছে—আর তুমি অম্‌নি যাই! মাথা খারাপ!

[বিনোদ অনিচ্ছার সহিত বসিল]

(শান্তি চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিল)

এসো, (জনান্তিকে) সেই মিষ্টি সম্বোধনটা ক'র্‌বো না কি—'নতুন গিন্নী'?

শান্তি। (জনান্তিকে) যান, আপনি যেন কি! ও রকম ক'র্‌লে এই গরম চা এক্‌খুনি প'ড়ে যাবে কিন্তু।

যোগেন। (জনান্তিকে) না—না—ভয় নেই, রায়, [illegible] [illegible] (প্রকাশ্যে) Mr. Ray, তোমাকে এঁর সঙ্গে introduce ক'রে দিই। এঁরাই ক'লকাতা থেকে এসেছেন ; ইনি আমার—

বিনোদ। আমি ওঁর পরিচয় পেয়েছি। উনি রজনীবাবুর—

যোগেন। আরে—তোমাদের এরি মধ্যে জানাশুনো সব হ'য়ে গিয়েছে দেখছি। ও—ক'ল্‌কাতার মেয়ে কিনা, অতিথি সম্বর্দ্ধনা ওদের আর শেখাতে হয় না!

[শান্তি ইতিমধ্যে চা প্রভৃতি টেবিলের উপর রাখিয়াছে]

শান্তি, ইনি Mr. Ray—নীরদবাবু, আমার পরম বন্ধু ; [illegible], তোমার দিদি খুব ভালই জানেন,—এঁর ভালবাসায় আমরা ধন্য হ'য়ে আছি।

শান্তি। (শান্তির চা ঢালা হইল, বিনোদকে বলিল) Mr. Ray, দুধ-চিনি আপনি দিয়ে নেবেন,—না আমি দিয়ে দে'ব? যোগেনবাবু তো চা খান—দুধ-চিনির লোভে।

যোগেন। এই নতুন লোকের সাম্‌নে আমার বুঝি নিন্দে ক'চ্ছ? এই দুধ-চিনিতে উনিও বড় কম নন্‌, তুমি ঢালো না—মাপ দু'জনেরই সমান। উনিও চা খান না, গরম সরবৎ খান।

[শান্তি চায়ে দুধ-চিনি মিশাইয়া একটু হাসিল]

শান্তি। দাঁড়ান, আমি এক্ষনি আস্‌ছি। [ছুটিয়া চলিয়া গেল।]

যোগেন। বুঝেছ নীরদ! রজনীবাবুও এদের নিতে আস্‌ছেন শীগ্‌গীরই। এইবার রজনী বাবুর সঙ্গে আলাপ হ'লে বুঝ্‌তে পারবে—তিনি কেমন মানুষ ; এতদিনতো কেতাবেই তাঁর লেখা প'ড়েছ।

আমার ইচ্ছা নীরদ! রজনীবাবুর এই মেয়ের সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে দিই; আর কতদিন ভেসে ভেসে বেড়াবে? শান্তি কেমন সুশিক্ষিতা দেখ্‌ছো তো? ~~এঁরা এলে পর্য্যন্ত আমি তোমাকেই খুঁজছিলুম~~। গাইতেও জানে। কই হে—চায়ে চুমুক দাও। অনাদরে এমন গোলাপী আভা ঠাণ্ডায় ফ্যাকাসে হ'য়ে যাবে যে! ~~[illegible]~~! (হাসিয়া) ~~[illegible]~~

(কাঁচের প্লেটে হিংএর কচুরী লইয়া শান্তির পুনঃ প্রবেশ) R

শান্তি। দিদি ব'ল্লেন, আজকে বিস্কুট কি রুটি টোষ্ট্ দিয়ে চা নয়—এই হিংএর কচুরী দিয়ে।

যোগেন। তা বুঝেছি। স্ত্রীর ভগ্নীর হাতে আনা এমন গরম কচুরী পেলে আমরাও বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম মান্‌তে খুব রাজী; কে চায়—অহিন্দু টোষ্ট্ বিস্কুট।

শান্তি। (বিনোদের প্রতি) আপনি খান্ তো, ওঁর কথা শুন্‌তে গেলে আজ আর খাওয়া হবে না।

বিনোদ। (শান্তির মুখের দিকে চাহিল, এবং নিজের দুর্ব্বলতাকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়া বলিল—হ্যাঁ খাচ্ছি। বলিয়া চার কাপ লইয়া এক চুমুক খাইল)

শান্তি। কচুরী ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, আগে কচুরী খান, পরে চা খাবেন।

যোগেন। বুঝ্‌তে পাচ্ছ না শান্তি, চায়েতে মিষ্ট রস আছে—তাই আগে খাচ্চেন,—কচুরীতে মিষ্টি কই?

শান্তি। চায়ের সঙ্গে মিষ্টি চলে না কি আপনাদের এখানে?

যোগেন। আমি সন্দেশ, রসগোল্লা মিষ্টির কথা বলিনি,—চায়ের সঙ্গে খাবারও মিষ্টি আছে।

শান্তি। কি?

যোগেন। সঙ্গীত—কিশোরীর কণ্ঠে! কলকাতায় বাড়ী, তাও জানো না? তোমার কণ্ঠের মিষ্টি গান,—হারমোনিয়মটার কাছে ব'সে Mr. Rayকে একখানা শুনিয়ে দাও, দেখ—চায়ের সঙ্গে খাপ খায় কিনা!

শান্তি। (সলজ্জভাবে) আমি তো ভাল গাইতে জানি না।

যোগেন। আহা! মন্দই গাও।

[শান্তি ধীরে ধীরে হারমোনিয়মের টুলে বসিয়া গান গাহিতে আরম্ভ করিল]

গীত

আপন মনে খেলা ক'রে বেলা কেটে যায়,
কে যেন কোথা হ'তে ডাকে—ওরে আয়—ওরে আয়।
জানিনা সে কোথা থাকে, দেখিনা যে কোন ফাঁকে,
থেকে থেকে কেন ডাকে বোঝা নাহি যায়,
সে কোথায়—সে কোথায়!

যোগেন। কি হে, তোমার যে সব প'ড়ে রইল? না, ভাল কথা নয়, এ রকম তো তোমায় একদিনও দেখি নি! লুকিওনা, সত্যি বলো—তোমার কোন অসুখ করেনি তো?

বিনোদ। খেতে পারলুম না, চেষ্টা করেছিলুম, [illegible] (শান্তির প্রতি) আপনি আমায় মাপ ক'রবেন। আমার—মাথার—ওঃ সত্যই যোগেনবাবু—বড় যন্ত্রণা, আমি আজ যাই। (শান্তির প্রতি) আপনি আমায় মাপ করুন—কিছু মনে ক'রবেন না। (যোগেনের প্রতি) যোগেনবাবু, আমায় মাপ করো। [প্রস্থান।

যোগেন। কি অসুখ ক'রলে! ও তো ও রকম নয়! কিছু তো বুঝতে

পারলুম না। (শান্তির প্রতি) কেমন শান্তি—নীরদ বাবুটী কেমন বলতো? পছন্দ হয়!

শান্তি। যান্। [প্রস্থান।

যোগেন। যান্ নয়, দাঁড়াওনা, এই নীরদের সঙ্গেই তোমার বিয়ের সম্বন্ধ ক'চ্ছি। [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা—পথ

আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট

হেমেন্দ্র ও ফটিকচাঁদ

হেমেন্দ্র। রাস্তায় দাঁড়িয়ে কেন—চলো না। আমাদের বাসায় ব'সেই পরামর্শ ঠিক করা যাবে।

ফটিকচাঁদ। তোমাকে ভাই, একটু জোর ক'রে ধ'রতে হবে—চৌধুরী মশায়কে। দেখ', বিনোদের বে'তে হ'লোনা, এবার তোমার বে'তে যদি 'না' করেন, তা হ'লে আমরা একেবারে গেলুম। এই যে Village organisation—Village organisation ব'লে একটা ধুয়ো উঠেছে, তা পল্লীগ্রামে থিয়েটার করাটা কি একটা কম organigation? তুমি লেখাপড়া শিখেছ, তোমাকে কি আর বোঝাব বলো, এও একটা art তো বটে!

হেমেন্দ্র। মস্ত art, তাতে আর সন্দেহ আছে? মস্কো আর্ট থিয়েটার রাসিয়ায় যে কাজ ক'রেছে—

ফটিক। মস্কো—মস্কো! ওঃ বুকখানা দশ হাত ক'রে দিলে

হেমবাবু,—ইউনিভারসিটি এজুকেশনের গুণ! আমায় শিখিয়ে দিওতো ভাই, গোটাকতক বড় বড় actorএর নাম—জার্ম্মেনির—স্কাণ্ডানেভিয়ার—রাসিয়ার; আরে দূর দূর—বিলেতে আমেরিকায় শুনেছি এখন আর তেমন নামী actor বড় একটা নেই, কি বল হেম বাবু?

হেমেন্দ্র। হ্যাঁ, বড় বড় নাট্যকার, বড় বড় actor জার্ম্মাণী, রাসিয়া স্পেন্ এই সব দেশেই এখন জন্মাচ্চে বেশী।

ফটিক। দাঁড়াওনা, ক্যাটলগ্ দেখে ভাল ভাল নাম গোটাকতক মুখস্থ ক'রে নিতে হবে; যখন এই সব নাম নিয়ে বড় বড় বুলি ঝাড়্বো,—বাংলা থিয়েটারের উপর লোকের ঘৃণা জন্মে যাবে, না ভাই হেম বাবু? তুমি লেখাপড়া শিখছ, এই সব পাঁচ দেশের পাঁচখানা নাটক থেকে গুছিয়ে-গাছিয়ে পাঁচখানা বেমালুম original নাটক লিখবে, আর আমি নাচের পরিকল্পনা ক'রবো—"অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াই তোমারে"—আর তুমি সাজ্বে তার সব একচেটে হিরো। [illegible] —ব্যস্ [illegible] তার পর—গুটিপোকা পাক্তে পাক্তে যেমন প্রজাপতি হয়, আমরাও তেমনি লক্ষ্মীপুর Dramatic Clubএর গুটি না কেটে একেবারে ক'ল্কাতার Public Theatreএ গিয়ে

"প্রজাপতি উড়িয়ে দিলে তার রঙ্গিন ডানা দু'খানা"

(নৃত্য)

হেমেন্দ্র। তুমি অনেকদূর কল্পনা ক'চ্চ ফটিকবাবু!

ফটিক। ক'র্বো না?—অ্যামেচারে নিয়ে থিয়েটার—ছোঃ!

নেহাৎ পাঠশালে—তালপাতায় মক্স করার মত; কলেজী atmosphereএ actress না নিলে চলে ?

হেমেন্দ্র। ছিঃ ছিঃ! actress নিয়ে—বল কি ? যত সব—

ফটিক। জাতে তুলে নেবো—জাতে তুলে নেবো। এডুকেশন—খালি এডুকেশন! এডুকেশনের চরম বিকাশ—শুনেছি ও দেশে বলে,—

মুড়িকে করো মিছ্‌রি, আর মিছ্‌রিকে কর মুড়ি,
তার পর ব্যস—ক'সে হাঁকাও জুড়ি

উন্নতির যুগ, তোমরা যদি পথ না দেখাবে তো লেখাপড়া শিখ্‌লে কি ক'র্‌তে ভাই ?

হেমেন্দ্র। তুমি বাসায় এসো ভাই, তুমি বড় ভাবপ্রবণ—Sentimental! উচ্ছ্বাস এলে তোমার আর মাত্রা জ্ঞান থাকে না; বুঝ্‌ছ না—চেনা লোক যদি কেউ দেখে—মনে ক'র্‌বে কি!—একেই তো আমরা পাড়াগেঁয়ে—তার পর ৫টা বেজে গেছে,—রজনীবাবু এই পথ দিয়ে ফেরেন। কলেজ থেকে বেরিয়ে দেরী হ'য়েছে, পথে দেখ্‌লে রাগ ক'র্‌বেন।

ফটিক। গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি! এরই মধ্যে ভাবি শ্বশুরের ভয়! এঃ তাহলে দেখ্‌ছি, বে হ'লে আর তুমি আমাদের সঙ্গে কথাই কবে না! এই জন্যেই বলে, 'বড়র পীরিতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ'। গরীবের সঙ্গে বড় লোকের বন্ধুত্ব না করাই ভাল।

হেমেন্দ্র। না, না ভাই ফটিক, ও-কথা কেন মনে ক'র্‌ছ ? আমি বড় লোক কিসে বল ? গরীবই তো ছিলাম, জ্যাঠামশাইএর ছেলে চ'লে গেল, না তার কি হ'ল, তাইতে তিনি দয়া ক'রে—

আমার ভার নিয়েছেন বই তো নয়। তোমরা বড় লোক ব'লে আমি বড়ই ক্ষুণ্ণ হব। ছি ভাই ছি! এক গ্রামে বাড়ী আমাদের। আমি ব'লছিলাম—এ বয়স থেকে থিয়েটাব নিয়ে মাত্‌লে—এর পরে লেখাপড়া—

ফটিক। ওটাও তো লেখাপড়ার মধ্যেই, art! বই লেখা, act করা—আর্ট নয়?

হেমেন্দ্র। নিশ্চয, নিশ্চয়। তবে কি জান ভাই, জ্যাঠামশাই কি রজনীবাবু ওঁরা সব সেকেলে কিনা, ঠিক timeএর সঙ্গে যেতে পারেন না। ভয় পান, বুঝি আমরা থিয়েটার ক'র্‌লে ব'কে যাবো; ওঁরা জানেন না তো—আমাদের Strength of mind কতখানি?

ফটিক। Backward—Backward! —ওঁদের সব গরুর গাড়ীর যুগের আইডিয়া! এখন যে মোটরের যুগ,—এ আর বাঁশ বাখ্‌লার চাকা নয়, আযরন ষ্টীলের age, যেমন শক্ত তেম্‌নি Speed! তোমার বিয়ে হবে কি মাসে শুনেছ?

হেমেন্দ্র। শুনেছি, এই বোশেখেই। রজনীবাবুর মেযেরা সব changeএ গেছেন কিনা—মাদ্রাজ। রজনীবাবু শীগ্‌গীরই তঁদের আন্‌তে যাবেন; সব এসে প'ড়লেই দিনটিন পাকা হবে।

ফটিক। এবার আমরা মেল নিয়েই করি, ফিমেল নিয়ে ক'র্‌বো তোমার বিযেব পর। যখন কলেজও ছাড়্‌বে, আর পাকা হ'য়ে ব'সবে। এখনো বাপ-শ্বশুরকে একটু ভয় ক'র্‌তে হবে বই কি। সৎসাহস কি একদিনে হয়?

হেমেন্দ্র। তা চলো, আমাদের ওখানে চা-টা খেয়ে যাবে।

ফটিক। না, না, আমার এক যায়গায় একটা Engagement আছে।

হেমেন্দ্র। কোথায় হে ?

ফটিক। (একটু হাসিয়া) পরে ব'ল্‌বো,—ব'সে থাও, রকম পাবে! এখন ভাংচি না।

হেমেন্দ্র। আচ্ছা দেখা যাবে। [হেমেন্দ্রের প্রস্থান।

ফটিক। তোমার লেখাপড়ায় ঘুণ ধরাচ্ছি দাঁড়াও না। পুষ্যির আবার ধর্ম্মজ্ঞান—হাত্তোর! কত ঘুঘুকেই চরিয়ে এলুম (সুরে) —'তুমি তার কোথায় লাগ যাদুমণি'? (নৃত্য)
আহা! খেমটা হ'য়ে গেল যে! ছ্যাঃ—

(যোগেশের প্রবেশ)

যোগেশ। অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কচ্ছিলি যে, কতদূর হোল ?

ফটিক। তাড়া লাগিও না অমন ক'রে। অত বড় বিষয়ের মালিক! সহজে কি আর রাজী হয়? তবে হবে—হবে, লক্ষণ ভাল। 'আর্ট'-জ্ঞান হ'য়েছে—ঝোপ জ্ঞানও হবে! লক্ষ্মীপুরের Dramatic Club এবার জাঁক্‌লো!

যোগেশ। আমার ভয় উপ্‌নেটাকে; সেটার ভারি ধর্ম্মজ্ঞান! না ভাঙ্‌চি দেয়।

ফটিক। ফুঃ! [illegible] নেচে উড়িয়ে দেব—নেচে উড়িয়ে দেব!

যোগেশ। দেখ্, আমি শনিবারে দেশে যাব। আজ যাচ্ছি ফরাস ডাঙ্গায়। সারদাকে বলিস্, রবিবারে বাড়ী যাব, দেখা হবে ক্লাব-রুমে!

ফটিক। আচ্ছা, আচ্ছা। চল, একসঙ্গে তো ষ্টেশন পর্য্যন্ত যাওয়া যাক্।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

মাতুরা—যোগেনের ড্রয়িং রুম।

[শান্তি একখানা চেয়ারে বসিয়াছিল। মণিমালা হারমোনিয়াম বাজাইয়া গান গাহিতেছিল]

গীত

ভুলে গিয়ে যদি সুখী হও সখা, ভুলে থেকো, ভুলে থেকো,
মনে রেখে যদি সুখ পাও সখা, মনে রেখো মনে রেখো।
তোমার সুখের কামনায় ভরা এ হৃদয় মন প্রাণ,
তোমার সুখের লাগিয়া হাসিয়া তোমারে করিব দান;
যদি ফেলে দিতে চাও, ফেলে দিও, রাখিলে রাখিও সাথে,
যদি দূরে যেতে বল দূরে যাব, ফিরিবগো যদি ডাকো।

শান্তি। চমৎকার!

মণি। আর ভাই, তোরা চ'লে যাবি, আমারই দিন কাটানো ভার: হবে; কি ক'রে যে থাকবো!

শান্তি। আমারি কি ভাল লাগ্‌বে মণিদিদি? এখানে যে কি আনন্দেই ছিলুম।

(যোগেন্দ্রের প্রবেশ)

যোগেন। এই যে, তোমাদের মজ্‌লিস্ পুরো চ'ল্‌ছে। (মণিমালার প্রতি) দেখ, পিসে মশায় তো থাক্‌তে চান্‌না, ব'ল্‌ছেন আজ রাত্রের গাড়ীতেই যাবেন।

মণি। সে কি গো—আজই? এরা চ'লে গেলে থাক্‌বো কি ক'রে?

যোগেন। সেই ত? আমরা যে মতলব করেছিলাম, তাও যে কিছু হয় না।

মণি। কেন?

যোগেন। পিসে মশাই যে কথা কানেই তুলছেন না! সে হতভাগাটাও দেখনা, এখানে আস্‌ত, পিসে মশায় এসে পর্য্যন্ত আর এ বাড়ী মাড়ায় না। আমি একবার যাই, তাকে ধ'রে নিয়ে আসি। শেষ পর্য্যন্ত হাল তো ছাড়্‌বো না। তারপর যা হয়। [প্রস্থান।

মণি। (শান্তিকে) সত্যি ভাই শান্তি, তোরা চ'লে যাবি, আমার কেবল কান্না পাচ্ছে। এর চেয়ে এক না আসতিস্ সে ছিল ভাল।

শান্তি। তা তুমি আমাদের সঙ্গে চল না কেন মণিদিদি?

মণি। আমায় কি আর পাঠাবে এখন? তার চেয়ে তুই যদি মনে করিস—তোকে এখানে আটকে রাখ্‌তে পারি।

শান্তি। আমি কি মনে ক'রবো?

মণি। আচ্ছা সত্যি ক'রে বল্ দেখি, তুই নীরদকে তো দেখছিস্, তাকে ভালবাস্‌তে ইচ্ছে হয় কি না?

শান্তি। তোমার বুঝি হয়?

মণি। কেন, আমার ভালবাসার লোক নেই নাকি যে, আমি তোর নীরদকে ভালবাসতে যাব?

শান্তি। আমারই বা কি এমন ভালবাসার লোকের দুর্ভিক্ষ হ'য়েছে?

মণি। ~~সত্যি—সত্যি~~—তাই নাকি? ওমা তা তো জানতুম না? তোর আবার ভালবাসার লোক কিনি হ'য়েছেন, শুনি?

শান্তি। (হাসিয়া) কেন? বাবা, মা, খুকু, অনিল, তুমি, তোমার বর, তরু, নিরু, টেবি, মেণি, মোক্ষদা, হরিদাসী—

মণি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, পেঁচোর মা, বাগ্দীবুড়ী—ময়রাবুড়ো—

শান্তি। দূর! তুমি ময়রাবুড়োকে ভালবাসগে যাও, আমি তাকে চিনিইনে।

মণি। (হাসিয়া) পোড়ারমুখী যেন নেকী! আমি যেন সেই ভালবাসার কথাই ব'ল্‌ছি?

শান্তি। তবে কী ভালবাসা?

মণি। মরি! এত বই পড়েন আর এ কথাটা বোঝেন না? হ্যাঁরে, এইটে আমায় বিশ্বাস ক'র্‌তে বলিস্? সত্যি ক'রে বল্ দেখি, ভাই তাকে, তোর বিয়ে ক'রতে ইচ্ছে হয় কিনা?

শান্তি। যাও।

মণি। আচ্ছা, আমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি কর্।

শান্তি। তুমি বিশ্বাস না ক'রলে তো আমার ব'য়েই গেল। আমি যেন তোমায় মাথার দিব্যি দিয়ে বিশ্বাস ক'রতে ব'ল্‌ছি।

মণি। আচ্ছা, তবে আমি পিসিমাকে বলিগে, তুই নীরদবাবুকে বিয়ে ক'রতে চাস, তুই তাকে ভালবাসিস্, তা হ'লে পিসেমশায়কে ব'লে এখানেই তোকে চাকরীতে বাহাল ক'রে দিই।

শান্তি। (রাগ করিয়া একটু তীব্রভাবে বলিল) এ আবার কি তামাসা, মণিদি? ছি! ছি! মা তা হ'লে কি মনে ক'রবেন বল দেখি? ছি ছি তোমরা আজকাল কি-ই যে সব ব'ল্‌তে আরম্ভ ক'রেছ, আমি তো কিছুই বুঝতে পারি নে।

মণি। তা হ'লে আর আমরা চেষ্টা ক'রে মরি কেন? তুই যে এরি মধ্যে মনে মনে বাক্‌দত্তা হ'য়ে নিশ্চিন্দি আছিস্ তা জান্‌ব কেমন ক'রে? নীরদের সঙ্গে বে হ'লে এখানে ছুটীতে থাক্‌তাম্, আর—নীরদকেও তো দেখেছিস্, কেমন মানাত বল্ দেখি তার সঙ্গে?

তা হ্যাঁরে—তোর হেমবাবুটি দেখতে কেমন ভাই? নীরদের চাইতেও ভাল।

শান্তি। ~~ছিঃ তুলনা দিয়ে কথা কও কেন~~, আমি তাকে দেখেছি নাকি?

মণি। ওঃ—'এখনো তারে চোখে দেখিনি শুধু বাঁশী শুনেছি।'

গীত

জানিনা লো সখি, কে বাঁশী বাজায়,
কাননের পারে বুঝি সে থাকে হায়!
যত হরিণী বনে, বুঝি তাহারে চেনে,
ছোটে তাহারি পানে তারি সুরেরি মায়ায়!
শুনি তার সেই গান, পাখী তোলে কলগান,
তারি সুরেরি তালে, দোলে কুসুমের প্রাণ!
তারে দেখিনি চোখে, ছবি এঁকেছি বুকে,
শুধু তাহারি ধ্যানে সুখে দিন কেটে যায়!

~~শান্তি। তোমার গান যে আর কতদিন শুনতে পাব না মণিদিদি~~!

মণি। ওলো, ঐ পিসেমশায় আস্‌ছেন—~~তাইত?~~

[উভয়ের প্রস্থান।

(বসুমতী ও রজনীর প্রবেশ)

বসুমতী। সে কোন কাজের কথাই নয়, ও রকম কথা তো বাড়ীতে আইবুড়ো ছেলে মেয়ে থাক্‌লেই অমন হ'য়ে থাকে। তা ছাড়া লক্ষ্মী-পুরের ওঁরা বড়লোক সত্যি; কিন্তু সেখানে প'ড়লে তাঁরা তো আমার মেয়ে পাঠাবেন না? ছেলেও যে কেমন দাঁড়াবে তাই বা কে জানে! এ ছেলেটির সঙ্গে বে হ'লে মেয়ে আমার যে খুব সুখে থাক্‌বে—~~তাতে ভুল নেই কিন্তু~~।

রজনী। কি ক'রে জান্‌লে ?

বসু। নীরদ শান্তিকে খুব ভালবাসে।

রজনী। সংসারটা নাটকও নয়—নভেলও নয়! ভালবাসে! ঐ তোমাদের কেমন একটা আজকাল ধরণ হ'য়েছে। তোমাতে আমাতে যখন বে' হয় তখন আমিই বা কত উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিক হ'য়েছিলুম, আর তুমিই বা কতবার মূর্চ্ছা যেতে যেতে টাল খেয়েছিলে? তাতেও তো সুখে সংসার করা কোন দিক দিয়েই বাধেনি আমাদের। ওসব নভেলিয়ানা আমি ভাল বুঝিনে।

(যোগেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

যোগেন। না, তাকে কোথাও খুঁজে পেলুম না ; সে কোথাও গিয়ে থাক্‌বে। কি আশ্চর্য্য! আপনি আসা থেকে সে এ বাড়ী মাড়ায়নি কেন যে, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি ; অথচ এদিকে তাকে দেখ্‌লে মনে হয় যেন সে আপনারই হাতে গড়া, আর আপনাকে এত শ্রদ্ধা করে—যেন গুরুর মত।

রজনী। তার এ রকম লুকিয়ে থাক্‌বার কারণ কি ?

বসু। হয়তো লজ্জা—

যোগেন। পিসেমশায়, আপনি যে বড্ড তাড়াতাড়ি ক'চ্ছেন! আর দু'টো দিন যদি থেকে যেতে পারতেন, সে কোথায় কাজে গেছে,—এমন মাঝে মাঝে যায়, তাকে দেখ্‌লে আপনি কিছুতেই অপছন্দ ক'রতে পারতেন না। ~~এমন ছেলের জোড়া দেখিনি~~—

বসু। আমারও ইচ্ছে শান্তির সঙ্গে নীরদের বে হয়—

যোগেন। আমাদের সকলের ইচ্ছা পিসেমশায়!

রজনী। তা হয় না—যোগেন, ~~আমি আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিনি~~! আমি

শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কাছে যে ঋণে ঋণী তা শোধ হয় না, [illegible]! তিনি যখন দয়া ক'রে আমার মেয়েকে নিতে চেয়েছেন— আমার এত বড় সৌভাগ্য— ~~ঋণ পরিশোধের সামান্য চেষ্টা~~, এ সুযোগ পরিত্যাগ ক'রতে পারি না।

বসু। মেয়ের মুখ চেয়ে—?

রজনী। মেয়ের মুখ—ধর্ম্মের মুখ চেয়ে বড় নয় রজনীনাথের কাছে। ধর্ম্মের মুখ চেয়ে যদি কোন বিপদ ঘটে, হেম যদি সুপাত্র না-ই হয়, বুঝ্‌বো আমার অদৃষ্ট! আমাকে সহ্য ক'রতেই হবে, যোগেন, উপায় নেই, আমি কথা দিয়েছি। সর্ব্বস্ব গেলেও আমি কথা ফেরাতে পারবো না।

বসু। তোমার সব কথাতেই জেদ!

রজনী। তাই ভাব বটে! কিন্তু বসুমতি, এই জেদ ছিল ব'লেই শ্যামাকান্ত চৌধুরীর charity boy আমি, আজ দু' পয়সার মুখ দেখ্‌ছি, আজ তোমাদের changeএ পাঠাতে সামর্থ্য হ'য়েছে।

বসু। তা তুমি যা ভাল বোঝ। যোগেন, ওঁকে আর অনুরোধ ক'রে কাজ নেই বাবা!

[মাদুরাবাসী বিনোদের চাপরাসী আসিয়া যোগেন্দ্রকে একখানি চিঠি বাহির করিয়া বলিল]

চাপরাসী। সাহেব ব'লে গিয়েছিলেন দু' দিন পরে আপনাকে এই চিঠি দিতে।

যোগেন। (চিঠি হাতে লইয়া) তুমি যেতে পার।

(চাপরাসীর প্রস্থান)

যোগেন। (চিঠি পড়িয়া) কিছু তো বুঝতে পাচ্ছি না।

বন্ধু। ~~[illegible]~~ ? কার চিঠি ?

যোগেন। নীরদই লিখেছে।

~~বন্ধু। [illegible]~~ ?

রজনী। কি লিখ্‌ছে ~~[illegible]~~—private কিছু ?

যোগেন। (চিন্তিত হইয়া) ~~না—এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পাচ্ছি না~~ লিখেছে—'যোগেনবাবু, মাপ করো'; বিশেষ কারণ বশতঃ রজনী বাবুর সঙ্গে দেখা হ'লো না; তাঁকে সহস্র সহস্র নমস্কার জানিয়ে ব'লো—নানা মাসিক পত্রে তাঁর সুচিন্তিত প্রবন্ধ প'ড়ে, তাঁর আদর্শ অনুকরণ করবার চেষ্টা ক'রেছি, যদিও সাক্ষাৎ পরিচয়ের সৌভাগ্য তাঁর সঙ্গে হ'লো না। কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আমি দূরে দেশে গেলাম। ~~যদি ফিরতে পারি, আমাকে নূতন মানুষ দেখবে~~। আমার Iron safeএর চাবি বাইরের ড্রয়ারে আছে; ড্রয়ারের চাবি কোথায় লুকানো থাকে তুমি জানো, সেটা খুলে যে চিঠি পাবে, তার নির্দ্দেশ মত কাজ বন্ধুত্বের অনুরোধে ক'রবে এই আমার বিশ্বাস। নমস্কার। ইতি—

চির অভাগা—নীরদ

রজনী। তোমাদের কাছে তার কথা শুনে আমার আগেই মনে হ'য়েছিল—ছেলেটি খামখেয়ালি; ~~[illegible]~~ ?

বন্ধু। কি জানি বাপু—

যোগেন। আমি যাই, চট্ ক'রে দেখে আসি তার বাসায় কি লিখে রেখে গেছে। চিঠি তো আমার বড় ভাল লাগছে না।

[প্রস্থান।

রজনী। নাও হ'লো—তোমাদের ঘটকালী পর্ব্বের শেষ! এখন নাও, নিশ্চিন্ত হ'য়ে গুছিয়ে গাছিয়ে, রাত্রের ট্রেণে যেতে হবে—তার উদ্যোগ করগে।

বসু। এখানে যে কি কি কিন্‌বে ব'লেছিলে?

রজনী। ওঃ সেটি ভোলনি দেখ্‌ছি! আচ্ছা চল, দেখা যাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দাবন—সিদ্ধেশ্বরীর বাটী

বাহিরের উঠান

সিদ্ধেশ্বরী ও মাতঙ্গিনী

মাতঙ্গিনী। খোকা কেমন আছে দিদি?

সিদ্ধেশ্বরী। কাল্‌কের চেয়ে গায়ের তাপ একটু কম।

মাত। ও একটু সর্দ্দির জ্বর; তুমি ভয় পেয়ো না।

সিদ্ধে। মাতু, সমুদ্রে বাস, শিশিরে আর ভয় কি ব'ল্?

মাত। অদেষ্ট বোন্!

সিদ্ধে। তা আর একবার! কি পোড়া অদেষ্ট নিয়েই জন্মেছিলুম! যেমন মা'র কপাল—তেম্‌নি মেয়ের কপাল!

মাত। তুমি তো আর কারো পরামর্শ নিলে না, জামাইএর চেহারা দেখে ভাব্‌লে কোন্ না বড়লোক!

সিদ্ধে। আর হাড় জ্বালাস্ নে; তোরাই কোন 'না' ব'ল্লি?—তার পর

কি জানো—ও যায় যে হাঁড়ীতে চা'ল! মন্দটা কি ক'রেছিলুম বল? স্ব-ঘর—অমন রাজপুত্তুরের মত রূপ!

মাত। তা বটে—রাজপুত্তুর আর কাকে ব'লেছে!

সিদ্ধে। ঘর ক'র্‌তে গেলে কি আর দু'কথা হয় না বোন্! তারই ভালর জন্মই তো ব'লেছিলুম! তা পোড়া মেয়েটা, যখন রাগ ক'রে গেল—হাত ধ'রে কোন্ না টান্‌লি?

মাত। আজকালকার মেয়েদের তেজ যে বেশী দিদি!

সিদ্ধে। ঐ তেজ! আগুন লাগুক, তেজে আগুন লাগুক! ঝগড়া কি হয় না? দু'কথা ব'ল্‌তেও হয়—আবার পায়েও ধ'র্‌তে হয়।

মাত। ছেলেমানুষ! বুঝ্‌তে পারে নি। আমাদের কাছে তো ফোটে না,—শুনেছি—ওর সই ঐ রতনের মুখে। রতন বলে—'মাসি, অমন কান্না কারো দেখি নি'। পাঁচ জনে খোয়ার ক'র্‌তো, সেই জ্বালায় কিছু বলে নি।

সিদ্ধে। খোয়ার ক'র্‌বে না? দিগ্‌ড়ে ছোঁড়া—(ক্রন্দন স্বরে) গেলি—আমার বুকে এই শূল বসিয়ে রেখে! আমার এই একটা মেয়ে,—আমি কি পোড়া বুঝ্‌তে পেরেছিলুম শিবুর পেটে চার মাসের বেটা! সাধ হ'লো না—আহ্লাদ হ'লো না—

মাত। কেঁদো না বোন—আর কেঁদো না—

সিদ্ধে। কাঁদবো না? বলিস্ কিলো! এমন সোনার চাঁদ ছেলে হ'লো—বাপের মুখ দেখলে না! থাকৃতে অনাথ—! মুখে আগুন—মুখে আগুন বিধাতা পুরুষের,—মার্কণ্ডের পেরমাই দিয়ে রেখেছে আমায়, এই সব জ্বালা সইতে!

মাত। আর তাও বলি দিদি, সেই বা কেমনতর বেটাছেলে? বিয়ে

ক'র্লি, তা এই ক'বছর গেছিস, তা কি একখানা চিঠি লিখে খবর নিতে নেই!

সিদ্ধে। দামাল ছেলে—হামা টেনে বাড়ী চ'ষে বেড়ায়, আজ পাঁচ দিন একেজ্বরী,—আমাতে কি আর আমি আছি মাতু! আমার অমূল্য ধন,—আহা বাপের চেহারাটী যেন বসিয়ে রেখেছে!

মাত। শিবু গেল কোথায়?

সিদ্ধে। খোকাকে একটু দুদ গরম ক'রে খাওয়াচ্চে; কাল রাতে কেবল চমকে চম্‌কে উঠেছে,—আমি আজ সকালে একটু জলপড়া এনে দিনু, বাসি মুখে সেইটুকুন খাইয়ে শিবুকে ব'ল্লুম—এবার একটু দুদ গরম ক'রে খাওয়া বাছা!

মাত। যাই দিদি, খোকাকে একবার দেখে আসি।

সিদ্ধে। যা! আর দেখিস তো বোন, ব'লে ক'য়ে মেয়েটাকে যদি কিছু খাওয়াতে পারিস! খোকার গা গরম হওয়া থেকে মেয়েটাও ভাল ক'রে খায় না, হারামজাদা মেয়ে বোঝে না যে, পিত্তি প'ড়ে তোর একখানা হ'লে, প্রাণ যাবে যে এই সিধু বাম্‌ণীর! নে নে ক'রে নে, যে ক'দিন পারিস! এর পরে বুঝ্‌বি। যাই, আমিও একবার ঘুরে আসি-ভাই, ঐ হুমো ডাক্তারের বাড়ী থেকে। সেও এই ছেলেদের বিলিতি জলপড়া দেয় কি না, তার জলপড়ার গুণ আছে।

[মাতু শিবাণীর সহিত দেখা করিতে যাইবার জন্য উঠিল এবং সিদ্ধেশ্বরী ডাক্তারবাড়ী যাইবার জন্য উঠিল]

নেপথ্যে ডাকপিওন। চিট্টি হ্যায়।

মাত। দিদি, ডাক-হরকরা বুঝি চিঠি নিয়ে এলো।

সিদ্ধে। বাড়ী ভুল ক'রেছে ; আমার আবার কে যম আছে যে চিঠি দেবে ?

নেপথ্যে। চিট্টি হ্যায়—রেজষ্টরী। শিবানী দেবী—

মাত। ওগো—এই বাড়ীরই যে! শিবির নাম ক'ল্লে না ?

সিদ্ধে। তা বাইরে ম'র্‌ছে কেন চেঁচিয়ে—ভেতরে আসুক না।

মাত। ওগো—ভেতরে এসো।

(ডাক-হরকরার প্রবেশ)

ডাক-পিয়ন। চিঠি আছে মা, রেজিষ্টরী—শিবানী দেবী পাইবন। হাজার টাকা ইনসিওর!

মাত। ওগো, বুঝি তোমার জামাইয়ের চিঠি!

সিদ্ধে। জয় গোবিনজী! তোর মুখে ফুল-চন্নন পড়ুক মাতু,—ওলো শিবি—ও শিবি—

নেপথ্যে শিবানী। কেন মা!

মাত। (পিয়নের প্রতি) কে পাঠিয়েছে বাছা ?

পিয়ন। নীরদ রায়।

সিদ্ধে। এঁ্যা—আমার নীরদ ? ওলো ও শিবি—পায়ে বাত ধ'রেছে না কি আমার মতন! ওলো আয় আয়—জামাই টাকা পাঠিয়েছে রে—আয়!

(শিবানীর প্রবেশ)

শিবানী। কি মা ?

সিদ্ধে। ওরে, রেজিষ্টারী ক'রে টাকা পাঠিয়েছে নীরদ। (পিয়নের প্রতি) বল' না বাছা!

পিয়ন। হাঁ মায়ি, দোয়াত আনেন। কোলম আমার কাছে আছে, সহি করিয়ে লিতে হোবে।

শিবানী। ও মা, দোয়াত কোথায় পাবো? আর যে—কালী কলম নেই!

মাত। দাঁড়া দাঁড়া, আমি তোর সই রতনের বাড়ী থেকে আন্‌চি।

[প্রস্থান।

পিয়ন। আনেন মা, আনেন, একটু তুরন্ত আনেন। এই নেন্ মা, চিঠি, এইখানে সই ক'র্‌তে হবে। এই যে—পিন্‌সিলে দাগ দেওয়া।

শিবানী। (চিঠি লইয়া স্বগত) তাঁর হাতের লেখা! আজ কার মুখ দেখে উঠেছিলুম,—এতদিনে কি মনে প'ড়্‌লো! (শিবানীর চোখ জলে ভরিয়া উঠিল)

(দোয়াত লইয়া মাতঙ্গিনী এবং তার সঙ্গে রতনমণির প্রবেশ)

রতন। হ্যাঁলা সই, চিঠি এসেছে নাকি নীরদের?

[শিবানী চক্ষের জল রোধ করিবার জন্য নিম্ন অধরোষ্ঠ দাঁতে চাপিয়া রতনের দিকে চাহিল মাত্র। তাহার দৃষ্টিতে প্রকাশ পাইল 'হাঁ'। শিবানী দোয়াত কলম লইয়া সই করিতে লাগিল, তাহার হাত কাঁপিতেছে]

পিয়ন। ধরিয়ে লিখেন মা, হাজার রোপেয়ার ইনসিওর, আমার বখসিস্‌টা ইয়াদ রাখ্‌বেন।

শিবানী। (সহি করিয়া দিল এবং খাম ছিঁড়িতেই হাজার টাকার নোট একখানি মাটিতে পড়িয়া গেল। শিবানী চিঠি পড়িতে লাগিল এবং ক'এক লাইন পড়িয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল) মা—মা—ওমা—আমার কি হ'লো মা!

(মূর্চ্ছিতা হইল)

সিদ্ধে-মাত-রতন। ওমা কি খবর গো? কি খবর গো!—

রতন। (রতন তাড়াতাড়ি শিবানীর মাথা কোলে তুলিয়া) সই—সই! ওগো, দাঁতি লেগে গেছে যে!

মাত। চিঠিখানায় কি লিখেছে—পড়্, রতন—পড়্!—

[রতন চিঠি পড়িতে লাগিল—

সঙ্গে সঙ্গে পর্দ্দা পড়িল]

শিবানি,

বিধাতার অলঙ্ঘ্য লিপি—মানুষের সাধ্য কি—যে খণ্ডন করে! একদিন আস্‌বার সময় ব'লে এসেছিলাম—"মনে করো, তুমি বিধবা।" আজ বুঝি সে অভিশাপ ফ'ল্‌তে চ'ল্লো! মৃত্যুশয্যায় শুয়ে তোমাকে এই চিঠি লিখ্‌ছি; যে ভুলের বশীভূত হ'য়ে নিজের উপর অত্যাচার ক'রেছি—তোমার উপর অত্যাচার ক'রেছি, সেই ভুলের সংশোধন ক'র্‌তে যখন ছুটে বেরোলাম—তোমার কাছে পৌঁছবো ব'লে,—পথের মাঝে ভীষণ কলেরায় একটা হাঁসপাতালের আশ্রয় নিতে হ'লো। এ চিঠি নিজে লিখ্‌ছি না, চিঠি লিখ্‌ছেন একজন অপরিচিত বৃদ্ধ, এঁকে চিনি না; কিন্তু ইনি বিধাতা-প্রেরিত আমার বন্ধু তাতে সন্দেহ নেই। আমার বাঁচবার কোন আশা নেই; এ চিঠি যখন পৌঁছবে, জেনো—তার বহু পূর্ব্বে আমি ম'রে জুড়ুবো। এই চিঠির সঙ্গে সামান্য ক'টা টাকা, যা আমার সঙ্গে ছিল, নিতে ঘৃণা ক'রো না। ক্ষমা—শিবানি—ক্ষমা—মৃত্যুপথযাত্রীর শেষ ভিক্ষা—ক্ষমা!

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্তের অন্দর

শ্যামাকান্ত ও বৈকুণ্ঠ

শ্যামাকান্ত। বৈকুণ্ঠ, তুমিও চলো।

বৈকুণ্ঠ। আমার যাবার বাধা কি? তুমি ব'ল্লে 'না' ব'ল্‌তে পার্‌বো না, —হাজার কাজই থাক্। কিন্তু—তোমার?

শ্যামা। আমার আবার কিন্তু কি? অনেক 'কিন্তু' এ বয়েস পর্য্যন্ত ক'রেছি, কিন্তু আর নয়। তুমি না গেলেও আমি যাবই।

বৈকুণ্ঠ। এ তোমার মত বিষয়ী লোকের কথা হ'লো না শ্যামাকান্ত, কিছু মনে ক'রো না, অপ্রিয় সত্য ব'ল্‌ছি ব'লে। এ সময়ে তুমি যদি হাল ছেড়ে চ'লে যাও, নৌকো ডুব্‌বে।

শ্যামা। ডুব্‌তে কি বাকী আছে ভাই! ক'বছর হ'লো হেমের বিয়ে হ'য়েছে?

বৈকুণ্ঠ। তা দু'বছরের উপর।

শ্যামা। এই অল্প সময়ের মধ্যে কত খানি তার পরিবর্ত্তন হ'য়েছে, তা কি সব লক্ষ্য ক'রেছ?

বৈকুণ্ঠ। গ্রামের ইতর ভদ্র কারো চোখ এড়ায় নি;—আমি আর লক্ষ্য করি নি!

শ্যামা। দু'বছরের মধ্যে কলেজ ছেড়েছে। আমি ডাক্‌লে কাছে আসে, কিন্তু মুখ তুলে কথা কইতে পারে না। গ্রামে থিয়েটারের

দল বসিয়েছে, বিনোদ একখানা পুরোন গাড়ী মেরামত ক'রেছিল, তাকে কত না—ব'কেছিলুম—অমিতব্যয়ী ব'লে ; এখন আস্তাবলে ক'টা ঘোড়া জান ? বাগানবাড়ী মেরামতের হুকুম হ'য়েছে দেওয়ানের উপর। আরও হাল ধ'র্‌তে বল ?

বৈকুণ্ঠ। কিন্তু—তুমি চ'লে গেলে এই বাড়ীতেই যে ভূতের নৃত্য হবে।

শ্যামা। ~~পথ তো সেই হতভাগাই প্রস্তুত ক'রে গেছে~~—হবে না ? আমার দোষ ? বৈকুণ্ঠ, হেম যদি শুধু অপব্যয়ী হ'তো, যদি আমার অবাধ্যও হ'তো, তাতেও আমি ভ্রূক্ষেপ ক'র্‌তেম না ; কিন্তু ইদানিং সে কি করে জানো ?—

বৈকুণ্ঠ। কি করে ? ~~মদ ধ'রেছে না কি~~ ?

শ্যামা। যদি নাও ধ'রে থাকে, যে কুসংসর্গে মিশেছে, ধ'র্‌তে বেশী দেরী হবে না। সে জন্যও আমি বলি নে—কুলাঙ্গার আমার শান্তির উপর অত্যাচার আরম্ভ ক'রেছে।

বৈকুণ্ঠ। সে কি ?

শ্যামা। হ্যাঁ, তার ব্যবহারে, তার অনাদরে মা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্চেন। ~~মুখে সে হাসি নেই, সে চাঞ্চল্য নেই—সে লাবণ্য নেই! [illegible]~~—বৈকুণ্ঠ, আমি এ বাড়ীতে ব'সে আর সহ্য ক'র্‌তে পাচ্চি নে। তোমরা কেউ না যাও, আমি একা মাকে নিয়ে পালাব।

বৈকুণ্ঠ। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) হুঁ !—

শ্যামা। দুঃখ ক'র্‌লে কি হবে ? এর জন্য আমিই দায়ী। আমি জোর ক'রে রজনীর কাছ থেকে কেড়ে এনেছিলাম, আমার শান্তি মাকে, লক্ষ্মীপুরের শূন্য সিংহাসনে লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা ক'র্‌বো বলে! পুত্রশোকের জ্বালা—বিনোদের মত পুত্রশোকের জ্বালা ভুলতে

গিয়েছিলাম—মার হাস্যবদন খানি দিন-রাত দেখবো ব'লে ! যা'র সেই মুখ মলিন, তার সেই চোখে জল,—এ যে আমার বিনোদের শোককে দিবারাত্র মনে ক'রিয়ে দিচ্চে ! আমি মাকে নিয়ে পালাব বৈকুণ্ঠ, এ অনাদরের গ্লানির মধ্যে তাকে রেখে আমার শান্তি নেই—শান্তি নেই !

বকুণ্ঠ। একবার রজনীবাবুকে ডেকে, পরামর্শ ক'রে শেষ চেষ্টা ক'র্‌লে হ'ত না ?

শ্যামা। যে ভুল নিজে ক'রেছি, তার সংশোধন নিজেই ক'র্‌বো। সে শান্তির বাপ, তার কাছে সব কথা ভাঙ্‌তে আমার সাহস হয় না। সে বুদ্ধিমান, তার কি বুঝ্‌তে কিছু বাকী আছে—মনে করো ? সে রইলো, হেম রইলো, যা পারে করুক। আমি—আমি ? ভেঙ্গে গেছে, ভেঙ্গে গেছে ভাই, এই বুকখানা ভেঙ্গে গেছে ! আর নয়।

বৈকুণ্ঠ। উপস্থিত কোথায় যাবে মনে ক'রেছ ?

শ্যামা। যেখানে হোক—দূর তীর্থে।

বৈকুণ্ঠ। হেমকেও সঙ্গে নাও না।

শ্যামা। ~~সেটা আমার ইচ্ছা বটে~~! সে যাবে তবে তো তাকে নিয়ে যাব ?

বৈকুণ্ঠ। তুমি তাকে ব'লেছ ?

শ্যামা। না, বলি নি, ব'ল্‌বোও না। যদি অবাধ্য হয়,—এ যে পোষ্যপুত্র ! বিনোদ হ'লে ব'লতাম—সে অবাধ্য হ'লে তাকে তিরস্কার ক'র্‌তাম, তাকে রাগ ক'রে ব'ল্‌তাম—'তোর মুখ আর দেখ্‌বো না', কিন্তু ভাই, এ তো বিনোদ নয়, এ যে হেম ; এ তো পুত্র নয়—এ যে পোষ্য ! পোষ্যপুত্র তো আর ত্যজ্য পুত্র হয় না !

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। জ্যাঠা ম’শায়!

শ্যামা। কি মা!

শান্তি। আমরা তীর্থে যাব শুনে এ বাড়ীর কেউ যে আর এখানে থাকতে চান্ না; সবাই আমাদের সঙ্গে তীর্থে যেতে চাচ্ছেন। পিসীমা, মাসীমা, রাঙ্গা ঠান্ দিদি, বসন্তপুরের কাকীমা ভাঁড়ারের মামীমা,—সব্বাই—

শ্যামা। তা আমায় ব’ল্‌ছ কেন মা?—

শান্তি। তাঁরা যে সব ব’ল্‌তে পাঠালেন—আপনার কাছে;—আপনার মত জিজ্ঞাসা ক’র্‌তে।

শ্যামা। আমার এমন মা থাক্‌তে আমার আবার মত! আমি কি এমন অবাধ্য ছেলে যে, মা থাকুতে নিজের মতে কাজ ক’র্‌বো? তোমার যাকে যাকে ইচ্ছা, সঙ্গে নাও।

[শান্তি লজ্জিত হইয়া মুখ নত করিল]

হ্যাঁ, তোমার আর একটী ছেলেকে দোসর হ’তে ব’ল্‌ছি মা! এই তোমার পুরুত কাকাকে। কি বল?

শান্তি। কাকা, আপনিও যাবেন? বেশ হবে—বেশ হবে তাহ’লে। তা’হলে কাকীমাকেও নিয়ে চলুন না, আমি তাঁকে খবর পাঠাই।

বৈকুণ্ঠ। রক্ষা করো মা, একে মন্‌সা তায় ধুনোর গন্ধ, তারপর তুমি খবর পাঠালে আমাকে সকলের আগেই দেশ ছাড়তে হবে। তাঁকে আর কাজ নেই, আমি একাই যাব। যে শুচিবাই তাঁর! (উঠিয়া) তাহ’লে শ্যামাকান্ত, গোছগাছ ক’র্‌বো না কি?

শ্যামা। শুন্‌লেই তো—মায়ের হুকুম।

বৈকুণ্ঠ। তবে কবে যাত্রা ক'র্‌বে ?

শ্যামা। তুমিই একটা দিন দেখে দাও।

শান্তি। কাকাবাবু, উঠ্‌লেন না কি ?

বৈকুণ্ঠ। হ্যাঁ মা, অনেকক্ষণ এসেছি, যাই। তোমার শ্বশুরের খেয়াল যখন, যেতেই হবে,—তার গোছগাছ ক'রতে হবে তো! সংসারের বিলিবন্দেজ!

শান্তি। (প্রণাম করিল)

বৈকুণ্ঠ। এসো মা এসো, এস লক্ষ্মী মা! কল্যাণময়ী মা!

শ্যামা। বৈকুণ্ঠ, চলো, আমিও বিপিনকে বলি, আজ থেকেই সব ব্যবস্থা ক'র্‌তে আরম্ভ করুক। [উভয়ের প্রস্থান।

শান্তি। জ্যাঠা ম'শায় দিন দিন যেন কচি ছেলেটী হ'চ্ছেন। বাড়ী শুদ্ধ সব্বাই তো যাবেন জ্যাঠা ম'শায় ব'ল্লেন। কত দেশ বেড়াবো—কত তীর্থে বেড়াব;—কিন্তু—ওরা কি যাবে না ? কেন যাবে না ? গেলে দোষ কি ? (দরজার দিকে দেখিয়া) ও মা, এই যে এসে প'ড়্‌লেন!

(হেমেন্দ্রের প্রবেশ)

হেমেন্দ্র। এ আবার কি হুজুগ উঠেছে—তোমরা না কি সব তীর্থে যাবে ?

শান্তি। জ্যাঠাম'শায় যাবেন ব'লছেন।

হেমেন্দ্র। জ্যাঠাম'শায় তো যাবেন;—তুমিও না কি যাচ্ছ ?

শান্তি। হ্যাঁ।

হেমেন্দ্র। ওঃ। তা নিজে ইচ্ছে ক'রে যাচ্ছ, না নিয়ে যাচ্ছেন ব'লে যাচ্ছ ?

শান্তি। (মৃদু হাসিয়া) তা কি জানি ?

হেমেন্দ্র। তুমি জানবে না, তবে কি সেটা তোমার হ'য়ে জানবো আমি ?

শান্তি। তুমিও কেন চলো না। জ্যাঠা ম'শায়ের খুব ইচ্ছে—তুমি যাও। আমি তোমায় বলবার অবকাশ পাই নি, তুমি তো দু'দিন বাইরের বৈঠকখানায় র'য়েছ।

হেমেন্দ্র। বাইরে থাকবো না তো তোমার আঁচল ধ'রে থাকতে হবে না কি ?

শান্তি। (শান্তি ইহা রহস্য না বিদ্রূপ বুঝিল না, তবু লজ্জায় ঘাড় হেঁট করিয়া বলিল) জ্যাঠা ম'শায় তোমায় কিছু ব'লেছেন ?

হেমেন্দ্র। (বিস্মিত ভাবে) আমায় ? ~~আমায় তিনি ম'মুতে যাবেন~~ কেন ? আমার কি এরই মধ্যে তীর্থে যাবার বয়েস হ'য়েছে না কি ? না তিনি ব'ল্লেই আমি অম্‌নি সুড়্‌সুড়্‌ ক'রে তাঁর সঙ্গে যাচ্চি !

শান্তি। গেলে খুব ভাল হ'তো।

হেমেন্দ্র। ভালটা যে কোথায় হ'তো, তা তো কিছু বুঝতে পাচ্ছি নি আর আমারও কিছু বানপ্রস্থের সময় হয় নি যে, এখানকার স্ফূর্ত্তি ছেড়ে বিদেশে গিয়ে টো টো ক'রে ঘুরে ম'রবো !

শান্তি। দিন কতকের জন্য বই তো নয় ? ওঁর সাধ হ'য়েছে, আমরা গেলে উনি যদি ভাল থাকেন—

হেমেন্দ্র। ~~ওঁর ভাল উনি বুঝুন গে ! আমার ভালো আর কারো বুঝে কাজ নেই~~। ওঁরা বুড়ো হ'য়েছেন—তীর্থ ক'রতে যাচ্ছেন—ভাল কথা ;—তার মধ্যে আবার তোমাকে আমাকে নিয়ে টানাটানি কেন ? তোমারও ভীমরথি হয়নি, আমারও বাহাত্তুরে হয়নি !

শান্তি। (সবিস্ময়ে হেমেন্দ্রের প্রতি চাহিয়া) ওমা! ও কি কথা ?

হেমেন্দ্র। মন্দ যে কোন্ খানে—তা তো বুঝ্‌তে পাচ্ছি নে, আর তোমারই বা যাবার দরকার কি—টং টং ক'রে ঘু'র্‌তে ? তোমার গিয়ে কাজ নেই।

শান্তি। তাও কি হয়—জ্যাঠামশায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন! কি ক'রে ব'ল্‌বো—আমি যাব না ?

হেমেন্দ্র। ~~ওরা~~—না ব'ল্লে তো আমার বড় ব'য়েই গেল! ~~ভুগ্‌চে মিলেই,—আমার কি—আমি দিব্যি আরামে থাক্‌বো এখানে।~~ আমার কথা যদি ওঠে, ব'লো—আমি যেতে-টেতে পার্‌বো না। আমাদের নূতন বই রিহারস্থালে প'ড়েছে—আমি তাই ফেলে ঐ আকাট মুখ্যু বৈকুণ্ঠ ভট্টচায্যি, এক পাল মাগী আর রাজ্যের মোট-ঘাট গাঁট্‌রী—এই নিয়ে পশ্চিমের ধূলো খেয়ে বেড়াই। আর তুমিও ঐ সব কুসংসর্গে প'ড়ে এই বয়েস থেকে শিখ্‌ছো যত সব বুড়োমো! বল্লুম, একটা মেম গভর্নেস রেখে দি, একটু up to date হও, তা নয়—চ'ল্লে তীর্থ ক'রতে ?

শান্তি। মেমের কাছে শিখ্‌বো কি—বাঙ্গালীর মেয়ে—~~একরাশ টাকা খরচ ক'রে~~ ?

হেমেন্দ্র। মাথা খেলে ঐ সেকেলে তেরস্পর্শে! বৈকুণ্ঠ ভট্‌চায, তোমার বাবা আর আমার জ্যাঠামশায় মিলে! সেলাইএর কল কিনে দিলুম, তা হ'লো না—ঘোরাতে লাগ্‌লেন চর্‌কা—ঘোঁ ঘোঁ শব্দে মাথা ধ'রে যায়! যত সব অসভ্য কাণ্ড!

[হেমেন্দ্রের এই মন্তব্য শুনিয়া শান্তির চোখ ছল ছল করিয়া আসিল]

চোখ ছল ছল ক'রে এলো যে ? আহা! তুমি যদি তেমনটী

হ'তে, ঐ তাকিয়া—(বলিয়া জিভ কাটিল) "আহা প্রিয়ে, এ কি দেখি বসন্তে বরিষা !" নাঃ—মনের সাধ মনেই রইলো ! তোমাদের যা খুসী করো—আমি ওতে নেই। (যাইতে যাইতে পুনরায় ফিরিয়া) দেখ, আজ সারদা, ফটিক, উপেন, নন্দ এইখানেই খাবে, বাইরে তাদের খাবার পাঠিয়ে দিও

[প্রস্থান।

[শান্তি কোন কথা কহিল না, হেমেন্দ্র যেদিকে চলিয়া গেল, সেদিকে নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

হেমেন্দ্রের পল্লী বাগান-বাড়ী

সারদা, নন্দলাল, যোগেশ ও ক্লাবের সভ্যগণ

সারদা। ফ'টুকেটা ক'স্‌লে কি বল' দেখি ? ডোবাবে না কি ?

নন্দলাল। তোমরা হেমেন্দ্রকে ডোবাচ্ছ, সে না হয় আমাদের ডোবাবে।

যোগেশ। তোর চ্যাটাং চ্যাটাং কথা রাখ্ নন্দা ! আমাদের কেবল ডোবাতেই দেখিস্।

নন্দ। আর বাবা, ডোবান কাকে বলে ? কলেজ দিলে ঘুরিয়ে, জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে করালে ফারখৎ, স্ত্রীকে চালান দিলে তীর্থে, শ্বশুরকে দেখালে রম্ভা ! ছোঁড়া একট্রেস ফক্‌রে ভাকরার বদলে আনাচ্ছ ক'লকাতা থেকে তাকিয়া হরি ! বাবা, মাক পর্য্যন্ত

ডুবিয়েছ যে ? এর পর দু'গেলাস ধরাতে পারলেই ব্যস্ !—চৌধুরীর ভিটেয় আর কাক-চিল নয়, দু'দিন পরে খালি শুনবে আওয়াজ হ'চ্ছে—ঘু-ঘু-ঘু ! ওঃ দু'বছরের মধ্যে হেমেন্দ্র কি প্রমোসন-টাই পেলে। একেবারে ট্রিপল্ এম, এ, উইথ অনারস !

(ব্যস্তভাবে ফটিকচাঁদের প্রবেশ)

ফটিক। ওহে, সব ভাল হ'য়ে ব'সো, ভাল হ'য়ে ব'সো। বেলেল্লাগিরি ক'রো না, পাড়াগেঁয়ে জংলী ব'লে যেন ঠাট্টা না করে।

যোগেশ। আস্‌ছে না কি—আসছে না কি ?

ফটিক। হ্যাঁ হ্যাঁ—এলো ব'লে। ফটকে নামিয়ে আমি ছুটে এলুম, তোমাদের সাবধান ক'রতে,—বাগানে ঢুকেছে

[ফটিকের ব্যস্তভাবে প্রস্থান ।

নন্দ। তোমায় আর সাবধান ক'রতে হবে না। তারাও জানে—পাড়াগাঁয়ের জঙ্গলেই তাদের শীকার জাওয়ান থাকে। আহা ! এমন নিরীহ বধ্য আর কোথায় পাবে বল ?

(ফটিকচাঁদের সহিত হরিমতির প্রবেশ)

ফটিক। আসুন — আ-সু-ন —

হরিমতি। (বয়স অপেক্ষা বালিকার ভাব, সহাস্য মুখ, কতকগুলি লাল ফুল হাতে করিয়া) বাঃ ফটিকবাবু, আপনাদের বাগানে কি ফুলই ফোটে !—আমি তো লোভ সাম্‌লাতে পারলুম না,—এই দেখুন,—তুলেছি কতগুলো ! দেখ্‌বেন—যেন চোর ব'লে আবার পুলিসে ধরিয়ে দেবেন না।

সারদা প্রভৃতি। (সকলে উঠিয়া) আসুন—আসুন—

হরিমতি। (জুতা খুলিয়া) নমস্কার ! (হাত কপালে ঠেকাইল এবং বসিল)

ফটিক। তোমরা ব'সো, আমি একবার হেমবাবুকে খবর দিই। এলুম বলে ! [ত্রস্তভাবে প্রস্থান।

হরিমতি। আমি ফুল এত ভালবাসি ! আহা কি ফুলই ফুটেছে !

[ফুল লইয়া খেলা করিতে লাগিল, যেন বালিকা

সারদা। কি অভিনয়ই করেন আপনি ! আপনার মতিবিবির পার্ট প্রথম দেখে তিন দিন আমি ঘুমুতে পারি নি।

নন্দ। হ্যাঁ ! রাত্রে আঁতকে উঠ্‌তো।

হরিমতি। কেন—এত খারাপ হ'য়েছিল কি ?

সারদা। খারাপ ! ব'লছেন কি—? সেদিন—ওঃ সে যেন একটা নেশা !

নন্দ। ঐ জন্তেই তো শুঁড়ীরা গাল দেয় আপনাকে ! (হরিমতিকে দেখাইয়া দিল)

(ফটিকচাঁদের পুনঃপ্রবেশ)

যোগেশ। কি হে, একা যে, হেম ?

ফটিক। আসছে ! যাক্‌ এতদিনে একটা দুর্ভাবনা গেল ! এবারে প্লে কর, হ্যাঁ—পাঁচজনকে ডেকে দেখাবার মত হবে। নয়তো—ছোঃ—ছেলে নিয়ে সে কি আর থিয়েটার !

হরিমতি। ফটিকবাবু, আমাদের পাব্‌লিকে জয়েন করেন না কেন ?

ফটিক। ইচ্ছে হয় বটে, কিন্তু—

হরিমতি। আমরা আছি ব'লে ?

ফটিক। আরে রাম! আর্টের ক্ষেত্র হ'লো জগন্নাথের ক্ষেত্র! ঐ একটা স্থান, যেখানে আপনারা আমরা সবাই এক! সেখানে বরং আপনারা মনে ক'রলে আমাদের জাতে তুলে নিতে পারেন।

হরিমতি। বড্ড বাড়িয়ে দিচ্ছেন আপনি, সত্যই পারি কি?

নন্দ। সমভূমি ক'রে দিতে পারেন—জাতে তোলা কি!

ফটিক। আপনার জীবন-স্মৃতি যে দিন পড়ি,—ওঃ—কি সে রোমান্স! আপনি ছেলেবেলায় যখন ঘুড়ি ওড়াতেন—আপনি লিখ্‌ছেন ঘুড়ি উড়তো, সঙ্গে সঙ্গে উড়তো আপনার মন—

নন্দ। হুঁ—লাট খেতে খেতে!

ফটিক। তারপর—ন' বছর বয়সে আপনি যখন আফিং খান—

নন্দ। ও বাবা, তাতেও বেঁচে আছেন! তাই তো ভাবি, poison-proof না হ'লে আর এত বড় অভিনেত্রী হয়!

ফটিক। সেই বালিকা বয়সে—প্রথম প্রণয়-ভঙ্গে—ওঃ! কি সে thrill!

নন্দ। পোষ্টমর্টেম হ'য়েছিল নিশ্চয়ই!

হরিমতি। না, সে এক রহস্য—আপনি পড়েন নি বুঝি?

নন্দ। না, সে সৌভাগ্য আজো হয় নি।

ফটিক। তাই না প'ড়ে আমাদের হেমবাবু সেইদিনই 'গঙ্গাযাত্রা' মাসিক পত্রে আপনার নামে কবিতা লিখে পাঠান 'হরি-বাসর'—

বিজয়িনী তুমি সখি, প্রেম-কুরুক্ষেত্রে,
করি ধ্যান ও মুরতি, সদা শিবনেত্রে!

সারদা। আহা, তারপর—তারপর—

নন্দ। তারপর আর কি—এক হেঁচকি—তার পরই হাত-পা ঠাণ্ডা।

ফটিক। ঠাণ্ডা ব'লে ঠাণ্ডা—একেবারে কোলাপ্স্‌!

সারদা। আচ্ছা, আপনি 'ম্যাড সিনে' ও রকম চোখ-মুখ বা'র করেন কি ক'রে বলুন তো ?

নন্দ। (স্বগত) ছেলেবেলায় পেঁচোয় পেয়েছিল তাই—আর কি ক'রে ?

হরিমতি। কি জানি, সে সময় কেমন এক রকম হ'য়ে যাই। আমাতে তো আর আমি থাকিনে! কেমন যেন—কি যেন—চোখে যেন দেখি—

নন্দ। খালি ধোঁয়া!

ফটিক। লেডী জিনিয়াস—লেডী জিনিয়াস! আমার নাচের পরিকল্পনার যা কিছু ইন্‌স্পিরেসন, স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই—সব আপনার কাছ থেকেই পাওয়া। আমি ভেবেই পাই নে, ছন্দে আপনার এ অধিকার হ'লো কি ক'রে ?

নন্দ। স্বচ্ছন্দে আছেন ব'লে!

(হেমেন্দ্রের প্রবেশ)

ফটিক। এসো হেমবাবু! (হরিমতিকে দেখাইয়া) এই ইনিই—

হেমেন্দ্র। হ্যাঁ!—নমস্কার।

হরিমতি। নমস্কার।

হেম। কোন কষ্ট হয় নি আস্‌তে ? আমাদের এ পাড়াগাঁ, আপনারা সহরের মানুষ!

হরিমতি। দেখুন—সে কথা ব'লবেন না আমায়। আমি সহরের চেয়ে আপনাদের এই পল্লীগ্রামকেই ভালবাসি অন্তরের সঙ্গে।

ফটিক। এইবার একখানি গান—আপনার মুখে—সেই গান—

হরিমতি। গান যে ভুলে গেছি ফটিকবাবু—কি গাইব—আপনি

ব'লে দিন। চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি হারাণ সুর আবার ফিরে পাই—

ফটিক। আপনার সেই—'যৌবন নিকুঞ্জ' বনের শিহরণ—সেই গানটি একবার ~~থাকনা—আহা! সে যে সত্যই স্বপ্ন—স্বপ্ন—~~

নন্দ। (স্বগত) ও বাবা! এঁরো যৌবন! তাও শুধু নয়। আবার নিকুঞ্জ সমেত্! নাঃ, হেমকে গ্রাস না ক'রে আর ছাড়চে না!

হরিমতি। (গীত)

যৌবন নিকুঞ্জবনে কেন আজি শিহরণ—?
চঞ্চল সতত চিত—নহে তো আপন!
কি ভাব হৃদয়ে ভাসে, আঁখি ফেরে কার আসে?
বুঝিতে না পারি, এ কি—স্বপন না জাগরণ!
দূরে কার বংশীধ্বনি, না জানি কি কহে বাণী,
এ কি আশা, এ কি তৃষা, কি নেশায় মত্ত মন।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। ছোট বাবু, ছোট বাবু,—আপনার শ্বশুর মশাই আস্‌ছেন।

সকলে। কে—কে—?

ভৃত্য। উকীলবাবু—ছোট বাবুর শ্বশুর—

হেম। বলিস কিরে? এখানে [illegible]? কি সর্ব্বনাশ!

ভৃত্য। আজ্ঞে এই ফটকে ঢুকেছেন। আমি তাড়াতাড়ি তাই খবর দিতে এলাম।

হেম। ওহে, তোমরা ~~[illegible]—না—না [illegible]~~

ভৃত্য। আজ্ঞে, ঐ যে এলেন?

হেম। তাই তো কি ক'রে লুকুই—

নন্দ। সবাই চোখ বুঝে থাকি—এস। আমরা না দেখ্‌তে পেলেই হোল!

ফটিক। (হরিমতিকে) তাইতো আপনাকে যে লুকুতেই হবে। কি করি—হ্যাঁ—হ্যাঁ—এই তোষকটা—তোষকটা—আপনি দয়া ক'রে ওই কোণে—যান যান,—আমি আপনাকে খানিক চাপা দিয়ে রাখি।

[বলিয়া নীচের বিছানা হইতে তোষক তুলিয়া]

ঐ কোণে—বস্থন—চাপা দিই।

হরিমতি। দম্‌ বন্ধ হ'য়ে ম'রে যাব যে—

নন্দ। ন' বছর বয়সে আফিং-এ কিছু ক'রতে পারেনি। ভয় নেই।

ফটিক। ম'রবেন না, ম'রবেন না—ফাঁক রেখে দেব, নাকের কাছে ফাঁক রেখে দেব।

[illegible] ছন্দেও ভুল হবেনা—তোষকের ভিতর তাকিয়া—আর্টের চরম!

[হরিমতি কোণে গিয়া বসিল ; ফটিক তাহাকে তোষক চাপা দিল]

(রজনীনাথের প্রবেশ)

রজনী। হেম কোথায়? (হেমেন্দ্রের প্রতি) শোন।

হেম। আপনি—

রজনী। হটাৎ?—একবার বেরিয়ে এস, কিছু কথা আছে।

[হেম অবনত-মস্তকে রজনীনাথের সঙ্গে বাহিরে গেল]

হরিমতি। (তোষকের ভিতর হইতে মাথা তুলিয়া) উঠ্‌বো?

ফটিক। আরে না—না—না। আর একটু—দয়া ক'রে আর একটু।

নন্দ। একে শ্বশুর তাতে উকীল, কাঁঠালের আটারে বাবা, সহজে যাবে না।

ফটিক। এই থেকে একটা ভাল প্লট্ পাওয়া যাবে। তোষকের নীচে—অবরুদ্ধা নারী—ক্যাপ্‌টিভলেডী—বাইরে শ্বশুর—আঘাতের পরে প্রতিঘাত—আর তার একস্‌প্রেসন্—(নাচিল)

নন্দ। সাম্‌লাও, সাম্‌লাও, ফট্‌কেকে সাম্‌লাও। এর ওপর ও নাচ্‌তে সুরু ক'রলে—আমাদের শুদ্ধ নাচ্‌তে হবে।

সারদা। (ফটিকের হাত ধরিয়া) ওরে—আহাম্মক, থাম্ থাম্ —এরপরের আঘাত যে সাম্‌লাতে পারবো না—বাইরে যে রজনীবাবু!

নন্দ। আর ঘরে অন্ধকার!

হরিমতি। আমি যে ঘেমে ম'লুম।

নন্দ। জ্বর ছেড়ে যাবে—ভয় নেই, ভয় নেই।—ঘাবড়াবেন না!

ফটিক। রস সৃষ্টি! [illegible]! ও ঘাম নয়—ঘাম নয়—

নন্দ। কাল ঘাম!

(হেমেন্দ্রের প্রবেশ)

হেম। ছি ছি—কি অপমান! নাঃ—আর নয়। ফটিক, খুলে দাও—খুলে দাও—ওঁকে—! ও—কি অত্যাচার!

নন্দ। হ্যাঁ, হ্যাঁ—মুক্ত কর, মুক্ত কর!

[ফটিক হরিমতিকে তোষক চাপা হইতে মুক্ত করিল]

ফটিক। আসুন—আসুন—। তোষকের ভিতর থেকে হোক্—শতদল পদ্মের বিকাশ।

নন্দ। আছেন তো ?—নাড়ী দেখ—নাড়ী দেখ,—ফটিক, ভাল ক'রে নাড়ী দেখ।

হরিমতি। ভাবতে হবেনা দয়া ক'রে আর আপনাদের। অভ্যাস আছে। মরিনি।

নন্দ। হ্যাঁ থিয়েটার করেন, অনেক সময় লোকের বাড়ী পাল চাপাও দেয় কিনা,—অভ্যাস থাকারই কথা !

ফটিক। কি ক'রছো নন্দ—কি ব'লছো ! জানো, আজ এখানে—কি একটা প্রলয় হ'য়ে গেল ? প্রথম এলেন ইনি আমাদের এই অসভ্য সেঁৎসেঁতে পাঁড়াগাঁয়ে,—প'ড়লো এই গৃহে তাঁর প্রথম পদধূলি—আর কোথা থেকে একটা 'লোফার' শ্বশুর—এটিকেট্, জানে না, হ'লোই বা ক'লকাতার উকীল,—খবর না পাঠিয়ে এসে—আমাদের কি রকম অপমান ক'রলে বলতো ?

হেম। আমায় মাপ কর ভাই, তোমরা সবাই ! (হরিমতির প্রতি) আর আপনি—আপনাকে আমি কি ব'লবো—আমি যে ক্ষমা চাইবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে ; বুঝ্‌তেই তো পাচ্ছেন—দয়া ক'রে যদি মাপ না করেন—

হরিমতি। ব্যস্ত হবেন না হেমবাবু, ব্যস্ত হবেন না ! যদি এটুকু না সহ্য ক'রতে পারবো—তা হ'লে কি আপনাদের দয়ায় আজ যা হোক একটু নাম—

~~[illegible] নিরাপদ নয়—আপনাকে বেশী [illegible]~~ ?

হেম। ~~[illegible]~~—চলুন, একটু ফাঁকা জায়গায় বেড়াই চলুন। ~~[illegible]~~

~~[illegible] পার থেকে দেখবেন~~

~~[illegible]~~ !

সকলে। তাই চল—তাই চল।

[ফটিক ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ফটিক। তোষক-চাপা নাচের পরিকল্পনা বোধ হয় আজো সৃষ্টি হয় নি। মন্দ নয়। একটা নতুন আইডিয়া পাওয়া গেল।

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

বৃন্দাবন—যমুনা-তট

ঘাটে কেহ পূজা করিতেছে, ছেলেরা জলে খেলা করিতেছে,
লোকজন যাত্রী সকলে কেহ স্নান করিতেছে,
কেহ বা স্নান করিয়া যাইতেছে।

পাড়ে বসিয়া ভিখারী গান গাহিতেছিল :—

গীত

সজনি, কো কহ আওব মাধাই।
বিরহ-পয়োধি পার কিয়ে পাওব,
মঝু মনে নাহি পাতিয়াই॥
এখন তখন করি, দিবস গোঙায়লুঁ, দিবস দিবস করি মাসা—
মাস মাস করি, বরিখ গোঙায়লুঁ, ছোড়লু জীবনকা আশা॥
বরিখ বরিখ করি সময় গোঙায়লুঁ খোয়লুঁ এ তনু আশে,
হিম-কর কিরণে, নলিনি যদি জারব, কি করব মাধবি মাসে!
অঙ্কুর-তপন তাপে যদি জারব, কি করব বারিদ মেহে।
ইহ নব যৌবন বিরহে গোঙায়ব, কি করব সো পিয়া নেহে॥

ভণয়ে বিত্যাপতি শুন বরযুবতি, অব নাহি হোত নিরাশ।
সে ব্রজ-নন্দন হৃদয়-আনন্দন ঝটিতি মিলব তুয়া পাশ॥

[ভিখারীকে কেহ ভিক্ষা দিল, কেহ কেহ শ্রীকৃষ্ণের শত নাম করিতে করিতে চলিয়া গেল। শিবানীর স্নান হইয়াছে, মাথা মুছিয়া কলসী মাজিতেছে ; শান্তি একটী ছোট ছেলেকে কোলে করিয়া প্রবেশ করিল, নাম তার অমূল্য ; ~~সঙ্গে তার দূর সম্পর্কীয়া মা জীবনতারা~~]

শান্তি। দেখ দিদি, কেমন ঠাণ্ডা, অচেনা ছেলেটীকে কোলে ক'রেছি —কাঁদে না।

জীবনতারা। বোধ হয় কোন অনাথ-দুঃখীর ছেলে হবে।

শান্তি। খোকা, তোমার বাড়ী কোথায় ?

অমূল্য। আমায় ছেড়ে দাও, আমি মার কাছে যাব।

শান্তি। কই তোমার মা ?

অমূল্য। ঐ যে !

[ঘাটের সিঁড়ির উপর শিবানীকে দেখাইয়া দিল]

জীবন। এই ঘাটেই বুঝি ওর মা আছে।

[অমূল্যধনকে ক্রোড়ে লইয়া শান্তি ঘাটের দিকে অগ্রসর হইল]

অমূল্য। ঐ আমার মা।

শিবানী। পোড়াকপালে ছেলে—একা এসেছ ?

[অমূল্য শান্তির কোল হইতে নামিয়া পড়িল]

(নড়া ধরিয়া) চল্—বাড়ী চল্।

শান্তি। তোমার ছেলে ?

শিবানী। হ্যাঁ।

শান্তি। দিব্যি ছেলেটী!—(পুনরায় কোলে লইয়া চুমা খাইল; শিবানীকে জিজ্ঞাসা করিল) তোমার বাড়ী কোথায় ভাই?

শিবানী। (চমকিয়া দাঁড়াইল এবং শান্তির আপাদমস্তক দেখিল—পরে বলিল) এই ঘাটের উপরেই আমাদের বাড়ী। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?

শান্তি। আমাদের বাড়ী লক্ষ্মীপুরে। আচ্ছা ভাই, তোমরাও কি এখানে তীর্থ ক'র্‌তে এসেছ?

শিবানী। না; এইখানেই আমাদের বাড়ী।

শান্তি। বাপের বাড়ী না শ্বশুরবাড়ী ভাই?

শিবানী। বাপের বাড়ী।

শান্তি। ~~বাপের বাড়ী~~? তোমার শ্বশুরবাড়ী কোথায় ভাই?

শিবানী। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) জানি নে।

শান্তি। আমার নাম ভাই, শান্তি। তোমার নাম কি ভাই?

শিবানী। শিবানী।

শান্তি। আমরা ভাই বামুন, তোমরা?

শিবানী। (ঈষৎ হাসিল) আমরাও বামুন।

শান্তি। এই ঘাটের উপরেই তোমাদের বাড়ী ব'ল্লে না?

শিবানী। হ্যাঁ।

শান্তি। তোমাদের বাড়ী যদি যাই, তোমরা তাড়িয়ে দেবে না ভাই?

শিবানী। লোকের বাড়ী গেলে কি তাড়িয়ে দেয় আপনাদের দেশে?

শান্তি। আজ বেলা হ'য়েছে। কাল এম্‌নি সময় আবার নাইতে আস্‌বো। তুমি যদি এসো ভাই, তোমাদের বাড়ী যাব, কি বল ভাই?

শিবানী। বেশতো। যেও।

শান্তি। আমি বড্ড ছেলে ভালবাসি ভাই! কাল ঠিক তোমাদের বাড়ী যাব। কাল ঠিক আস্‌বে তো? কি বল ভাই এই ঘাটে তোমাদের বাড়াতে আর কে আছেন ভাই?

শিবানী। মা আর খোকা।

জীবন। তা যেও গো, একদিন আমাদের বাসায়। শান্তির আমাদের দয়ার শরীর।

শিবানী। (এই মন্তব্যে কিছুমাত্র বিচলিত হইল না। একটু অবজ্ঞা-দৃষ্টিতে দেখিয়া চলিতে লাগিল। শান্তি তাড়াতাড়ি আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া সলজ্জভাবে জনান্তিকে তাহাকে বলিল :—)

শান্তি। ওঁর কথায় তুমি কিছু মনে ক'রো না ভাই, আমায় মাপ করো।

শিবানী। (মুখে অবজ্ঞার হাসি ফুটিল মাত্র; সে প্রশান্তভাবে উত্তর দিল) কিছু না।

শান্তি। (শিবানী পুনরায় চলিয়া যাইতে লাগিল। শান্তি আবার তাহার হাত ধরিয়া বলিল) আমার মাথা খাও, কাল আবার আস্‌বে তো—এম্‌নি সময়?

শিবানী। (ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইয়া চলিয়া গেল)

শান্তি। (জীবনতারার প্রতি) ছিঃ মানুষকে কি এম্‌নি ক'রে ব'ল্‌তে হয়? আমার এম্‌নি লজ্জা ক'চ্ছে—

জীবন। আমি মনে ক'রেছিলুম, কোন গরীব দুঃখী—

শান্তি। না না—কোন ভাল ঘরের মেয়ে নিশ্চয়—(শিবানী যে দিকে গিয়াছে, সেই দিকে চাহিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল) হাতে বালাও আছে—নোয়াও আছে; কিন্তু মাথায় সিন্দুর তো দেখ্‌লুম না।

পরণে সরু পাড় ধুতি,—স্বামী আছেন কিনা—জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে সাহস হ'লো না। ওর সঙ্গে ভাব ক'র্‌তে বড্ড ইচ্ছে হ'চ্ছে। ।, দেখি ঠান্‌দিদিদের হ'ল কিনা ?

[উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

বৃন্দাবন—শ্যামাকান্তের বাসা বাটী

শ্যামাকান্ত ও বৈকুণ্ঠ

শ্যামাকান্ত। আমার হ'য়েছে চোরের মা'র কান্না—বুঝেছ বৈকুণ্ঠ! বিপিনের চিঠি শুন্‌লে,—এখন আমায় কি ক'র্‌তে বল ?

বৈকুণ্ঠ। এই তো ক'মাস তীর্থে তার্থে ঘুর্‌লে,—দেখ্‌লে তো, শান্তি সেখানেও নেই—এখানেও নেই। এই জন্যই তোমায় বাড়ী থেকে বেরুতে বারণ ক'রেছিলেম।

শ্যামা। বিশ হাজার টাকা খরচ ক'রেছে ভূত ভোজনে—পার্টি দিয়ে! এই সব ম্লেচ্ছাচার আমি বেঁচে থাক্‌তে—আমার ভিটেয়!

বৈকুণ্ঠ। বিপিন তো লিখেছে, ভাদ্র পূর্ণিমায় নূতন মন্দির, অতিথশালা, ডাক্তারখানা সব শেষ হ'য়ে যাবে; সেই সময় ফের্‌বার জন্য আমাদের বিশেষ তাগিদ্‌ দিয়েছে।

শ্যামা। আমায় বেঁধে মার্‌ছে—বেঁধে মার্‌ছে! রজনীর চিঠিতে তো; কাল দেখেছ,—কুলাঙ্গার জেলায় গিয়ে আমার নামে পঞ্চাশ হাজার টাকা চাঁদার খাতায় সই ক'রে এসেছে—আমি রাজা খেতাব

পাব—এই জন্যে! বিষয় আমি বেঁচে থাকৃতেই হরির লুট হ'য়ে যাবে—দেখছ কি! আমায় ফিরতে ব'লছ? আমি সব সইতে পারি, কিন্তু আমার শান্তিমাকে যে অনাদর করে, তা সইতে পারি না; সেই জন্যই মাকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। আবার সেই আগুনের মাঝখানে ~~[illegible]~~!

বৈকুণ্ঠ। অদৃষ্টের আঘাত হাত দিয়ে তো কেউ নিবারণ ক'রতে পারে না!

শ্যামা। ~~[illegible]~~! আমরা এই এতদিন এসেছি, একখানা চিঠি পর্য্যন্ত লিখতে ফুরসৎ হয় নি, না আমাকে—না আমার মাকে। আমি বুদ্ধির দোষে শুধু নিজের সর্ব্বনাশ করিনি—সর্ব্বনাশ ক'রেছি রজনীর,—সর্ব্বনাশ ক'রেছি শান্তির,—সর্ব্বনাশ ক'রেছি হেমার! গরীবকে এনে রাজতক্তে বসিয়েছি, সে তক্তের গরম তার সইবে কেন ভাই!

বৈকুণ্ঠ। সেও তার ভাগ্য!

শ্যামা। আমি বাড়ীই যাব, রজনীর হাতে ধ'রে ব'লবো,—'রজনী, ~~[illegible]~~, আমায় মাপ করো'। হেমকে পোষ্য নিয়েছি, ধর্ম্মে পতিত হব না, আমার অর্দ্ধেক সম্পত্তি দানপত্র লিখে দেবো শান্তিকে—আর অর্দ্ধেক থাকবে তার। আর আমি!—'রাজা' খেতাব গলায় ঝুলিয়ে দেশের লোককে ব'লে বেড়াবো—"বংশের নাম রাখতে, বিষয় বজায় ক'রতে কেউ যেন কখনো পোষ্যপুত্র না নেয়!"

(পূজার ফুল ও পঞ্চপাত্রে চরণামৃত লইয়া শান্তির প্রবেশ)

বৈকুণ্ঠ। কি মা, নেয়ে ঠাকুর দর্শন ক'রে এলে? ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~?

শান্তি। হ্যাঁ পুরুত কাকা! জ্যাঠামশায়ের জন্মে—আপনার জন্মে নিয়ে এলাম।

[শান্তি শ্যামাকান্তের মাথায় ও বৈকুণ্ঠের মাথায় পূজার ফুল ঠেকাইল]

কাকা, চরণামৃত এখন খাবেন না রেখে দেব ?

বৈকুণ্ঠ। পূজা-আহ্নিক হ'য়েছে মা, এখনি দাও ; ও তো রেখে দেবার নয় মা !

[শান্তি উভয়কেই চরণামৃত দিল এবং উভয়কেই প্রণাম করিয়া বসিল]

শান্তি। দাঁড়ান, আমি হাত ধোবার জল নিয়ে আসি।

[শান্তির প্রস্থান।

শ্যামা। লক্ষ্মী আর কাকে বলে—অন্নপূর্ণা আর কাকে বলে ? যদি বিনোদ না জ'ন্মে শান্তির মত একটা মেয়েও জন্মাতো, তাহ'লে এ যন্ত্রণা আর ভোগ ক'র্‌তে হ'তো না ! একি হ'চ্ছে জানো আমার ? কামারশালে লোহা পুড়িয়ে হাতুড়ীর ঘা মেরে মেরে তাকে সোজা ক'চ্ছে ! আর কত সহ্য হয় !

বৈকুণ্ঠ। ভগবান এম্‌নি ক'রে পুড়িয়েই খাঁটি ক'রে নেন, তবে তাতে ধার হয়—মায়ার বাঁধন কাটে।

[জল লইয়া শান্তি পুনঃ প্রবেশ করিল এবং উভয়ের হাতে জল দিল]

মা ! তোমার বাবা, আমাদের বিপিন যে, আমাদের বাড়ী কেম্‌নার জন্মে লিখ্‌ছেন ? সেখানে মন্দির, ডাক্তারখানা, অতিথশালা, কব্‌রেজখানা সব যে শেষ হ'য়ে এসেছে ?

শান্তি। শেষ হ'য়ে এসেছে ? বেশ—বেশ ! জ্যাঠামশায়, তাহ'লে আমরা কবে বাড়ী যাব ?

শ্যামা। ছেলের হাত ধরে' তুমিই নিয়ে এসেছ মা, তুমি নিয়ে গেলেই আবার যাব। সে তোমার পুরুতকাকার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে তুমিই ঠিক কর।

বৈকুণ্ঠ। আজ কোন্ ঘাটে নাইতে গিয়েছিলে মা?

শান্তি। কেশী ঘাটে। জ্যাঠামশায়, আজ ঘাটে একটী বাঙ্গালীর মেয়েকে দেখে এলাম,—আহা! কি তার রূপ! কিন্তু সে বড় দুঃখী।

শ্যামা। দুঃখী—আহা!

শান্তি। তার মা আর একটী ছেলে ছাড়া আর কেউ নেই।

মা। বটে! তাহ'লে সত্যিই বড্ড কষ্ট তো।

শান্তি। হ্যাঁ জ্যাঠামশায়, কষ্ট নয়?

বৈকুণ্ঠ। হ্যাঁ বড্ড কষ্ট বই কি মেয়েটী বুঝি বিধবা?

শান্তি। কি জানি, সে কথা তারে জিজ্ঞাসা ক'র্‌তে পার্‌লুম না; হাতে নোয়াও আছে—বালাও আছে। তাতেই তাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে যে, এক হাত গয়না প'র্‌লেও অমন মানায় না! আর কী সুন্দর তার মুখখানি!

বৈকুণ্ঠ। পাগ্‌লি তার হ'য়ে খুব ওকালতি ক'চ্ছে শ্যামাকান্ত—বুঝেছ?

শ্যামা। (স্নেহের হাসি হাসিয়া) তাকে কি দিতে হবে মা? [illegible] [illegible] বুঝি?

শান্তি। (অপ্রতিভ হইয়া) না না জ্যাঠামশায়, [illegible]? সে [illegible]। সে কিছুই চায় না।

বৈকুণ্ঠ। চায় না?

শান্তি। না, তার ধরণটা খুব উঁচু, বুঝেছেন কাকা! আচ্ছা

জ্যাঠামশায়, আমি যদি স্নান ক'র্‌তে গিয়ে তাদের বাড়ী যাই, তাতে কোন দোষ হয় কি ?

বৈকুণ্ঠ। মা কি তাদের বাড়ীর খবরও নিয়ে এসেছ না কি ?

শান্তি। ঠিক ঘাটের উপরেই যে তাদের বাড়ী ব'ল্লে। তাকে আমার খুব ভাল লেগেছে। তাদের বাড়ী গেলে কোন দোষ আছে কি ?

শ্যামা। কেন মা! দোষ কিসের ? দোষের হ'লে কি তুমি যেতে চাইতে মা ? বেশ তো যেও, কাকেও সঙ্গে নিয়ে যেও।

শান্তি। জ্যাঠামশায়, পুরুতকাকা, আমি জায়গা ক'র্‌তে যাচ্ছি, দেরী ক'র্‌বেন না যেন—ভাত জুড়িয়ে যাবে। [শান্তির প্রস্থান।

শ্যামা। বুকের ভেতর আগুন জ্বলে, আর মা এসে তাতে শান্তিজল ঢেলে দেয়! বৈকুণ্ঠ, আমি যদি শান্তিকে না পেতেম, এতদিন রাস্তায় রাস্তায় পাগল হ'য়ে বেড়াতেম বিনোদের শোকে। আশ্চর্য্য, এখনো ক্ষিদে হয়! এখনো অন্নে অরুচি হ'লো না!

~~চলো—নৈমিত্তিক কাজ সেরে আসি~~। [উভয়ের প্রস্থান]

প্রথম দৃশ্য

বৃন্দাবন

সিদ্ধেশ্বরীর বাড়ী—শিবানীর শয়ন-কক্ষ।

[ঘরে সামান্য কিছু আসবাব আছে, কাঠের সিন্দুক ইত্যাদি। জানালার ধারে একখানি জীর্ণ খাটে শিবানী শুইয়াছিল। জানালা হইতে যমুনার পর পারের গাছপালা সব দেখা যায়। শিবানী খাটে শুইয়া বালিসের উপর তাহার চুল খুলিয়া রাখিয়াছিল, বাতাসে শুকাইবে বলিয়া। তাহার ছেলে অমূল্য মেঝেয় দাঁড়াইয়া তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া আব্‌দার করিতেছিল। ঘরের মেঝেয় তাহার কত খেল্‌না ছড়ান]

অমূল্য। মা, দিদিমা যাব—মা, দিদিমা যাব।

শিবানী। যাবে বাবা, এসো ঘুমুবে এস—

অমূল্য। ঘুমবো না—আমার দিদিমা আছে, মাসীমা আছে, মা আছে, কত আছে—দিদিমা আছে, মাসীমা আছে—

শিবানী। তুমি বকো, আমি ঘুমুই, আমায় জ্বালাতন ক'রো না।

অমূল্য। আমি ঘুমবো না, আমি দিদিমা যাব, ওঠো না! (চুল ধরিয়া টানিল) ওঠো না—ওমা!

শিবানী। ওঃ লাগে—লাগে! দুষ্টুমি ক'র্‌ছো? তবে ম'রে যাই?

অমূল্য। না মরোনা, আমি কাঁদ্‌বো।

শিবানী। না বাবা, কেঁদো না, আমি ম'র্‌বো না; শোবে এস, একটু ঘুমুবো না?

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। কি ভাই! [illegible] ব'সে আছ? [illegible]!

শিবানী। এস, ব'স!

শান্তি। (অমূল্যকে কোলে লইয়া) তোমার ছেলেকে নিয়ে যাই?

শিবানী। বেশতো, যাওনা।

শান্তি। খোকন, আমাদের বাড়ী যাবে? আমার কাছে থাক্‌বে?

অমূল্য। আমি মা যাব, দিদিমা যাব (কোল হইতে নামিল) মা, আমি বৌ-পাখী নিইগে।

[প্রস্থান।

শিবানী। নীচেয় নেমনা। বারান্দায় খেলা কর গে।

শান্তি। গিন্নীরা গেলেন তোমাদের ঐ ঘাটে পা ধুতে। আমি পালিয়ে এলুম।

শিবানী। বেশ ক'রেছ। আজ তোমার জন্যে পান আনিয়ে রেখেছি। তুমি বড্ড পান ভাল বাস না!

শান্তি। কেন আমার জন্যে আবার পান আনাতে গেলে ভাই, নিজে যখন তুমি খাওনা!—

শিবানী। তা হোক! তুমি জন্ম জন্ম খাও।

শান্তি। দেখ, আমি জ্যাঠাম'শাইকে ব'লেছিলুম; তিনি ব'ল্লেন, তিনি চেষ্টা ক'রে দেখ্‌বেন! তা হ্যাঁ ভাই, তাঁর কোন ফটো-টটো নেই?

শিবানী। না। তাঁর কোন ফটো নেই, তবে তাঁর মাঁর একখানি ফটো আর তাঁব একটী আংটি আমায় যত্ন ক'রে রাখ্‌তে ব'লে-ছিলেন। সেই দু'টী আছে।

শান্তি। কোন' চিঠি? হাতের লেখা?

শিবানী। না। সেই সর্ব্বনেশে চিঠি ছাড়া আর তো কখনো চিঠি দেন নি! হাতের লেখা? না, তাও নেই।

শান্তি। সে চিঠিখানা পেলেই হবে।

শিবানী। আচম্‌কা মাথায় বাজ প'ড়লো। তখন কি [illegible] আর হুঁস্ ছিল। [illegible] চিঠি প'ড়েছিল, আমি তখন তো মরা, কোন জ্ঞান নেই; তার পর নেয়ে ফিরে এসে এত খুঁজলুম—সে চিঠি আর পেলুম না।

শান্তি। আহা—সেখানা থাক্‌লেও অনেকটা বোঝা যেতো; কি রকম তাঁর চেহারা, কত বয়েস, কি নাম, এসব খবরের কাগজে লিখ্‌তে হ'বে কি না? জ্যাঠামশায় ব'ল্লেন, তবে তো খোঁজ হবে!

শিবানী। দেখতে—দেখতে (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) অমূরই মত। অম্‌নি

কপাল—অম্‌নি চোখ অম্‌নি হাতের গড়ন। আমাকে ত্যাগ ক'রতে পেরেছিলেন—যদি অমুকে দে'খতেন—তা'হলে কি যেতে পারতেন !

শান্তি। তোমার ঠিক মনে হয় তিনি বেঁচে আছেন ?

শিবানী। নইলে আমার সব ঘুচেছে, হাতের এ নোয়া খুলিনি কেন ? খুলতে পারিনি !—নেয়ে উঠলুম, থান প'রতেই হয়, তাও প'রলুম, মাতুমাসী হাতের চুড়ী ভেঙ্গে দিলেন, শাঁখা ভেঙ্গে দিলেন, নোয়ায় যেই হাত দিয়েছেন, বুকেব ভেতর কে যেন নাড়া দিয়ে ব'লে উঠ্‌লো—'ক'রছিস্ কি—ক'রছিস্ কি ? সে যে এখনো বেঁচে—সে যে এখনো বেঁচে !'

শান্তি। বল কি ?

শিবানী। খুল্‌তে দিলুম না। জোর ক'রে ডান হাত দিয়ে নোয়া চেপে রইলুম ; চোখ বুজে এলো, দেখি, আমার বুকের ভেতর সেই মুখ—চোখ দু'টী তাঁর ছল্ ছল্ ক'রছে ; চোখ মেলে দেখি—যমুনার জলের ভেতব সেই মুখ—যেন অসুখে শুকিয়ে গেছে ; সূর্য্যের দিকে চেয়ে দেখি—সেই মুখ, অভিমানে লাল হ'য়ে উঠেছে ! নোয়া খুল্‌তে পার্‌লুম না। শুধু হাত—রুক্ষ মাথা—থান পবা দেখে ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠলো—আর কোলে আসেনা, তার পর থেকেই এই বেশ। আমার বিশ্বাস শান্তি, তিনি বেঁচে আছেন—বেঁচে আছেন—বেঁচে আছেন।

শান্তি। তাঁর নামটি তো চাই ভাই !

শিবানী। তা তো বল্‌তে পারবো না, তোমায় লিখে দেবো।

শান্তি। তাই দিও। তারপর যথা আছে—কাল আমাদের ওখানে তোমার পায়ের ধুলো দিতে হবে। সেটি ভুল্‌বে না তো ভাই ! কাল আমি গাড়ী পাঠিয়ে দেবো—বেলা ১০টায়। রাইতে

যাইতে ফিরিয়া) হ্যাঁ, তাঁর মা'র সেই ফটো আর আংটিটাও নিয়ে যেও ভাই, ভুলো না।

শিবানী। যাব, কিন্তু—

শান্তি। কি ?

শিবানী। বুঝ্‌তে পাচ্চি নি। তুমি আমায় ভালবাসো, আমার উপকার ক'র্‌তে চাচ্ছ, কিন্তু বোন, আমার কপাল মন্দ, যদি বিপরীত হয়, যদি আমার এ বিশ্বাস ভেঙ্গে যায়, যদি সত্যই জান্‌তে পারি—আমি বিধবা—

শান্তি। (ব্যস্ত হইয়া) না ভাই, ও কথা ব'লোনা ; নিশ্চয় তিনি বেঁচে আছেন।

শিবানী। তাই বলো ভাই, ~~তাই বলো~~, সত্যি হো'ক, মিথ্যা হো'ক—বলো—তিনি বেঁচে আছেন, তিনি আস্‌বেন, আমি বিধবা নই—বিধবা নই !

শান্তি। তুমি ব'সো, তোমায় আর আস্‌তে হবে না। তুমি কেঁদো না, ভগবান কি এত নির্দয় হবেন ! আসি ভাই।

[~~শান্তির প্রস্থান~~।

~~শিবানী। উঃ ! ভগবান !~~ (চোখের জল মুছিয়া) ~~খোকা কোথায় !—খোকা—খোকা—~~

[প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য

বৃন্দাবন—শ্যামাকান্ত চৌধুরীর বাসা বাটী

শ্যামাকান্ত একা দর-দালানে পাইচারি করিতেছিলেন

শ্যামা। বৈকুণ্ঠ এখনো ফির্‌চে না কেন? গাড়ী রিজার্ভের খবরটা না পেলে নিশ্চিন্ত হ'তে পাচ্চিনা। রিজার্ভ যদি না দেয় তো ন'ড়তেই পারবো না। ওরে নিধে, নিধে!—

নেপথ্যে-নিধিরাম। হুজুর!—

(নিধিরামের প্রবেশ)

শ্যামা। ওরে, ছুটে একবার মোড়টায় দেখ্‌না—ভট্‌চায্যি ঠাকুর আস্‌ছে কিনা?

নিধি। যে আজ্ঞে।

[নিধিরামের প্রস্থান।

শ্যামা। বেশী দিন বেঁচে থাকার চেয়ে মহাপাপ আর নেই! আবার দেশে ফির্‌তে হবে—সেই বাড়ী—সেই ঘর! যে ঘরে সে খেতো—যে ঘরে সে ঘুমুতো—যে ঘরে সে পড়্‌তো! পোষ্য নিলেম—শান্তিকে ঘরে আন্‌লেম, ভোলবার জন্য তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়ালেম, কিন্তু ভুল্‌তে পার্‌লেম কই? হেমের ব্যবহার শুধু তাকেই মনে করিয়ে দেয়, বিনোদ—বিনোদ—

(অমূল্যকে কোলে লইয়া শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। জ্যাঠামশায়, পুরুতকাকার দেরী হবে, আপনার জায়গা করে দিই?

শ্যামা। হ্যাঁ তাই দাও, সে কখন আস্‌বে! বড্ড বেলা হ'য়েছে কি?

শান্তি। হ্যাঁ জ্যাঠামশায়, ১টা বেজে গেছে।

শ্যামা। বেশ—এইখানেই জায়গা ক'রে দাও মা!

[শ্যামাকান্ত এতক্ষণ লক্ষ্য করেন নাই, শান্তির ক্রোড়ে অমুকে দেখিয়া]

এই যে মা, গণেশজননী হ'য়েছ? এ ছেলেটী কাদের মা?

শান্তি। (একটু হাসিয়া) সেই যে মেয়েটী, শিবানী, যার কথা আপনাকে ব'লেছিলুম, তাকে আজ বাড়ীতে নেমন্তন্ন ক'রেছি না, এ ছেলেটী তারই। ~~বেশ সুন্দর ছেলে, না জ্যাঠামশায়~~?

[শান্তি কোল হইতে তাহাকে নামাইয়া দিল]

~~অমু। আমার মা~~!—

শান্তি। ~~[illegible]~~ এরই বাপের খোঁজ নেবার জন্যে আপনাকে ব'লেছিলুম।

শ্যামা। (দেখিয়া ছেলেটীর প্রতি আকৃষ্ট হইলেন; ভাল করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলেন—তাঁহার কি যেন মনে পড়িল; বলিলেন) ~~[illegible]~~

আমার চশমা—(শ্যামাকান্ত ব্যস্ত হইয়া পকেটে হাত দিলেন—চশমা পাইলেন না) দাঁড়াও—দাঁড়াও—আমি ভাল ক'রে দেখ্‌বো,—আমার চশমা—চশমা?—

[চশমা আনিবার জন্য দ্রুত ~~অন্দরে~~ গেলেন। অমূল্য শ্যামাকান্তের ব্যস্ততা দেখিয়া ভয় পাইয়াছে। শান্তিকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল]

অমু। আমি এখানে থাক্‌বো না, আমার ভয় করে।

শান্তি। ভয় কি বোকা ছেলে, আমি যে তোমার মাসীমা!

(শ্যামাকান্তের পুনঃ প্রবেশ)

শ্যামা। (চোখে চশমা দিয়া নির্নিমেষ দৃষ্টিতে অমুকে দেখিলেন—তাঁহার বুকখানা দুলিয়া উঠিল) এঁ্যা—এঁ্যা তারি মত তো—তারই মত তো! মা, মা—একে কোথা থেকে নিয়ে এলি মা! আমার বুকের ভেতর যে তার ছোট্ট মুখখানি! ওমা!—সে মুখ এ কোথায় পেলে? আমার তিন বছরের বিনু—আমার সেই ছোট্ট বিনু! —না না—আমি পাগল হইনি—পাগল হইনি! আমি ঠিক আছি! পাগলের মত—অবাক্ হ'য়ে গেছ মা?

শান্তি। মা জ্যাঠামশায়!

শ্যামা। (হাসিয়া) ভুলিয়ে দিয়েছিল—ভুলিয়ে দিয়েছিল! বুড়ো মানুষ, দিনরাতই যে তার সকল বয়সের মুখ—এই বুকের ভেতরে! বাঃ বাঃ দিব্যি মুখ—চাঁদের মত মুখ। এসো তো দাদা, কাছে এসো তো—একবার আমার কাছে এস তো!

[শ্যামাকান্ত কোলে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন]

শান্তি। যাও না—ভয় কি—যাও, কত ভালবাস্‌বেন, তোমায় কত খেল্‌না দেবেন।

অমু। কই খেল্‌না?—(হাত বাড়াইল)

শ্যামা। ঠিক সেই হাত—ঠিক সেই হাত—! দেখ মা, দেখ,—কি আশ্চর্য্য মিল! না, তুমি জানো না—তুমি জানো না—তুমি তাকে তো দেখনি। আমার কি চোখের ভুল—?

(বৈকুণ্ঠের প্রবেশ)

বৈকুণ্ঠ। গাড়ী ঠিক আছে। ওঃ—বড্ড বেলা হ'য়ে গেছে।

শ্যামা। এই ঠিক হ'য়েছে। বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ, খোকার হাতখানি

দেখ তো, ভাল ক'রে দেখ ভাই, ~~ঠিক তার হাতার্মির মত নয়?~~ বুঝ্‌তে পাচ্ছ না—? ~~নির্বোধ~~!—পরের ছেলে কি না তাই, মনে থাকবে কেন, ~~মনে থাকবে কেন?~~ বিনু—বুঝ্‌তে পাচ্ছ না? আমার বিনুর মত,—তেম্‌নি মুখ—তেম্‌নি চুল—তেমনি কপাল! বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ—বিধাতার এমন সৃষ্টিও হয়!

বৈকুণ্ঠ। হ্যাঁ, তাই তো! ঠিকই ব'লেছ!

শ্যামা। ঠিক নয়? ঠিক—! কিন্তু,—না—বড্ড অসংযত হ'য়েছি—বড্ড অসংযত হ'য়েছি। হায় রে বাপের মন! (আনন্দ-উৎফুল্ল মুখে) তোমার নামটী কি আমায় বলতো দাদা!

অমু। (ধীরে ধীরে বলিল) অমূল্যকুমার চৌধুরী—

শ্যামা। অমূল্যকুমার চৌধুরী;—তোমার বাবার নাম কি ~~[illegible]~~

শান্তি। ~~আমি জেনেছি~~, তাঁর নাম ছিল নীরদকুমার চৌধুরী, তাঁরাও বারেন্দ্র শ্রেণী। (আঁচল হইতে কভারে মোড়া ছবি ও আংটি বাহির করিয়া) তাঁর দেশ তো ব'লতেন না, জিজ্ঞাসা ক'রলে ব'লতেন—'অজ্ঞাতবাস'। এই হীরের আংটিটি আর এই ছবিখানি রেখে গিয়েছিলেন—এ হ'তে যদি সন্ধান ক'রতে পারা যায়, তাই আমি চেয়ে এনেছি।

[শান্তি ফটোখানির মোড়ক খুলিয়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিল]

এ কি? এ শিবানীর শাশুড়ীর ছবি হ'তে যাবে কেন—এ যে জ্যাঠাইমার ছবি!

শ্যামা। কি—একি—কি ব'ল্লে মা—কার—কার? কৈ? দেখি—দেখি—(দেখিয়া) বৈকুণ্ঠ! বৈকুণ্ঠ!—

[ফটোখানি লইয়া দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত দুইটি থর্ থর্
কাঁপিতে লাগিল এবং ফটোখানি মাটিতে
পড়িয়া গেল]

বৈকুণ্ঠ। (শ্যামাকান্তকে তদবস্থ দেখিয়া ধরিয়া) শ্যামাকান্ত—শ্যামাকান্ত—!

শ্যামা। ঝাপ্‌সা—ঝাপ্‌সা দেখ্‌ছি যে! ঠিক কি দেখেছি? ঠিক কি দেখেছি, বৈকুণ্ঠ—বৈকুণ্ঠ,—দেখ তো—দেখ তো।

[তাড়াতাড়ি ফটোখানি কুড়াইয়া বৈকুণ্ঠের সাম্‌নে ধরিল]

শ্যামা। বিনোদের গর্ভধারিণীর ছবি—নয়—নয়?—

বৈকুণ্ঠ। (ছবি দেখিয়া) হ্যাঁ বড় বউমারই তো!

শান্তি। (তাড়াতাড়ি আংটি দিয়া) দেখুন দেখি—আংটিটা?

শ্যামা। (তড়িতবৎ চমকিয়া উঠিলেন) আংটি! ঠিক কথা—বিনোদের গর্ভধারিণীর হীরের আংটি দিনরাত তার হাতে থাক্‌তো, মৃত্যুশয্যায় তিনি যে বিনোদকেই দিয়ে গিয়েছিলেন! দেখ তো—দেখ তো—তাঁর নাম লেখা আছে কি না?

শান্তি। 'ভুবনমোহিনী'—

শ্যামা। (পুলক-কম্পিত হইয়া) ভুবনমোহিনী! (শ্যামাকান্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া অমূল্যকুমারকে বুকে জড়াইয়া ধরিলেন—তাহাকে পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতে করিতে বলিলেন) ওরে আমার সাত রাজার ধন মাণিক, ওরে আমার অমূল্য নিধি—! (বুকে চাপিয়া ধরিয়া) বৈকুণ্ঠ—

বৈকুণ্ঠ,—আহা! বুক জুড়িয়ে গেল—বুক জুড়িয়ে গেল! এ যে আমার বিনোদের ছেলে—আমার বিনোদের ছেলে!

[শান্তি ইতিমধ্যে ছুটিয়া চলিয়া গিয়াছিল।
অর্দ্ধ মূর্চ্ছিতা-প্রায় শিবানীকে ধরিয়া পুনঃপ্রবেশ করিল]

শিবানী। (শ্বশুরের পদপ্রান্তে আছাড়িয়া পড়িল। অস্ফুট ক্রন্দন-জড়িত স্বরে বলিল) আমি যে তাঁকে হারিয়েছি—আমি যে তাঁকে হারিয়েছি!—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কক্ষ

দোতালায় বসিবার ঘর

বিপিন ও শ্যামাকান্ত চৌধুরী

বিপিন। আগুন যে ভাবে ধোঁয়াচ্ছে, অনর্থপাতের দেরী হবে না। আমি তো আর সাম্‌লাতে পারি না। আমায় রেহাই দিন; অনেকদিন আপনার নুন খেয়েছি, এখানে থেকে সব যে ধ্বংস হবে—সেটা আর চোখে দেখ্‌তে পারবো না।

শ্যামা। আমাকে দেখ্‌তেই হবে, আমাকে তো রেহাই দেবার কেউ নেই; বেশ—এক কাজ কর; আমাকে খানিক বিষ এনে দাও, তুমিও রেহাই পাও, আমিও রেহাই পাই।

বিপিন। শুধু আপনার মুখ চেয়েই, আপনার মুখ থেকে আজ এই কথা শুন্‌তে হ'লো। যেদিন হেমবাবুকে পোষ্য নেন, সেইদিন যদি ছুটি নিতাম, তাহ'লে আজ একথা শুন্‌তে হ'তো না।

শ্যামা। এটাও তিরস্কার—বুঝেছ বিপিন, পোষ্য নিয়ে যে ভুল ক'রেছিলেম, তার তিরস্কার! অন্যায় ক'রেছিলেম ব'লেই তো আজ একথা ব'ল্‌তে সাহস ক'চ্ছ।

বিপিন। বিনোদবাবুর স্ত্রী আর ছেলের সম্বন্ধে যা মুখে আসে তাই বলেন,—লোকজন মানেন না—কর্ম্মচারী মানেন না। বলুন—এ আর কতদিন সহ্য ক'র্‌বো?

শ্যামা। বেশী দিন নয়, অনেক ক'রেছ, আর ক'টা দিন থেকে যাও। অধর্ম্ম ক'রেছি, বুঝেছ বিপিন—অধর্ম্ম ক'রেছি। পূর্ব্বের শ্যামাকান্ত আর আমি নেই; নইলে এই অত্যাচার এম্‌নি ক'রে সহ্য করি! দু'দিন অপেক্ষা করো; রজনীকে দিয়ে হবে না, অন্য উকীলের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, শান্তির একটা ব্যবস্থা ক'রে, বড় বউমা আর অমূল্যধনকে নিয়ে এখান থেকে পালাবো। এতদিন পারিনি—কেবল আমার শান্তিমার জন্যে। কি ক'র্‌বো? আমার অমূল্যধনও যেমন—শান্তিমাও তেম্‌নি। তাকে তো আর এ আগুনের কুণ্ডে ফেলে রেখে পালাতে পারি না—

(হেমেন্দ্রের প্রবেশ)

হেমেন্দ্র। আপনারা দু'জনেই আছেন, ভালই হ'য়েছে। আমি আজই এর একটা হেস্তনেস্ত ক'র্‌তে চাই।

শ্যামা। তোমার আচরণে আমরাও ব্যতিব্যস্ত হ'য়েছি, কিসের হেস্তনেস্ত ক'র্‌তে চাও—বলো? আমিও আর পারি না।

হেমেন্দ্র। কোথা থেকে দুটো ছোটলোক মেয়েমানুষ বাড়ীতে আন্‌লেন,—

শ্যামা। [illegible] কার সম্বন্ধে কথা [illegible]

[illegible]?

হেমেন্দ্র। কার ছেলে তার ঠিক নেই—

শ্যামা। সংযত হ'য়ে কথা কও হেম! কার ছেলে নয়—আমার বিনোদের ছেলে আর বিনোদের বউ!

হেমেন্দ্র। ক্ষেপেছেন আপনি!

বিপিন। আমার আর এখানে থাকা উচিত নয়,—আপনাদের পিতা-

পুত্রের কথা—আমরা কর্ম্মচারী, আমাদের না শোনাই ভাল। কর্ত্তাবাবু, আমায় মাপ ক'র্বেন।

[বিপিনের প্রস্থান।

হেমেন্দ্র। ও বৃন্দাবনের গুণ্ডাব দলের মাগী, ওরা সব জাল, ~~[illegible] [illegible] নিজেদের অপমান করা হয়~~।
আপনি ওদের বিদেয় ক'র্বেন কিনা ?

শ্যামা। (যন্ত্রণাব্যঞ্জক স্বরে) ওঃ—তাবা—মাগো !

হেমেন্দ্র। বিদায় ক'র্বেন কিনা ?

শ্যামা। যতক্ষণ এক ফোঁটা বক্ত দেহে থাক্‌বে—ততক্ষণ নয়।

হেমেন্দ্র। তবে ওদের নিয়েই আপনি থাকুন ; কিন্তু যে, একটা জাল ছেলে এনে আপনি আমার সর্ব্বনাশ ক'র্বেন, তা আমি সইবো না। আপনি আমায় ঠকাবার চেষ্টা ক'র্তে পারেন, আমিও দেখ্‌বো, আইন আমায় ঠকায় কিনা !

শ্যামা। আমি তোকে ঠকাব ? ~~[illegible]~~ একথা তুই উচ্চারণ ক'র্তে পার্‌লি হেম,—~~[illegible]~~ ? ওরে, আমি যে তাকে ভুল্‌তে গিয়েছিলেম—তোকে অবলম্বন ক'রে! ভগবান মিলিয়ে দিয়েছেন—আমার সেই বিন্দুর ছেলে,—তুই যে সেই বিন্দুর ছোট ভাই, তাব ছেলেব যে তুই অভিভাবক !

হেমেন্দ্র। ও সব আমি বুঝি।

শ্যামা। তোরা থাক্—তোরা থাক্—আমি তার হাত ধ'রে আবার বৃন্দাবনে যাই,—আবার তীর্থে তীর্থে ঘুরি। ওবে—আমি ধর্ম্মের মুখ চেয়ে তোকেও ছাড়তে পার্‌বো না—তাকেও ছাড়তে পার্‌বো না। তুই বিষয় ভোগ কর্—আর সে আমার সঙ্গে আমার কর্ম্মফল ভোগ করুক ! ~~[illegible]~~ !

(হেমেন্দ্রের প্রতি) হেম, তোকে এ বাড়ী ত্যাগ ক'র্ত্তে হবে না। আমিই চ'লে যাব। তার ব্যবস্থা কর্চ্ছি— !

[শ্যামাকান্তের প্রস্থান।

হেমেন্দ্র। এ সব ধাপ্পাবাজী! আমি আর বুঝি না? যোগেশ ঠিকই—ব'লেছে, এ বাড়ীতে থেকে হবে না; এ বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে মামলা ক'রতে হবে; নইলে এর পর বিষয় হাতছাড়া হবেই। এ সব বুড়োর পাকা জমীদারী চাল! কোথেকে একটা কুড়ানো ছেলে নিয়ে এসে আমায় ফাঁকী দেবার মতলব!

(শান্তির প্রবেশ)

শান্তি। হ্যাঁগা, জ্যাঠামশায় অত রাগ ক'চ্ছিলেন কেন?

হেমেন্দ্র। রাগের হ'য়েছে কি? এরপর এমন কত রাগ্‌বেন!

শান্তি। কেন?

হেমেন্দ্র। সে সব ; পরে শুন্‌বে, আপাতঃ এ বাড়ী আমাদের ছেড়ে যেতে হবে।

শান্তি। (অবাক্ হইয়া হেমেন্দ্রের দিকে চাহিল)

হেমেন্দ্র। হাঁ ক'রে চেয়ে রইলে কি? স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে? তবে শোনো—ঐ যে দু'জন স্ত্রীলোক এসেছে বৃন্দাবন থেকে তোমাদের সঙ্গে—আর একটা ছেলে—ওদের বাতাস আমার গায়ে সইবে না। আমি আজই এখান থেকে যাব, আর তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে।

শান্তি। না—না—অমন কথা আমায় ব'লো না, আমি এ বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে পার্‌বো না।

হেমেন্দ্র। বাপের বাড়ী ?

শান্তি। না।

হেমেন্দ্র। বাপের বাড়ীও না ?

শান্তি। না, বাবা তো যেতে বলেন নি, আর জ্যাঠামশায়—

হেমেন্দ্র। থামো—আমায় রাগিও না। জ্যাঠামশায় ! এই অপমান সহ্য ক'রে এখানে চাকর-দাসীর মতন প'ড়ে থাকতে [illegible] তোমার লজ্জা করে না ?

শান্তি। না।

হেমেন্দ্র। (স্বগত) যোগেশ ঠিকই বলে—নিরেট মূর্খ, এর আত্মসম্মান বোধ নেই। (প্রকাশ্যে) এই লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এখানে প'ড়ে থাকতে—

শান্তি। ছিঃ ছিঃ—ও কি কথা ব'লছ ? জ্যাঠামশায় ভালবাসেন, দিদি তো কিছুই বলেন নি ? তাও যদি হয়—সেও তো আমাদের সহ্য করাই উচিত। তাঁরা গুরুলোক।

হেমেন্দ্র। ([illegible]) [illegible]! রেখে দাও তোমার গুরুলোক ! তুমি না যাও, থাকো—আমি চল্লুম। (গমনোদ্যত ও ফিরিয়া) না, তোমাকেও যেতে হবে—তুমি আমার স্ত্রী—আমার আদেশ-পালনে বাধ্য। যাও—প্রস্তুত হওগে।

শান্তি। [illegible] না না আমায় একটু সময় দাও, জ্যাঠা-মশায়কে একবার—

হেমেন্দ্র। জ্যাঠামশায় তোমাকে রক্ষা ক'রতে পারবেন না, সে চেষ্টা ক'রতে যেও না; তাতে অনর্থই বাড়বে। এ বাড়ীর সঙ্গে আমাদের দেনা-পাওনা মিটে গেছে, আমি আর কিছু শুনতে চাই নে।

শান্তি। আজ্‌কে থাক্—তুমি বড্ড রেগেছ—।

হেমেন্দ্র। —কেন এ অপমান সহ্য ক'র্‌বো ? সত্যাই তো, কুকুর তো নই ! তুমি আমার সঙ্গে না যাও তো বুঝ্‌বো, তুমি যে আমায় ভালবাসো—সব মিছে। যাও, ভাল চাও তো—তৈরী হ'য়ে নাও গে। [শান্তি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

হেমেন্দ্র। কি জানি—যাবে—না যাবে না ! ভালমানুষ আছে, আর একটু জোর ক'রে ধ'র্‌লে না বল্‌তে পার্‌বে না। যোগেশ বলে—স্ত্রীকে নোলকাচি দিতে নেই, ঠিক কথা। আজ্‌কে গিয়ে তো উঠ্‌বো রজনীবাবুর বাড়ী ; কিন্তু সেখানেও থাকা হবে না—তিনি যদি না সাহায্য করেন। যাক্—ঝাঁপ দিয়ে তো পড়ি !

(প্রস্থানোদ্যত)

(পশ্চাৎ হইতে শিবানীর প্রবেশ)

শিবানী। ঠাকুর পো !

হেমেন্দ্র। (সহসা ফিরিয়া চকিতস্বরে) কে ?

শিবানী। আমি অমুর মা।

হেমেন্দ্র। ওঃ—আপনি,—কি ব'ল্‌তে চান ?

শিবানী। শুন্‌লাম—তুমি আমার সঙ্গে এক বাড়ীতে থাক্‌তে চাও না। আমি জানি না, এর কতখানি সত্য—কতখানি মিথ্যা ! যদি সত্যই হয়, তাহ'লে তুমি কেন যাবে ? আমি কে ?—আমি আবার সেই বনবাসে ফিরে যাই !

হেমেন্দ্র। (তীক্ষ শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপ-হাস্যে বলিল) আপনার এ অভিনয় খুব চমৎকার ! কিন্তু আমার কাছে এ সব কেন ? নির্ব্বোধ শান্তিকে মুগ্ধ ক'রেছেন—সেই-ই ভাল।

শিবানী। [তাহার মুখ সহসা রক্তবর্ণ ধারণ করিল, অপমানে তাহার সহজাত গর্ব্ব তাহার চোখে মুখে দীপ্ত হইয়া উঠিল; কিন্তু মুহূর্ত্তে আত্মসংবরণ করিয়া বলিল] আমি মিথ্যা বলিনি, তুমি আমায় বিশ্বাস করো, আমি এ বাড়ীতে থাকতে চাই নে; আমি গবীবেব মেয়ে—এ ঐশ্বর্য্যে আমাব সুখ নেই, ! এ ঐশ্বর্য্যেব মধ্যে অপমানেব যে জ্বালা—তা সহ্য কববাব শক্তি —আমাব নেই, এর যোগ্য নই। তবে কেন আমি তোমাদেব সুখে কণ্টক হব? কে আমি? তোমাদেব সঙ্গে আমাব সম্বন্ধ কি?

হেমেন্দ্র। তা আমায় এ সব শোনাচ্ছেন কেন?

শিবানী। তুমি বাগ কবো না ঠাকুর পো। ঠিক তোমায় আমি হয় তো সব কথা বুঝিয়ে ব'ল্তে পারবো না; সত্যই আমি তোমার অংশীদার হ'তে পাবি নে,—অংশীদাব হ'তে আসি নি,—আমি কে? তবে অমু?—সে অনেক দুখের কথা। আগে সে মানুষই হোক্—বেঁচেই থাকুক্! তার কথা এখন ছেড়ে দাও। আমি যথার্থই ব'ল্ছি, এখানকার একটি কুটিতেও আমার অধিকার নেই,—এসব তোমার—এসব শান্তির। তোমবা কোন্ দুঃখে যেতে চাও? এখানে এসেছিলাম—শান্তির জন্যে—শান্তিকে ভালবেসে, তার মায়ায় ভুলে! সে কেন আমাব জন্য এ বাড়ী ছেড়ে যাবে?

হেমেন্দ্র। শান্তির প্রতি আপনার অনেক দয়া; কিন্তু সে দয়াকে সে ঘৃণাই করে। তার জন্য আর নিজেকে উৎকণ্ঠিত ক'র্ব্বেন না। আপনাদের দয়ার মধ্য থেকে এখনই সে স'রে যাচ্ছে।

শিবানী। (দলিতা ফণিনীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল) মিথ্যাবাদী! শান্তিকে এ হীনতার মধ্যে টেনো না—তার অপমান ক'রো না।

হেমেন্দ্র। (ক্রোধে তাহার মুখ বিবর্ণ হইল) এমন অভিনয় অনেক দিন দেখিনি—চমৎকার!

[হেমেন্দ্রের প্রস্থান।

শিবানী। (পড়িয়া যাইতেছিল—দেয়াল ধরিয়া দাঁড়াইল) দরিদ্র ব'লেই আজ এই অপমান !—গরীবের মেয়ে ব'লেই না বড়লোক স্বামী অমন ক'রে অবহেলা ক'রেছেন, তাঁর যোগ্যা নই ব'লেই তো পরিচয় দেন নি—জান্‌তে দেন নি—তিনি কে? যদি তিনি গরীব হ'তেন, তাহ'লে কি এম্‌নি ক'রে ত্যাগ ক'রে যেতে পার্ত্তেন? তাহ'লে কি অমন ক'রে অবহেলা ক'র্‌তে পার্‌তেন? না—আমার মনের ব্যথা বুঝ্‌তেন না? হেমেন্দ্র, এ অপমান সহ্য কর্‌বো!

(ম্লানমুখে শান্তির পুনঃ প্রবেশ)

(শিবানী সংযত হইয়া শান্তিকে নিজের কাছে টানিয়া লইল) শান্তি, এদিকে আয়! (শান্তিকে বুকে করিয়া) শান্তি, তুইও আমায় ছেড়ে যাবি?

শান্তি। দিদি, আমার কথা তোমরা ভুলে যাও, আমার—(কাঁদিয়া ফেলিল)

শিবানী। কেন যাবি বোন্? এ সংসারে তুই যে লক্ষ্মী, তুই কার হাতে তোর সংসার ফেলে চ'লে যেতে চা'স্?

শান্তি। (উত্তর করিতে পারিল না—কাঁদিতে লাগিল)

শিবানী। ঠাকুরপো যাই বলুক—আমি এ কথা বিশ্বাস ক'র্‌তে পার্ব্বো না, তুই আমার উপর রাগ ক'রে চ'লে যাচ্ছিস।

শান্তি। আমায় যে জোর ক'রে নিয়ে যাবে দিদি!

শিবানী। জোর ক'রে নিয়ে যাবে? তুই বুঝিয়ে রাখ্‌তে পার্‌বি নে?

শান্তি। আমি কি ক'র্‌বো দিদি, সে যে আমার কোন কথা শোনেনা।

(হেমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

হেমেন্দ্র। শান্তি, তুমি আবার এ ঘরে? আমি সারা বাড়ী খুঁজে বেড়াচ্ছি—এসো; গাড়ী এসেছে। সকলে এখন ঠাকুরবাড়ীতে আছেন, খিড়কিদোর দিয়ে এই সময়ে বেরিয়ে পড়ি।

শিবানী। (শান্তির দুই হাত বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া) না না, আমি শান্তিকে যেতে দেবো না—যেতে দেবো না।—এ শান্তির বাড়ী, শান্তি এখানে থাক্‌বে; ঐ গাড়ী ক'রে চুপি চুপি তোমরা আমায় বিদায় ক'রে দাও। আমি অলক্ষণা! আমি তোমাদের সব অমঙ্গল মুছে নিয়ে যাই। Santi moves turn to Sibani

হেমেন্দ্র। (রুষ্ট স্বরে) শান্তি, চ'লে এসো, আমার আদেশ, এর অন্যথা ক'রো না। এসো শীগ্‌গীর! moves to them.

শান্তি। (উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে) একবার জ্যেঠামশায়ের কাছে যেতে দাও, ওগো, তোমার পায়ে পড়ি—একটী বার! (হেমেন্দ্রের পায়ের তলায় পড়িল)

হেমেন্দ্র। এ জন্মে আর সেটি হ'চ্ছে না। এসো—

[শান্তিকে টানিয়া লইয়া হেমেন্দ্রের প্রস্থান।

শিবানী। তাইতো—সত্যিই নিয়ে চ'ল্লো!—আমার জন্যে—আমার জন্যে!—শান্তি—শান্তি—

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

রজনীনাথের বাটী—অন্দরের কক্ষ

রজনীনাথ ও বসুমতী

বসুমতী। ছেলেটি কেমন? ঠিক বিনোদের মত?

রজনী। আমি তো দেখিনি। চৌধুরীমশায় লিখেছিলেন বটে। চেহারার সাদৃশ্য দেখেই প্রথমে তো সন্দেহ করেন। তারপর, ফটো—আংটী!

বসুমতী। ভগবান এখন বিনোদকে মিলিয়ে দিতেন অমনি কোন উপায়ে।

রজনী। তার সম্ভাবনা কম। হ'লে তার চেয়ে সুখের আর কি হো'ত বলো। অভাগা! রেলে কাটা পড়াটা—তখন আমিও ঠিক বিশ্বাস ক'রতে পারিনি। সনাক্ত ঠিক তো হয়নি; হবার উপায়ও ছিলনা। সেই জন্যেই এক বৎসর অপেক্ষা ক'রে—তারপর হেমকে পোষ্য নিতে আমি মত দিই।

বসুমতী। হেম এখন মানুষ হয়—

রজনী। চৌধুরী মশায়ের বিষয়ের উপর নির্ভর ক'রে আমি শান্তির বিয়ে দিই নি; হেমের নম্র প্রকৃতি দেখে, তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে তুলতে পারবো এই আশায় আমি তাকে শান্তিকে দিইছিলাম; আর এই দেওয়ার মধ্যে আমার কর্ত্তব্যের দাবীও ছিল

অনেকখানি! কিন্তু বসুমতি—হেমের বর্ত্তমান চরিত্র দেখে—আমি বড় নিরাশ হইছি; কুসংসর্গে মিশে তার মতিগতি কতখানি যে, খারাপ হ'য়েছে, সে কথা তো তোমায় ব'লেছি।

বসুমতী। (সবিষাদে) মাদুরার সেই ছেলেটাকে তুমি তো মত ক'র্‌লে না। বিনোদের বউ, ছেলে—এরা কি আমার মেয়েকে 'লক্ষ্মীস্থল' দেবে!

রজনী। এ সব কোন চিন্তাই ক'রতেম না আমি, যদি হেম মানুষ হ'তো, চরিত্রবান হ'তো, শান্তিকে ভালবাস্‌তো! মেয়ের অদৃষ্ট ব'লে আমি আমার দুর্ব্বলতা চাপা দিতে চাই না। তোমার কথা শুনিনি, যোগেনের কথা শুনিনি, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ ক'র্‌তে নিজের স্বার্থ-টাই দেখেছিলেম!

বসুমতী। চৌধুরীমশায় তো বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেই হেমের নামে আদ্দেক বিষয় রেজিষ্টারী ক'রে দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন, তুমিই তো তা হ'তে দিলেনা।

রজনী। অধর্ম্মের কাজ কি ক'রে হ'তে দিই? বিনোদের যখন ছেলে আছে, ন্যায় সঙ্গত অধিকারী সেই। তাকে বঞ্চিত ক'রে তিনি হেমকে দেবেন কেন? আর হেম—ষোল আনা বিষয় পেলেও তুমি কি মনে ক'চ্ছ—সে রাখ্‌তে পার্‌তো? দুর্ব্বলচিত্তের হাতে বিষয় কতক্ষণ থাকৃতো?

বসুমতী। অনেকদিন মেয়েটার খবরও পাইনি, আজকাল চিঠি লেখাও তার ক'মে গেছে।

রজনী। তার সময় কখন? আমি তো দেখি—বাড়ীর গিন্নীই তো সেই। সকল কাজেই শান্তিকে না হ'লে চৌধুরী মশায়ের মনঃপুত হয় না।

বসুমতী। সব ভাল হো'ত যদি জামাই ভাল হ'তো। তারপর—বড়লোকের বাড়ীর বউ, মেয়েকে বাপের বাড়ী পাঠাতে তো চায়ই না।

রজনী। তবেই বোঝো, হেম যদি বিষয় থেকে বঞ্চিত হয়, তাহ'লে হেমকে তো খেটে খেতে হবে, আর শান্তিও তো তখন আর বড়লোকের বউ থাকবে না, সেটা কম লাভ নয় ?

বসুমতী। ও মা, তাই ব'লে কি মেয়ে জামাই গরীব হবে, আশীর্ব্বাদ করো না কি ?

রজনী। গরীব ব'লে যে নাক সেঁট্‌কাচ্ছ ? বড়লোকের স্ত্রী তো হওনি, তাই বুঝতে পারো না,—বড়লোকের স্ত্রী হওয়া কি জ্বালা! তাই বুঝতে পারো না—তারা কি আগুন হীরেমতির জলুষের আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে।

বসুমতী। তোমার সব বাড়াবাড়ি! বড়লোক হ'লেই কি সব অমনি হয় ?

রজনী। সে শ্যামাকান্ত চৌধুরীর মত বড়লোকের হয়না! কিন্তু সংসারে সবাই তো শ্যামাকান্ত নয়। কি আদরে, কি সম্মানে তিনি যে, রেখেছেন শান্তিকে, হেম যদি তাঁর আদর্শ নিতো—

(শান্তির প্রবেশ)

একি! আমার শান্তি মা! তুই এমন সময় ?—আয়—আয় ;—দেখ্‌ছো,—তোমার বেয়াই কত গুণের ? অনেকদিন মেয়েকে দেখনি ব'লছিলে নয় ? ঐ দেখ—নিজেই পাঠিয়ে দিয়েছেন।

বসুমতী। (সানন্দে) তাই তো—শ্বশুরবাড়ী থেকে মেয়ের কি ছিরিই হ'য়েছে!—শ্বশুর খুব আদর করে কিনা!

রজনী। ও কিরে—অমন ক’রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

বসুমতী। জামাই এসেছেন তো? তোকে হঠাৎ যে বড় পাঠালে?

শান্তি। (রজনীনাথের পায়ের তলায় বসিয়া পড়িল, অবরুদ্ধস্বরে বলিল) আমায় তিনি পাঠান নি বাবা, আমি লুকিয়ে চ’লে এসেছি।

রজনী। লুকিয়ে এসেছিস?

শান্তি। আমি আর সেখানে থাকতে পারলুম না।

রজনী। (ক্ষণেক স্তব্ধ থাকিয়া) এ কথাও কি আমায় বিশ্বাস ক’রতে হবে—শ্যামাকান্ত চৌধুরী এখনও বেঁচে—আর তুমি সেখানে থাকতে পারলে না? সেখান থেকে পালিয়ে এলে? হেমের সঙ্গে থেকে তুমি এত হীন হ’য়ে গেছ? শান্তি, এ কথা যে আমি আদৌ বিশ্বাস ক’রতে পারি না। আমার সব শিক্ষা—সব চেষ্টা তুই কি এমনি ক’রেই ব্যর্থ ক’রলি!

বসুমতী। তুমি ওর ওপর মিথ্যে রাগ ক’চ্চ? নিশ্চয় বিনোদের বউ কিছু ব’লেছে। আর না হয় চৌধুরী ম’শায় ভাল ব্যভার করেন নি; নইলে ও তো আমার এমন মেয়ে নয়—যে আপনা হ’তে চ’লে আসে। আয় মা, আয়, তুই আমার কাছে আয়, ওঁর সব তাতেই বকুনি। উকীলের মেজাজ কিনা, চ’টেই আছেন। আয়, কাঁদিসনি—

[শান্তিকে কোলের কাছে টানিয়া লইল]

রজনী। আচ্ছা দেখি—হেম কি বলে। শান্তি, তোমার কাছে আমি এ ব্যবহার আশা করিনি। পরের কাছে দাবী নেই, কিন্তু নিজের সন্তানও এমন ক’রে নিরাশ ক’রলে? [রজনীনাথের প্রস্থান।

বসুমতী। (শান্তির গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে) কাঁদ্‌ছিস কেন? সেখানে জ্বালাতন হ'য়ে থাকিস্—আমরা তো আর মরি নি? বিনোদের বউ কিছু ব'লেছে না কি? জানি, ছোট ঘরের মেয়ে, সে আর কত ভাল হবে।

শান্তি। (কাঁদিতে কাঁদিতে) না মা, না। দিদি আমায় বড্ড ভালবাসে!

বসুমতী। তার একটা মা-ও সঙ্গে এসেছে না! ওঃ—মেয়ে মধু ঢালেন আর মা বুঝি হুল ফোটান! যখনই বুড়ো তোকে তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, তখনই জানি! ঐ জন্যেই বড় ঘরে আমি বে' দিতে চাই নি।

(রজনীনাথের পুনঃ প্রবেশ)

রজনী। হেমের কাছে যা, শুন্‌লেম, তাতে দেখ্‌ছি শান্তি, তুমিই দোষী। লোকের কথাই তোমার বড় হ'লো? জেদ ক'রে তুমি হেমের সঙ্গে চ'লে এলে?

শান্তি। (অবাক্ হইয়া বাপের মুখের দিকে তাকাইল; কিছু বলিবার চেষ্টা করিল—পারিল না—মুখ নীচু করিল)

রজনী। একবার ভেবে দেখ্‌লে না—তোমার এ ব্যবহার তোমার বাপ্‌কে কতখানি আঘাত ক'র্ব্বে? যাক্—সবই আমার অদৃষ্ট।

বসুমতী। (ব্যাকুল কণ্ঠে) অমন কথা ব'লোনা—দোষ তোমার গোঁয়ার গোবিন্দ জামায়ের—ওকে কেন দুষছ'? তুমি তো এমন নিষ্ঠুর ছিলে না!

রজনী। (চঞ্চল হইলেন; দুই একবার পায়চারি করিয়া বিছানার উপর বসিলেন—ভাবিলেন) তাই কি? সত্যই আমি নিষ্ঠুর

হইছি? কখনই না! আমি ছেলেমেয়ের তফাৎ করিনা,—আমি শাস্তিকে সুপ্রকাশের মতই ভালবাসি। না—আমি নিষ্ঠুর হইনি; লোকে যাই বলুক—আমি শান্তির বাপ—তার মা নই! আমি বাপের কর্ত্তব্য ভুলে মিছে মায়ায় অন্যায়ের প্রশ্রয় দিতে পারি না।

বসুমতী। (স্বামীকে চিন্তিত দেখিয়া একটু আশ্বস্ত হইলেন—বলিলেন) এখন থাক্—আর কোন কথায় কাজ নেই; তুমি না হয় একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে—

রজনী। একদিন লক্ষ্মীপুরে গিয়ে কি?—তুমি কি ব'লছ? আমি হেমকে ব'লে এসেছি—আজ রাত্রের ট্রেণেই এরা বাড়ী ফিরে যাক্। নইলে চৌধুরী মশাই কি মনে ক'রবেন? তোমার মনে থাকবার কথা নয়—কিন্তু আমি আমার শেষ নিশ্বাস পর্য্যন্ত কোন অবস্থাতেই ভুলতে পার্ব্বোনা যে, আমি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কৃপাদত্ত অন্নে প্রতিপালিত।

শান্তি। (ধীরে ধীরে উঠিল—মৃদুকণ্ঠে বলিল) বাবা, তাহ'লে আর কারো সঙ্গে আমায় লক্ষ্মীপুরে পাঠিয়ে দিন।

রজনী। কেন কি হ'ল? হেমও ফিরে যাক্; দোষ সত্যি সত্যি ওরই [illegible]; ওকে শ্যামাকান্ত বাবুর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি যদি মনে করেন,—আমি ওকে প্রশ্রয় দিচ্ছি? কাজ নেই। শান্তি, তুমি এখনি হেমের সঙ্গে লক্ষ্মীপুরে ফিরে যাও।

বসুমতী। ওমা—সে আবার কি কথা? এই রাত্রে—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মেয়েজামাই যায় না কি?

রজনী। যে অবস্থায় এসেছে সে অবস্থায় যাওয়াই উচিৎ। হেম ব'ল্লে, ও'রা খেয়েই বেরিয়েছে। শান্তি! এবার যেন তোমায় তুচ্ছ বিষয়েও কর্ত্তব্য ত্যাগ ক'রতে না দেখি। আর আমার একটা কথা—বিশেষ

ক'রে মনে রেখো,—কখনো ভুলে যেওনা—তোমার শ্বশুর শুধু তোমার শ্বশুর নন—তোমার বাপের অন্নদাতা!

শান্তি। (নীরবে চলিয়া গেল; রজনীনাথ শান্তির সঙ্গে গেলেন)

সুমতী। (কাঁদিয়া ফেলিলেন) এম্‌নি ক'রে মেয়েটাকে বিদেয় দিলে? তখন বলেছিলুম—ওখানে শান্তির বে দিও না। এম্‌নি ক'রে দেখ্‌ছি—ঐ হেমই আমার মেয়েকে খুন ক'র্‌বে! মাগো! আমার মেয়ে এমন হাতেও প'ড়্‌লো!

[প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য

লক্ষ্মীপুর—শ্যামাকান্তের অন্তঃপুরস্থ দরদালান

সিদ্ধেশ্বরী ও বিন্দি ঝিএর প্রবেশ

বিন্দি। হ্যাঁ মা, পায়ের বাতটা এখন কেমন আছে? আমি তেল নিয়ে এনু—এখন মালিস ক'রে দোবো?

সিদ্ধে। না বাছা, আর তেল মালিসে কাজ নেই, এখন গেলেই বাঁচি!

বিন্দি। সে কি মা, এরই মধ্যে যাবেন কি?—আগে নাতি বড় হো'ক, তার বিয়ে হোক, চাঁদপারা নাতবউ আসুক—

সিদ্ধে। আমার আর অতয় কাজ নেই, বুঝ্‌লি বিন্দি? তেল মালিস? তেল মালিস হবে আমার সয়ে। হ্যাঁরে, মিন্সে আছে না উঠেছে?

বিন্দি। কে গো?

সিদ্ধে। ঐ-যে তোদের শান্তির বাপ মিন্সে!

বিন্দি। না গো, উঠ্‌বেন কি, কর্ত্তা আছেন ঠাকুর বাড়ীতে। তিনি দেওয়ানজীর সঙ্গে কথা কইছেন। ঐ যে—বউ রাণী আস্‌ছেন,—ওমা! একি? হাতে জলের গেলাস—আসন! কোথায় যাব গো?

(গেলাস ও আসন লইয়া শিবানীর প্রবেশ)

শিবানী। বিন্দু, তুমি দাওয়ান মশাইকে বলগে, তিনি যেন শান্তির বাপকে বাড়ীর ভেতর পাঠিয়ে দেন। বাবা আছেন ঠাকুর-বাড়ীতে। সন্ধ্যা না হ'লে তিনি তো আর ফিরবেন না। এইখানেই তাঁর খাবার জায়গা ক'রে দিই।—কি বল মা?

সিদ্ধে। জানিনে মা, তোমাদের আইন, তোমরাই জানো!

[বিন্দির প্রস্থান।

শিবানী। আহা! শান্তি এখানে নেই, সে থাকলে কত যত্নই না ক'র্‌তো? (বলিয়া আহারের জায়গা করিল)

সিদ্ধে। বলি, তোর রকমটা কি? আক্কেল হবে কবে? কে শত্রুর—কে আপনার তা বুঝ্‌লি নে! মিন্সে এসেছে কেন তা জানিস?

শিবানী। কেন মা?

সিদ্ধে। তাড়াবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে! তোকে আমাকে এখান থেকে তাড়াবার ব্যবস্থা ক'র্‌তে! আমি কিন্তু ব'লে রাখ্‌ছি বাপু, ওরা যদি আবার এখানে ঢোকে—আমি থাক্‌তে পার্‌বো না।

শিবানী। কি ব'ল্‌ছ মা, রজনীবাবু কি সেই রকম লোক! ওঁর মতন মানুষ ক'জন হয়?

সিদ্ধে। ও বাবা, ফোঁস ক'রে উঠ্‌লি যে? তোর ভালর জন্যেই বলি; ~~যদি কল্যাণ চাস্, এখানে বুঝে চল্, ওদের এ বাড়ীতে ঢোকা~~

বন্ধ কর্। নইলে এ বাড়ীতে তোর জায়গা হবেনা, এই আমি দিব্যি ক'রে ব'ল্লুম! হরিহে—দীনবন্ধু!

শিবানী। এ বাড়ী দেখে আমার তো বিয়ে দাওনি মা! এ বাড়ীতে আমার নাইবা জায়গা হ'ল? এ বাড়ীতে আমি জায়গা চাই না।

সিদ্ধে। আমারও হাড় জ্বালাতন হ'য়েছে; আমিও বকিঝকি যা করি, সব তোর জন্যে—ঐ গুঁড়োটুকু যদি বাঁচে তার জন্যে, নইলে আমার কি? (ক্রন্দন স্বরে) তা তোরা যা ভাল বুঝিস্ তাই কর্, আমি আর কোন কথায় থাকবো না তোদের; আমার এখানে ভালও লাগে না।

[প্রস্থান

শিবানী। মা, তোমার ভাল লাগেনা ব'লছ, আমারই কি ভাল লাগে! আমার ভালর জন্যে বল—আমার ভালর জন্যে আমার বে দিয়েছিলে—আমার ভালর জন্যে এখানে এসে লোকের সঙ্গে ঝগড়া করো—আমার ভালর জন্যে শান্তিকে আর তার স্বামীকে তুমি দেখ্‌তে পারো না। এই ভাল দেখ্‌তে গিয়েই না আমার জীবনকে বিষময় ক'রেছ? আমার এত ভাল বোঝ, কিন্তু এটা বোঝোনা কেন—সব দোষ আমার কপালের!

(রজনীনাথের প্রবেশ)

রজনী। (শিবানীকে দেখিয়া চমকিয়া স্বগত) একি—এতো শান্তি নয়! তপস্যা-পরায়ণা উমার জীবন্ত যোগিনীমূর্ত্তি ~~[illegible] চিত্রকর যেন [illegible] রেখে গেছে!~~ এই কি বিনোদ-কুমারের অনাদৃতা পত্নী?

শিবানী। (প্রণাম করিয়া পায়ের ধুলা লইল) [illegible] [illegible] বসুন, আমি খাবার নিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

রজনী। এই স্ত্রীকে বিনোদ পরিত্যাগ ক'রেছে? বিনোদের উপর আমার ধারণা যে ব'দ্‌লে গেল! আজকালকার ছেলেদের চরিত্র বোঝা বড় কঠিন;—হেমও ঠকিয়েছে—বিনোদও ঠকালে! তার উপর আমার যে একটা উচ্চ ধারণা ছিল!

(শিবানীর খাবার লইয়া পুনঃ প্রবেশ)

[রজনীনাথ আসনে উপবেশন করিয়াছেন—শিবানী সম্মুখে খাবার রাখিল]

শিবানী। আপনার বড় মেয়ের হাতের খাবার, ফেলে রাখ্‌তে পার্ব্বেন না কিন্তু!

রজনী। [illegible]! মা যখন ছেলেকে হাতে ক'রে খাওয়ায়, ছেলে কি তা ফেলে রাখ্‌তে পারে? তা হ্যাঁ মা শিবানি, আমার নির্ব্বোধ ছোট মেয়েটী তার দিদির কাছে যে দোষ ক'রেছিল, তার জন্য ক্ষমা পেতেও বোধ হয় তার দেরী হয়নি—কেমন মা?

শিবানী। (স্বগত) কখনো বাপের স্নেহ পাইনি; এখানে এসে শ্বশুরের স্নেহ পেয়েছি বটে, কিন্তু এখানে এসেছি আমি আমার কুণ্ঠিত গর্ব্বকে সঙ্গে নিয়ে! তাই তাঁর সে স্নেহ আমি হাসিমুখে নিতে পারিনি;—আজ এঁর এই ক'টি কথার মধ্যে যে স্নেহ ফুটে উঠেছে, তার আনন্দে আমার চোখ জলে ভ'রে আসৃছে।

রজনী। চুপ ক'রে থাক্‌লে হবে না মা! আমি যা জিজ্ঞাসা ক'র্লুম, তার উত্তর দাও?

শিবানী। উত্তর দেব'—উত্তর দেবার জন্য আমিও কম ব্যস্ত নই বাবা! আমি শান্তিকে জানি—তাকে চিনি ; সে আমার দুঃখ যতটা বুঝতে পেরেছে, ততটা আর কেউ বোঝেনি—সে কি আমি জানিনে। ঠাকুরপো আমার সঙ্গে বাস ক'র্‌তে চান না ; আপনি দয়া ক'রে আমার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দিন, আমার জন্য যেন এত বড় একটা সংসার নষ্ট না হয়।

রজনী। (সস্নেহ-কণ্ঠে) মা, জগতে ন্যায়, সত্য ও ভালবাসারই জয় হ'য়ে থাকে ;—অন্যায়ের প্রশ্রয় বা পুরস্কার বিধাতার হাতে কেউ কখনো পায়নি। তোমার অকৃত্রিম স্নেহ, তোমার পাশে দাঁড়াবার তাদের উপযুক্ত ক'রে গ'ড়ে নেবে মা! মা, আমি তোমায় দেখে, তোমার কথা শুনে বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আজ থেকে তাদের জন্য আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌বো। হ্যাঁ মা, সে যে অন্যায় ক'রেছে, তার জন্য তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে সে তো কুণ্ঠিত হয়নি ?

শিবানী। সে তো কিছু দোষ করেনি বাবা! সে কি ক'র্‌বে বলুন ? ঠাকুরপো আমার কাছ থেকে তাকে জোর ক'রেই টেনে নিয়ে গেল! (কাঁদিয়া) সে তো যেতে চায় নি—কিছুতে যেতে চায় নি! সেদিন তার যাবার সময়ের সে মুখ আমি যে কিছুতেই ভুল্‌তে পাচ্ছি নে! সে আমায় এম্‌নি ক'রে কাঁদিয়ে রেখে গেল!

রজনী। সে কি ?—সে নিজের ইচ্ছেয় যায় নি ? তবে না বাড়ীর লোকের অনাদর সহ্য ক'রতে না পেরেই—এই রকম কি যেন—সেদিন আমায় ব'ল্লে—এঁ্যা—আর তো কিছু ব'ল্লে না ? হেম যে, জোর ক'রে তাকে নিয়ে গেছে, কই সে কথা তো সে বলেনি ?

শিবানী। আপনি সেই কথা বিশ্বাস ক'রেছেন ? শান্তি কি সেই রকম মেয়ে!

রজনী। (সাগ্রহে) ওঃ—আমি তাকে ভুল বুঝেছি; এই জন্য শাস্তি বুঝি মনের দুঃখে অভিমানে আমার কাছে আসেনি? ভুল ক'রেছি [illegible]—বিচার ক'র্‌তে ভুল ক'রেছি! তাকে ডাকো মা,—আমার কাছে ডাকো; তাকে ব'লো—তার অনুতপ্ত বাপ তার জন্যে স্নেহের কোল পেতে রেখেছে! সে না এলে এ খাবার তো মুখে উঠ্‌বে না মা!

শিবানী। (সবিস্ময়ে মৃদুকণ্ঠে) আপনি কাকে ডেকে দিতে ব'ল্‌ছেন?

রজনী। কেন, আমার শান্তি মাকে?

শিবানী। শান্তি এখানে কোথায়? তারা তো ক'দিন হ'লো আপনার কাছেই গেছে।

রজনী। সে কি? আমি তো সেই রাত্রেই তাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি! তবে কি তারা এখানে আসেই নি?

শিবানী। (তাহার মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল, সে উত্তর করিল) না!

রজনী। তবে কোথায় গেল—কোথায় গেল তারা?

[[illegible] দাঁড়াইলেন]

শিবানী। বাবা—বাবা—

রজনী। আমারই বুদ্ধির দোষে—আমারই বুদ্ধির দোষে! আর আমি বুদ্ধিমান ব'লে নিজেকে জাহির করি? তার মুখ দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল—বোঝা উচিত ছিল!

(শ্যামাকান্তের প্রবেশ)

শ্যামা। রজনী—রজনী—রজনী এসেছ? আঃ বাঁচিয়েছ ভাই! ক'দিন মা'র খবর পাইনি—মার মুখ দেখিনি; এমনি ক'রেই মাকে আমার

আট্‌কে রাখ্‌তে হয় ভাই ? বুড়োর প্রাণটা বোঝ না ! আজ মাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌বার ফুরসৎ হ'লো বুঝি ? কোথায় আমার মা—কোথায় [illegible] ?—

রজনী। কাকে সঙ্গে ক'রে আন্‌বো ? আমি যে সেইদিনই তাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার বোঝা উচিত ছিল—তার মুখ দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল, হেমের আচরণ দেখে আমার বোঝা উচিত ছিল—

শ্যামা। [illegible] কি ক'রেছ—রজনীনাথ, [illegible] ? সোনার লক্ষ্মীকে আমার, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ ? একদিন আমিও একজনকে তাড়িয়েছিলুম, ঐ দেখ, তার ফলে—ঐ দেখ, আমার নিরাভরণা মা—ঐ শুক্‌নো মুখে ওখানে দাঁড়িয়ে !—হারে বাপ ! তোরা ছেলেমেয়ের অভিমান না বুঝে নিজেদের কি সর্ব্বনাশই করিস্ ! রজনীনাথ, তুমি বুদ্ধিমান হ'য়ে আমার মত ভুল ক'র্‌লে ভাই ! [illegible], খুঁজে দেখ [illegible] কোথায় আমার মা—[illegible] !—সে পাষণ্ড আমার উপর আক্রোশ মেটাবার জন্য তাকে এখানে আনে নি। মা—মা—আমার শান্তি মা !—

[উদ্‌ভ্রান্তভাবে শ্যামাকান্তের প্রস্থান।

রজনী। প'ড়ে যাবেন—প'ড়ে যাবেন—অত ব্যস্ত হ'য়ে ছুট্‌বেন না !

[রজনীনাথের দ্রুত প্রস্থান।

শিবানী। এ সর্ব্বনাশের কারণ কে ? আমি—আমি—আমি ! স্বামী যাকে পায়ে ঠেলে,—স্বামী যাকে অনাদর করে,—স্বামী যাকে ভাল-বাসে না—সে বুঝি এম্‌নি অলক্ষণাই হয়। কেন আমি আগুন ধরাতে এ সংসারে এসেছিলেম ?

(সিদ্ধেশ্বরীর পুনঃ প্রবেশ)

সিদ্ধে। হ্যাঁলা শিবি, মিন্সে এমন চিক্কুরী পাড়্তে পাড়্তে গেল কেন রে? হেমাটাব কিছু হ'য়েছে না কি?

শিবানী। (রুদ্ধ উৎসের মুখ এতদিন পরে খুলিল; শিবানী ব্যথিতকণ্ঠে বলিল) কেন মা, তুমি দিনরাত অমন ক'রে ওদের অমঙ্গল খোঁজো বল তো? একবার মনে ভেবে দেখ মা, আমবা এ বাড়ীর কে? তুমি শান্তিকে শত্রু মনে কবো? কিন্তু একবার ভাবো না যে, শান্তি না হ'লে এ বাড়ীর দরজাও আমরা কখনো চিন্তাম না! বড় লোকের মেয়ে—বড়লোকের বউ; কিন্তু আমাকে মার পেটের বোনের অধিকও যত্ন করে—ভালবাসে! আজ আমারই জন্যে তার স্বামী তার উপব বিরূপ! আমার জন্যেই আজ সে তাব বাপের বাড়ী আশ্রয় পায় নি,—আমারই উপর রাগ ক'রে, তার স্বামী তাকে এ বাড়ীতে আনে নি। আমার জন্য হিংসা ক'রো তারই উপর? কিন্তু এটা বোঝো না—আমার কাছে এ ঐশ্বর্য্যের কি জ্বালা?—যার স্বামী নেই—তার কাছে এ ঐশ্বর্য্যের মূল্য কি? মা, আর ঐশ্বর্য্য-ভোগে কাজ নেই; চ'লো আমরা পালাই—আমাদের সেই নিজেদেব ঘরেই আবার ফিরে যাই!

সিদ্ধে। কিন্তু আমার অমূব কি হবে?—আমার অমূল্যধন?—সে আমাদের সঙ্গে দুঃখ ভোগ ক'র্তে যাবে কেন?—কেন—কোন্ দুঃখে?

শিবানী। সে এখানে থাক্ মা,—সে এখানে থাক্,—চ'লো শুধু আমরা দু'জনে যাই। চ'লো—আর আমি এখানে থাক্তে পাচ্ছিনে মা,—আর আমি এখানে থাক্তে পাচ্ছি নে!

সিদ্ধে। যেমন কপাল ক'রে এসেছিলি মা! কি ক'র্বি বাছা, সহ্য

কয়্—সহ্য কয়্; সত্যিই ভগবান কি কখনো মুখ তুলে চাইবেন না! এখন কোথায় যাবি বাছা? এ যে তোরই ঘর।

[প্রস্থান।

শিবানী। (করুণকণ্ঠে চ'ক্ষে অশ্রুধারা) কি ক'র্‌বো—ভগবান কি মুখ তুলে চাইবেন? চাইবেন কি? ওগো সর্ব্বান্তর্য্যামি! কতদিন—কতদিন আর এম্‌নি ক'রে রাখ্‌বে? একবার মুখ তোলো,—একবার চেয়ে দেখ,—জ্ঞানে কোন অপরাধ করিনি তোমার চরণে!—একবার দয়া করো—তাঁকে ফিরিয়ে এনে দাও! আমি যে বিশ্বাসে এখনো আমার হাতের নোয়া খুলিনি, আমার সে বিশ্বাস ভেঙ্গে দিও না! আমি তো এ ঐশ্বর্য্য চাইনি,—আমার যা সত্যকার ঐশ্বর্য্য—আমায় তা ফিরিয়ে দাও,—দয়াময়! আমার তা ফিরিয়ে দাও!

চতুর্থ দৃশ্য

ফরাসডাঙ্গা—হেমেন্দ্রের বাসা বাড়ী

বাহিরে উঠান

হেমেন্দ্র ও যোগেশ

হেমেন্দ্র। দেখ, বড় কাঁদাকাটা ক'চ্ছে, এখানে আর কিছুতেই থাক্‌তে চাচ্ছে না। কি করি ব'লতো!

যোগেশ। আমি কি ব'ল্‌বো? তোমার বিষয়, তুমি যদি না নাও—আমার কি? আর কেউ না জানুক, ধর্ম্ম জানেন, আর তুমিও জানো, আমি তো তোমাদের কোন কিছুরই মধ্যে ছিলাম না। তোমার শ্বশুর দূর্ দূর্ ক'রে তাড়িয়ে দিলেন, হাওড়ার ষ্টেশনে

হটাৎ তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা,—তারপর তোমার কথাতেই আমি তোমাদের এই ফরাসডাঙ্গায় নিয়ে এলাম, উকীল কৌন্‌সুলি দিয়ে মামলার জোগাড় ক'র্‌লাম, এখন পাকা ঘুঁটী কাঁচাতে চাও—কাঁচাও, আমার কি ?

হেমেন্দ্র। আমিই বা কি ক'বি বল ? ও যদি না বোঝে, দেখছো তো—ক'দিনে জ্বর হ'য়ে গেল। আমার তো ইচ্ছে মামলা করি ; কিন্তু ওকে তো বাঁচাতে হবে। ক'দিনে জ্বর হ'য়ে গেল।

যোগেশ। বাঁচ্‌বার রাস্তাই তো ক'চ্চি ছোট বাবু। নইলে বউ দিদির গয়না বাঁধা দিয়ে টাকাগুলো যখন উকীলেব হাতে ঢেলে দিলুম, তখন আমারই কি বুকটা কর্‌ কর্‌ কবে নি ? তুমি একটু বুঝিয়ে-পড়িয়ে বাখো। জ্বর হ'য়েছে—ডাক্তাব দেখাবাব ব্যবস্থা করো।

হেমেন্দ্র। হাতে তো পয়সাও নেই ভাই, এখানে ডাক্তার ডাক্‌তে গেলে তাব তো ফীস্‌ আছে ?

যোগেশ। সে সব আমি আছি। আমি একবার বাড়ী থেকে ঘুরে আসি, তোমার বউদিদির যা দু'একখানা আছে গয়না গাঁটি নিয়ে। একা কি তোমার স্ত্রীব গয়না বাঁধা দিয়ে কাজ হবে ?—যখন বন্ধুত্ব ক'রেছি—তখন তোমায় একা ভাসাব না, আমিও সঙ্গে ভাস্‌বো। শেষ পর্য্যন্ত ল'ড়্‌বো, ~~যদি তুমি ঠিক থাক~~। তারপর বুঝে নেব একবার শ্যামাকান্ত চৌধুরী আর রজনী উকীলকে যে, কত ধানে কত চা'ল !

হেমেন্দ্র। আদালতে প্রমাণ হবে যে, ও মাগী বিনোদার বউ নয় ?

যোগেশ। আলবাৎ ! ও তো হ'য়েই র'য়েছে। বিন্দাবনের বিশটা সাক্ষী হলপ্‌ নিয়ে ব'ল্‌বে না—যে, ও মাগী বিনোদের বিয়ে করা স্ত্রী নয় ? উকীল বাড়ীর মহুরীগিরি ক'রে কাটালাম কি বৃথা ?

যাও, বউদিকে একবার বুঝিয়ে সুজিয়ে এসো ; ক'টাদিন বই তো নয় ? তারপর উকীলবাড়ী থেকে তুমি ফিরে আস্‌বে এখানে,— আমি বাড়ী থেকে কিছু গয়নার জোগাড় ক'রে নিয়ে আসি।

হেমেন্দ্র। বহুভাগ্যে ভাই, তোমার মত বন্ধু মেলে। আমি আস্‌ছি !

[হেমেন্দ্রের প্রস্থান।

যোগেশ। স্ত্রীর বশীভূত যারা, তারা প্রায়ই দুর্ব্বল চিত্ত হয়। আবার দুর্ব্বল চিত্তের লোক না হ'লেও এম্‌নি ক'রে সাজান ঘর ভাঙ্গা যায় না—মামলা বাধে না, উকীলের কোঠা বালাখানা হয় না,— আর আমাদের মত গরীবের স্ত্রীর গায়ে শাঁকার বদলে সোনার চুড়ি ওঠে না ! শান্তির মোহ থেকে রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌লেই দুর্গোৎসবের বাজনা বাজিয়ে দেব।

(ঝাঁটা হস্তে চন্দুরী ঝিয়ের প্রবেশ)

চন্দুরী। এতখানি বেলা হ'লো—বাসি পাট্‌টি সারা হ'লো নি,— সরগো বাবু, গায়ে যদি নাগে এক্ষুনি ব'ল্‌বে— মাগী ঝিঁটুয়ে দিলে।

যোগেশ। গায়েই বা লাগ্‌বে কেন ? তোর চোখ নেই ? চোখের মাথা খেয়েছিস্ না কি ?

চন্দুরী। চ'ক্ষের মাথা কি আর একা খাইছি গো,—এ বাড়ীর হাঁদা বাবুটাও চ'ক্ষের মাথা খাইছেন। নুইলে অমন ভাল মানুষ বউটি এই দুঃখের হালে মর়্তে ব'সেছে—সিটা আর চ'ক্ষে দেখ্‌তে পায়নি ক' ?—না যে সব নচ্ছারের সলা পরামর্শে নিজের সর্ব্বনাশটা ক'চ্চেন, তাদের ঝিঁটুয়ে তাড়ায় নি ক' ? আমরা গরীব—ছোট ন'ক—আমাদেরই গা গিস্ গিস্ করে—দেখে শুনে।

যোগেশ। (স্বগত) বেটীকে আজই তাড়াতে হবে ;—বেটী বজ্জাত! নে নে—বকিস নে—কাজ সেরে চ'লে যা।

চন্দুরী। কাজটি আর সার্‌তে পারি কই গো? হাতের ঝাঁটা ন্যাচ্‌তে থাকে—বলে 'দিই ঝিঁটুয়ে!' কত সামালে রাকি, বলি কাজ নাই, গতর খাটাতে এসেছি—গতর খাটুয়ে যাঁই!

যোগেশ। তাই যা, বকিস্ নে অত। নচ্ছার মাগী!

চন্দুরী। যাই গো! অত ঝাল কেনে? আমরা তো যেঁয়েই আছি ; আপুনি তো বাবুর শনি হ'য়ে ঘাড়ে চেঁপে র'ইচো—আপুনি যেছেন কবে?

যোগেশ। বেটীর এত বড় আস্পর্দ্ধা, দেবো জুতো মেবে মুখ ছিঁড়ে!

চন্দুরী। সিটী অত সজা লয়! চন্দুরীর হাতে ঝাঁটার নাচনটী দেখিয়ে দিব না! হঃ— [চন্দুরীর প্রস্থান।

যোগেশ। বেটীকে আজই তাড়াচ্ছি।

(হেমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ)

এই যে ছোটবাবু, শুন্‌লে—ঐ পাজী ঝি মাগীটের কথা? বেটীকে আমিই নিয়ে এলুম, আর আমায় বলে কি না—"তুমি বাবুর শনি হ'য়েছ?" বেটীকে আজ খুন ক'র্‌বো!

হেমেন্দ্র। যেতে দাও ভাই, ও সব কথা যেতে দাও; ওকে তাড়িয়ে দিলেই হবে, ও নিয়ে মাথা গরম ক'রো না। দেখে এলুম—শান্তির গাটা এখনো গরম র'য়েছে; ও বেলা নাগাদ যদি বাড়ে, তুমি ভাই, আজ বাড়ী নাই-ই গেলে?

যোগেশ। না গেলে কি হয়? ডাক্তার ডাক্‌তে টাকা, উকীলের বাড়ী টাকা—তোমার বউদিদির গয়না ক'খানা নিয়ে আসি।

হেমেন্দ্র না ভাই, আজ থাক্, হটাৎ সেটার দরকার হবে না; আমার তো ঘড়ি—ঘড়ির চেন র'য়েছে, সেটা নিয়েই এলুম! তুমি টাকার জোগাড় করো। আমিও এখুনি বেরুচ্ছি। ষ্টেশনে দেখা হবে।

যোগেশ। (স্বগত) ঠিকই hit ক'রেছিলুম তাহ'লে। (প্রকাশ্যে) তা এসো, দেরী ক'রো না, আমি টাকা নিয়ে ষ্টেশনেই wait ক'র্ব্বো।

[যোগেশের প্রস্থান।

হেমেন্দ্র। নিজের স্ত্রীর গহনা বাঁধা দিয়ে উপকার ক'র্তে চায়—এই যোগেশ! এমন বন্ধুও হয়?

(অতি কষ্টে শান্তির প্রবেশ)

তুমি আবার উঠে এলে কেন? একে জ্বরে ধুঁকচো।

শান্তি। তোমায় বারণ ক'র্তে এলাম। [illegible]। জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে মামলায় আর কাজ নেই!

হেমেন্দ্র। তাও কি হয়? এতটা এগিয়ে কি আর পেছুতে পারি? তুমি কেন ভয় পাও। আমি ব্যারিষ্টারের সঙ্গে নিজে কথা কইছি। তিনি [illegible]; ব'লেছেন—[illegible]। আমরা নিশ্চয়ই জিতবো। দেখাই যাক্ না একবার ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে—কি হয়?

শান্তি। ভাগ্য পরীক্ষা! [illegible]!—বেশী দিন নয়; আর দু'চারটে দিন অপেক্ষা কর; আমায় ম'র্তে দাও; তারপর তোমার যা খুসি ক'রো! আর বারণ ক'র্তে আস্‌বো না। আমি তোমার কাছে ভিক্ষা চাচ্ছি—আমার এই শেষ ভিক্ষা—

হেমেন্দ্র। মোকদ্দমার কথা পরে, এখন তোমায় তো ডাক্তার দেখাতে হবে, হাতে একটা পয়সা নেই; যোগেশকে পাঠিয়েছি টাকার জোগাড়ে;—সে আস্‌বে ষ্টেশনে; আমার দেরি হ'লে, না আবার চ'লে যায়; তুমি যাও, শোও গে,—আমি ফিরে এসে যা হয় ব্যবস্থা ক'র্‌বো। [প্রস্থান।

শান্তি। যাও। [illegible] ? কখনো তো আমার কথা শুন্‌লে না। আমারো শেষ হ'য়ে আস্‌ছে,—আমি ম'লে বাঁচি! তোমার কণ্টক দূর হয়।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

নেপথ্যে শান্তি। ওঃ—মাগো! আর যে পারিনে মা! (শান্তি মূর্চ্ছিত হইল)

নেপথ্যে চন্দুরী। বৌমা—বৌমা—হেই বৌমা! ওমা! একি হো'ল গো? এ যে-রা কাড়ে নি গো! তাইতো কি করি?

(প্রথম গাঁট্‌কাটার প্রবেশ)

১ম চোর (গাঁটকাটা)। আমি লই—আমি লই—আমি ভিকিরী,—ভিক্কে ক'রে খাই।

[বিনোদ ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে ধরিল]

বিনোদ। ভদ্রলোকের বাড়ী ঢুকে মনে ক'র্‌ছ—বেঁচে যাবে?—চল্‌ থানায়। আমার ঘড়ি-চেন বেমালুম সরিয়েছিলি, আমি ঠিক চিনেছি, [illegible]

১ম চোর। আমি লই বাবু, যে শালা লিইছিল, সেইদিনই সে রেলে কাটা পড়ে।

(চন্দুরীর পুনঃ প্রবেশ)

চন্দুরী। এ বাবা! ই কারা? কি করি! তোমরা কারা গো? হায় হায়—কেউ লাই যে দেখে! মেয়েটী অম্‌নি অম্‌নি ম'র্‌বে গো!

বিনোদ। কে ম'র্‌বে?

চন্দুরী। ঐ যে গোঁগাচ্ছেন—

বিনোদ। এঁ্যা, বল কি—কেউ নেই?—চল—চল—দেখি। (চোরের প্রতি) যা—ব্যাটা—বেঁচে গেলি!

[চন্দুরী ও বিনোদের প্রস্থান।

১ম চোর। ওঃ —শালার আচ্ছা চোখ! ক'বছর পরে শালা ঠিক ধ'রেছে। শালা অপয়া—ওরই জামা গায়ে দিয়ে সে শালা রেলে কাটা প'ড়্‌লো। এখানে ঢুকেছে—কে মরে!—আমি খুব বেঁচে গেছি সেদিনও—আজও। এখন তো পালাই,—আর ফরোসডাঙ্গা নয়; ফরোসডাঙ্গার পায়ে গড়।

[প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য

শান্তির শয্যাগৃহ

শান্তি অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় শুইয়া আছে

বিনোদ ও চন্দুরী

চন্দুরী। এই দেখুন বাবু, পরাণটা আছে কি লেই—

বিনোদ। (শান্তিকে দেখিয়া) একি! এ যে শান্তি! শান্তি এখানে এ অবস্থায় কেন?

চন্দুরী। বাবু! পরাণটা আছেন তো?

বিনোদ। (স্বগত) কি জানি, বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি, মূর্চ্ছিত বোধ হয়! (প্রকাশ্যে) এ মূর্চ্ছা—তুমি মাথায় বাতাস কর, আমি ডাক্তার নিয়ে আস্‌ছি—এঁকে আমি জানি, ইনি আমার ছোট বোন্!

R [প্রস্থান।

চন্দুরী। হেই, ভগবানের কাণ্ডটো দেখ, অসুখ দিয়ে কাচড়াচ্ছেন, আবার ভাইটীকেও আনা করাচ্ছেন। (বাতাস করিতে করিতে) পরের বাড়ী গতর খাটাতে এসে আমার ইকি জ্বালা! আহা! এমন ভালমানুষ বউটি গো! এই যে চ'খ মেল্‌চেন গো—বউ মা—বউ মা—

শান্তি। চন্দর—চন্দর—

চন্দুরী। কেনে বউ মা—কেনে বউ মা—?

শান্তি। আঃ—কেমন যেন হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি, আর কেউ আসে নি?

চন্দুরী। না মা, বাবু তো এখনো আসেন নাই।

শান্তি। বাইরে কার জুতোর শব্দ—দেখ না চন্দর!

চন্দুরী। (উঠিয়া দেখিয়া) ওমা, বাবুই তো আস্‌ছেন।

(হেমেন্দ্রের পুনঃ প্রবেশ) R

হেমেন্দ্র। যাক্—মার দিয়া কেল্লা! উকীলের চিঠি তো দেওয়া হ'লো। যোগেশটা আবার বাড়ী গেল, দু'দিন এখন আস্‌বে না। শান্তি কি এখনও ঘুমুচ্ছে? শান্তি—শান্তি—

[মাথার কাছে বসিল]

চন্দুরী। কে আর জবাব দিবে? মা'তে কি আর মা আছেন?

আপনারাই তো একটু একটু ক'রে মার্‌চো,—মাও—এখন গলাটা টিপে ধরো—পোড়ানির জ্বালা হ'তকে বাঁচুক।

হেমেন্দ্র। অ্যাঁ,—তাইতো? আমার যাবার পর থেকে কি অসুখ বেড়েছিল? শান্তি—শান্তি! একি, কথা কয় না কেন?

(ডাক্তারকে লইয়া বিনোদের পুনঃ প্রবেশ)

বিনোদ। দেখুন ডাক্তারবাবু,—দেখুন।

হেমেন্দ্র। (উঠিয়া) ডাক্তার বাবু!

[ডাক্তার শান্তিকে দেখিলেন ; পরে বলিলেন]

ডাক্তাব। কতদিন থেকে ভুগ্‌ছেন ইনি?

হেমেন্দ্র। একটু একটু জ্বর ক'দিন থেকে হ'চ্ছিল! ~~[illegible] বেশই—তখনও তো এমন ছিলো না।~~

[ডাক্তার ঘড়ি খুলিয়া পুনরায় হাত দেখিলেন]

বিনোদ। (স্বগত) এই হেম! ভালই হ'য়েছে। আমায় চেনে না।

ডাক্তার। বড় দুর্ব্বল! ঔষধের চেয়ে সুশ্রুষারই প্রয়োজন বেশী। Temparature rise ক'র্‌বে ব'লে মনে হ'চ্ছে! তা হোক, ভয় পাবেন না। খানিকটা বরফ আনিয়ে রাখুন—Ice bag, Thurmomeatre। এ ঘরে নয়, আপনারা একজন আমার সঙ্গে অন্যঘরে আসুন। অবস্থা—ব্যবস্থা সবই শুন্‌বেন। (হেমের প্রতি) ইনি আপনার?—

হেমেন্দ্র। স্ত্রী!

ডাক্তার। তাহ'লে আপনি এখানে থাকুন। (বিনোদের প্রতি) আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

R [ডাক্তার ও বিনোদের প্রস্থান।

হেমেন্দ্র। চন্দর, তুমি বুঝি ডাক্তারবাবুদের খবর দিয়েছিলে? আমি চ'লে যাবার পর বড্ড বেড়েছিল কি?—তখন থেকেই এমনি? ভাগ্যিস্ তুমি ছিলে—নইলে—(শান্তির নিকট গিয়া কপালে হাত দিয়া) উঃ কি উত্তাপ! শান্তি—শান্তি! তুমি কি এমনি ক'রেই আমায় ফেলে পালাবে?

চন্দরী। (স্বগত) ওঃ দেকে বাঁচিনে গো! ব্যাঙের শোকে সাপের চোকে পানি! মেরে ফেলাইয়ে সোহাগ কতো! L [প্রস্থান।

(ডাক্তার ও বিনোদের পুনঃ প্রবেশ) R

ডাক্তার। আমি প্রেসক্রিপ্‌শন্ লিখে—যা যা ক'র্‌তে হবে—এঁকে ব'লে গেলুম। একটা থার্মমিটার এনে রাখ্‌বেন—Ice bag, বরফ—সব ব'লে দিয়েছি এঁকে;—ঘণ্টা দুই পরে খবর দেবেন আমায়—(বনোদের প্রতি) একটা চার্ট ক'রে—যা যা ব'লে দিলুম আপনাকে—এখন তো ঐ চলুক—তারপর ঘণ্টা দুই পরে খবর দেবেন আমায়—ওষুধ আন্‌তে দেরী কর্বেন না। *

[ডাক্তারের প্রস্থান।

হেমেন্দ্র। ও কি সত্যিই বাঁচ্‌বে না? দয়া ক'রে আপনি ওঁকে বাঁচান,—আমায় যা ক'র্‌তে ব'ল্‌বেন, তাতেই আমি প্রস্তুত। আমিই ওঁকে মেরে ফেল্লুম! ও যদি না বাঁচে আমি লোকের কাছে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?" ~~আমার [illegible]~~ ~~[illegible]~~?

বিনোদ। চুপ করো। ঝিটা গেল কোথায়? ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~। ওষুধ আন্‌তে কে যাবে? এঁর আত্মীয়-স্বজনকে খবর দেওয়া দরকার। ~~[illegible]~~—

হেমেন্দ্র। আমি কোথাও যাবনা, যা ক'র্‌তে হয় করুন, আমার শান্তিকে বাঁচান। ~~শান্তিই যে আমার সর্ব্বস্ব~~।

বিনোদ। না চেঁচিয়ে আগে যাতে বাঁচে, তাই করো। আচ্ছা, তুমি এখানে ব'সো। আমি ব্যবস্থা ক'চ্ছি। (প্রস্থান) R

ষষ্ঠ দৃশ্য

৪।৪

ফরাসডাঙ্গা বাসাবাড়ীর দরদালান

যোগেশ ও চন্দুরী

[পূর্ব্ব ঘটনার পর একদিন অতিবাহিত হইয়াছে। যোগেশ ফিরিয়া আসিয়া সন্ধান লইয়া জানিয়াছে, শান্তি গুরুতরভাবে অসুস্থ; সে চন্দুরী ঝির কাছ থেকে খবর নিতে এসেছিল, শান্তি কেমন আছে]

যোগেশ। বিধু ডাক্তারের কাছে যা খবর পেলুম—সে তো বড় ভয়ঙ্কর! শান্তি যদি না বাঁচে—হেমের কাছে মুখ দেখাতে পার্ব্বো না! শান্তি মরুক বাঁচুক—এদিকের সুখ কিন্তু ফুরুলো! নীরদবাবুকে এলো ঠিক্ বুঝ্‌তে পার্‌লুম না! কালুকে এখান থেকে বাড়ী না গেলেই হ'ত! যাক্—এখন আর কারো সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো না, ঝি মাগীটার কাছে খবরটা নিয়ে একটু সজাগ থাকিগে।

(চন্দুরীর একটা আলো লইয়া প্রবেশ)

চন্দুরী। ~~[illegible]~~ (যোগেশকে দেখিয়া) চ'রের মতন আঁধারে ~~[illegible]~~ কে? মনের

সাদ কি একনো পূরে নাই? জলজিয়ান্তো মেয়েটাকে মেরে কেলালে—আর ইখানে ক্যানে?

যোগেশ। এখন কেমন আছে রে?

চন্দুরী। যাও কেন্না, শুদোও কেন্না—ভিতরকে যেতে পা আর উঠেক্ না না কি? আমরা ছোটনোক—কি ব'লতে কি ব'লবো। তোমরা ভদ্দর নোক! চ'র—খুনে—যাও তাবের নোককে শুদোও গা।

[চন্দুরীর প্রস্থান।

যোগেশ। মাগীর বড় লম্বা লম্বা কথা, থাক্—এখন আর দেখা ক'র্‌বো না। কি জানি, রাত্রে যদি কাঁধই দিতে হয়!

[প্রস্থান।

(বিনোদের প্রবেশ)

[হাতে একখানি নোট বুক ও পেন্সিল]

বিনোদ। মিক্‌চারটা খাওয়ান হ'লো—লিখে রাখি। ~~ডিলিরিয়াম ও প্রলাপ দিয়েছে~~—কি যে হবে? হেম কেঁদে ভাসাচ্ছে! তার উপর রাগ যা হ'য়েছিল, তার কান্না দেখে সব ভুলে গেলুম; নির্ব্বোধ! এখনো পরিচয় দিই নি, পরিচয় কি-ই বা দেবো? টেলিগ্রাম তো ক'রে দিয়েছি রজনীবাবুকে একখানা আর লক্ষ্মীপুরেও একখানা। শান্তি যদি বেঁচে ওঠে, সে হেমকে ক্ষমা ক'র্‌বে; প্রলাপের মধ্যে তার মুখে কেবল হেম আর শিবানীর কথা! আমারও ক্ষমা চাইতে বাকী—বাবার কাছে ক্ষমা চাইব। আর শিবানী?—অত্যাচারী কে বেশী—আমি না হেম?

(আপাদমস্তক মোটা চাদরে আবৃত শিবানীর প্রবেশ)

শিবানী। (ধীরে ধীরে আসিয়া লিখনে নিবিষ্ট বিনোদকে হেমেন্দ্র ভ্রমে ভয়বিহ্বলকণ্ঠে ডাকিল) ঠাকুর পো !—

বিনোদ। (চমকিয়া শিবানীর প্রতি চাহিল। প্রদীপের উজ্জ্বল রশ্মি পরিষ্কাররূপে তাহার মুখের উপর পড়িয়াছিল। শিবানী দেখিল—সে হেমেন্দ্র নহে। এক পা পিছাইয়া অর্দ্ধোচ্চারিত স্বরে মাত্র বলিল) কে—কে— ? (তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল) ~~তিনি কি—তিনি কি—~~ ? (বিস্ফারিতনেত্রে সে বিনোদের মুখে দৃষ্টি সংবদ্ধ করিয়া ভীতিসূচক অস্ফুটকণ্ঠে নিজের অজ্ঞাতসারেই যেন বলিয়া ফেলিল) একি ~~আমার—না আমার চোখের ভুল~~ ! ঠাকুর ! ঠাকুর !

বিনোদ।

[পেন্সিল ও খাতা পকেটে পুরিয়া শিবানীর অতি নিকটে আসিল। দুই জনেই নিস্পলক নেত্রে পরস্পরের পানে চাহিয়া রহিল, মুহূর্ত্ত মাত্র কেহ কথা কহিল না। শিবানীর সর্ব্বশরীর যেন হিমবৎ হইয়া আসিতে লাগিল। বিনোদ তাহার হাত ধরিল, বলিল]

বিনোদ। শিবানি—~~শিবানি—তুমি এসেছ ?—আমার ভিক্ষে পায়নি~~ আমি মারনি, তোমারই পুণ্যে মারনি !

[শিবানী বিনোদের বাহুবদ্ধ হইয়া তাহার বক্ষে মাথা রাখিল। কোন কথা কহিতে পারিল না। রুদ্ধ ক্রন্দনে তাহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল মাত্র। এমন সময়ে একটা দমকা বাতাসে প্রদীপ নিভিয়া গেল]

বিনোদ। হেম—~~…~~। তোমার বৌদি ~~এসেছেন—প্রদীপ দিতে গেছে,~~

[এই অন্ধকারের মধ্যেই দালানের দরজা পরিবর্তিত হইয়াছে ; দালানের পরিবর্তে শান্তির শয্যা-গৃহ দেখা গেল]

শিবানী। (তাড়াতাড়ি শান্তির শয্যার নিকটে গিয়া) শান্তি, বোনটী আমার—

শান্তি। দিদি এসেছ ? দিদি, আমার অমু কোথায় ?

শিবানী। অমু বাড়ীতেই আছে ভাই, বাড়ী গিয়ে তাকে কোলে নেবে।

শান্তি। আমি আবার বাড়ী যাব ?—আমি বাঁচ্‌বো ?

শিবানী। কি হ'য়েছে ? বাঁচ্‌বে বই কি, আমি তো তোমার বাড়ী নিতেই এসেছি।

হেমেন্দ্র। বউদিদি, [illegible] ? তোমায় আমি অপমান ক'রেছি। তোমার মনে কষ্ট দিয়েছি। (শান্তিকে দেখাইয়া) এই দেখ, তার শান্তি। শান্তি বুঝি আমায় ত্যাগ ক'রে যায় ! তুমি আমায় ক্ষমা করো, তোমার আশীর্ব্বাদ না পেলে শান্তি তো বাঁচ্‌বে না ! বল, তুমি আমার ব্যবহার ভুল্‌বে !

[শিবানীর পায়ে ধরিল]

শিবানী। কি ক'রছ ঠাকুরপো ! স্থির হও—ওঠো। আমি কি তোমার উপর রাগ ক'র্‌তে পারি ? তুমি যে আমার ছোট ভাই !

শান্তি। [illegible] ? দিদি, তোমার মনে কষ্ট দিয়েই এই দশা। এবার আমি বাঁচ্‌বো। তুমি ক্ষমা ক'রেছ, জ্যাঠামশায় কি ক্ষমা ক'র্‌বেন ? বাবা ব'লেছেন—জ্যাঠামশায় ক্ষমা না ক'র্‌লে বাবাও যে, আমার মুখ দেখ্‌বেন না।

[বাহিরে পদশব্দ]

ঐ বাবা আস্‌ছেন—

[উঠিয়া বসিল]

শিবানী। (ধরিয়া) উঠো না—উঠো না—

[শান্তিকে শুয়াইয়া দিয়া শিবানী তাহার মাথায় icebag ধরিল]

হেমেন্দ্র। আমি নিয়ে আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

শান্তি। দিদি, মিষ্টার রায়কে চেনো ?

শিবানী। না, এইবার চিন্‌বো।

(হেম ও রজনীর প্রবেশ) R

রজনী। শান্তি, মা, ? (শিবানীকে দেখিয়া) এই যে আমার বড় মেয়ে! তুমি ভার নিয়েছ মা, আমি নিশ্চিন্ত।

শান্তি। বাবা —ক্ষমা !

রজনী। (অবরুদ্ধ বেদনায় অতি কষ্টে বলিলেন) ক্ষমা ? না,—ক্ষমা ? সন্তানের উপর রাগ করবার অধিকারও যে বাপের নেই মা। ক্ষমা সেই রাত্রেই আমার করা উচিত ছিল। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমার সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত না ক'র্‌তে হয়। তুমি সেরে ওঠো মা! (হেমেন্দ্রের প্রতি) চিকিৎসার ব্যবস্থা বোধ হয় সে রকম কিছু হয়নি ?

হেমেন্দ্র। এখানকারই একজন ডাক্তার দেখ্‌ছেন ; তিনি বলেন, ভয় নেই সেরে যাবে। নীরদবাবুর কাছেই সমস্ত রিপোর্ট লেখা আছে।

[বিনোদ একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিল, হেম তাহাকে দেখাইয়া কথাগুলি বলিল। রজনী তাহাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন]

রজনী। (বিস্মিত কণ্ঠে) একি! নীরদবাবু কে? এযে আমাদের বিনোদ! (উৎফুল্লভাবে বিনোদের কাছে গিয়া তাহাকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া) বিনোদ—বিনোদ! তুমি? কি আশ্চর্য্য—তুমি এতদিন কোথায় ছিলে? এখানে কেমন ক'রে?

বিনোদ। আমার পুনর্জীবন—সকল দিক দিয়েই আমার পুনর্জীবন—! আমি সত্যই ম'রেছিলাম, হাঁসপাতালে, কলেরায়। আমার মৃতদেহ নদীর ধারে ফেলে দেয়; কিন্তু এক সাধুর কৃপায় আবার আমি বেঁচে উঠি। তাবপর, নানা ভাগ্য বিপর্য্যয়ে প'ড়ে, যখন আমি বৃন্দাবনে ফিরি—তখন শুনি—সেখানে প্লেগে আমার স্ত্রী, শাশুড়ী সকলে মারা গেছেন—

রজনী। তারপর?

বিনোদ। তারপর দেশে ফিরছি—ষ্টেশনের পথে—হঠাৎ এখানে এসে দেখি, শান্তির এই অবস্থা—

রজনী। তাহ'লে তুমিই কি আমায় টেলিগ্রাম ক'রেছিলে?

বিনোদ। আজ্ঞে হ্যাঁ। হেম আমায় চিন্‌তো না, এখনো চেনে না; টেলিগ্রাম আমিই ক'রেছিলাম।

শান্তি। (শিবানীর প্রতি) দিদি, তাহলে উনিই কি আমার ভাসুর, মিষ্টার রায় নন? দিদি, আমি উঠে ব'স্‌বো! আমি ভাল হ'য়ে গিয়েছি। আর আমার জ্যাঠামশায়—জ্যাঠামশায় কোথায়?

শিবানী। তিনি আমায় আগেই পাঠিয়ে দিলেন; ব্যস্ত হ'চ্ছ কেন ভাই? তিনিও আস্‌বেন।

হেমেন্দ্র। দাদা,—(বলিয়া বিনোদের পায়ের তলায় পড়িল)

বিনোদ। ওঠ হেম, ওঠ। ক্ষমা তো আমার কাছে নয়, আমরা দুজনেই যাঁর কাছে সমান অপরাধী, ক্ষমা চাইতে হবে তাঁর কাছে।

নেপথ্যে শ্যামাকান্ত। কই আমার মা, আমার মা কই গো!—

~~রজনী। আমি আনছি—আমি আনছি—~~

[~~রজনীর প্রস্থান~~।

শান্তি। জ্যাঠামশায়—জ্যাঠামশায়—?

(শ্যামাকান্তকে লইয়া রজনীর পুনঃ প্রবেশ)

শ্যাম। মা! মা! [শ্যামাকান্ত শান্তির বিছানার দিকে যেমন অগ্রসর হইলেন, অমনি বিনোদ তাঁহার দুই পা ধরিয়া বসিয়া পড়িল ;] কে—? কে—?

রজনী। চৌধুরীমশায়, চেয়ে দেখুন, আপনার পায়ের তলায় আপনার ক্ষমাপ্রার্থী [illegible] পুত্র বিনোদ—

শ্যামা। এঁ্যা বিনোদ—বিনোদ! তুই বেঁচে—তুই বেঁচে! ওঃ— ভগবান!

[বিনোদকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, এমন সময় হেমেন্দ্র তাঁহার পায়ের তলায় পড়িয়া বলিল,—]

হেমেন্দ্র। জ্যাঠামশায় আমিও কম অপরাধী নই।

~~রজনী~~। হেমেন্দ্র!

[দু'জনকে বক্ষে ধারণ করিয়া]

আঃ—আঃ—রজনীনাথ! কি তৃপ্তি! কি তৃপ্তি!!

যবনিকা

সংগঠনকারীগণ

প্রথম অভিনয় রজনীর সংগঠনকারী ও অভিনেতৃগণ

শিক্ষক ও অধ্যক্ষ—	শ্রীঅপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
সুর সংযোজক—	" তুলসীচরণ লাহিড়ী (এ্যামেচার)
হারমোনিয়ম বাদক—	" সন্তোষকুমার দাস
বংশীবাদক—	" ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সঙ্গতি—	" সতীশচন্দ্র বসাক
মঞ্চশিল্পী ও	" পবেশচন্দ্র বসু (পটলবাবু)
আলোকনির্দ্দেশক সহকারী—	" মাণিকলাল দে
স্মারক—	" কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
	" গোবর্দ্ধন পাল

অভিনেতাগণ

শ্যামাকান্ত— নাট্যাচার্য্য—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানিবাবু)
বিপিন— শ্রীবিভূতিভূষণ চৌধুরী
রজনীনাথ— " মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য
বিনোদ— " জীবনকুমার গাঙ্গুলী
ভিখারী— " কৃষ্ণধন কুণ্ডু (পরে) শরৎচন্দ্র সুর
১ম গাঁটকাটা— " আশুতোষ বসু (এমেচার)
২য় গাঁটকাটা— " সুবলচন্দ্র ঘোষ (এমেচার)
যোগেশ— " কানাইলাল ঘোষ
ফটিকচাঁদ— " জহরলাল গাঙ্গুলী
নন্দলাল— " সুরেন্দ্রনাথ রায়
সারদা— " অতুলকৃষ্ণ গাঙ্গুলী
উপেন্দ্র— " শশধর চট্টোপাধ্যায়
বৈকুণ্ঠ ভট্টাচার্য্য— " তুলসীচরণ চক্রবর্ত্তী
ষষ্ঠীচরণ, ডাকপিয়ন— " শৈলেশনাথ চট্টোপাধ্যায়
বিহারী— " যতীন্দ্রনাথ দাস
তারিণী— " শরৎচন্দ্র সুর
পাণ্ডা— " জ্যোতকুমার মুখোপাধ্যায়
একাওয়ালা— " সত্যেন্দ্রনাথ সর্ব্বাধিকারী
হেমেন্দ্র— " সন্তোষকুমার সিংহ

সুপ্রকাশ — শ্রীমতী রাণীবালা দাসী
যোগেন্দ্র— শ্রীইন্দুভূষণ মুখোপাধ্যায়
চাপরাশি, নিধিরাম— " কমলকুমার ঘোষ
অমূল্যকুমার— " ইন্দু
ডাক্তার— " ক্ষীতিশচন্দ্র রায় চৌধুরী
(পরে) ননীগোপাল মল্লিক

অভিনেত্রীগণ

সিদ্ধেশ্বরী— শ্রীমতী শান্তবালা
শিবানী— " কৃষ্ণভামিনী
মাতঙ্গিনী— " তারকদাসী
হারাণীর-মা ও বিন্দু— " সুবাসিনী
মণিমালা— " আঙ্গুরবালা
শান্তিলতা— " সুশীলাবালা
বসুমতী— " মতিবালা
রতনমণি,—চন্দুবী— " সরস্বতী
হরিমতী— " রাজলক্ষ্মী
জীবনতারা— " পদ্মাবতী

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী প্রণীত পুস্তকাবলী

পোষ্যপুত্র	(উপন্যাস)	৪র্থ সংস্করণ	...	২॥৹
মন্ত্রশক্তি	ঐ	৭ম „	...	২৲
বাগদত্তা	ঐ	৩য় „	...	২।৹
জ্যোতিঃহারা	ঐ	২য় „	..	২৲
মহানিশা	ঐ	৩য় „	...	২৲
মা	ঐ	৪র্থ „	...	৩৲
ত্রিবেণী	ঐ		...	৩৲
রামগড়	ঐ		..	২৲
চক্র	ঐ		.	২॥৹
পথহারা	ঐ		...	২॥৹
উত্তরায়ণ	ঐ		...	২॥৹
হিমাদ্রি	ঐ		...	২৲
চিত্রদীপ	(ছোট গল্প)	২য় সংস্করণ	...	১৲
রাঙ্গা শাঁখা	ঐ	২য় „	...	১৲
উল্কা	ঐ	২য় „	...	১॥৹
প্রাণের পরশ			...	২৲
পথের সাথী	ঐ		...	২৲
মধুমল্লী	ঐ		...	॥৹

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা